দৈনন্দিনের অযীফা

হিসনুল অযাইফ

- হিযবুল কুরআন (ফযীলতপূর্ণ সূরাসমূহ)
- হিযবুল আযম (অর্থসহ)
- হিযবুল বাহার (অর্থসহ)
- ফযীলতপূর্ণ চল্লিশটি দুরূদ ও সালাম

সংকলন ও অনুবাদ

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

দারুল হাদীস

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

- মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা
- ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিকাহ একাডেমী
- অধ্যাপক, ইসলামী অর্থনীতি, ফিকাহ একাডেমী টাঙ্গাইল
- সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন ইনস্টিটিউট (ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন)
- ধর্মীয় উপদেষ্টা, হিউমান রাইটস ডিফেন্ডার বাংলাদেশ

www.muftikabirahmadashrafi.weebly.com

হিসনুল অযাইফ

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

প্রকাশক ঃ মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭৩০-৯৯৫৭৭২, ০১৭১২-৬৪২৭০৩

পরিবেশনায় ঃ দারুল হাদীস
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ২৪
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০১২

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ১৮০.০০ টাকা

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

হিযবুল কুরআন

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ফাযায়েলে কুরআন	১২
দৈনিক কী পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করবে?	১২
প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ সূরা পাঠ	১৩
সূরা ফাতিহার ফযীলত	১৪
সূরা বাকারার ফযীলত	১৫
সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত এর ফযীলত	১৬
সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াত এর ফযীলত	১৭
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	১৭
সূরা আলে ইমরান এর ফযীলত	১৮
সূরা আলে ইমরান এর শেষ রুকুর ফযীলত	১৮
সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত এর ফযীলত	২০
সূরা হূদ এর ফযীলত	২০
সূরা কাহ্‌ফ এর ফযীলত	২১
সূরা ইয়াসীন এর ফযীলত	৩২
সূরা সাজদাহ এর ফযীলত	৩৮
সূরা দুখান এর ফযীলত	৪১
সূরা ফাতহ এর ফযীলত	৪৪
সূরা আর-রহমান এর ফযীলত	৪৯
সূরা ওয়াকিআহ এর ফযীলত	৫২
মুসাব্বিহাত এর ফযীলত	৫৬
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত এর ফযীলত	৫৬
সূরা মুলক এর ফযীলত	৫৭
সূরা মুয্‌যাম্মিল এর ফযীলত	৬০
সূরা নাবা এর ফযীলত	৬২
সূরা কদর এর ফযীলত	৬৩
সূরা যিলযাল এর ফযীলত	৬৪
সূরা আদিয়াত এর ফযীলত	৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সূরা তাকাছুর এর ফযীলত	৬৫
সূরা কাফিরূন এর ফযীলত	৬৬
সূরা নাসর এর ফযীলত	৬৬
সূরা ইখলাস এর ফযীলত	৬৭
সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফযীলত	৬৮
সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফযীলত	৬৮
রাতে দশ আয়াত পাঠের ফযীলত	৬৯
রাতে একশত, দুইশত ও পাঁচশত আয়াত পাঠের ফযীলত	৭০
এক হাজার আয়াত পাঠের সাওয়াব লাভ	৭০

মাত্র ৯ মিনিটে ৯ খতমে কুরআনের সাওয়াব

১-২। সূরা ফাতিহা (৩ বার = ২ খতম)	৭১
৩। আয়াতুল কুরসী (৪ বার= ১ খতম)	৭১
৪। সূরাতুল কদর (৪ বার = ১ খতম)	৭২
৫। সূরা যিলযাল (২ বার = ১ খতম)	৭৩
৬। সূরা আদিয়াত (২ বার = ১ খতম)	৭৩
৭। সূরা কাফিরূন (৪ বার = ১ খতম)	৭৪
৮। সূরা নাসর (৪ বার = ১ খতম)	৭৪
৯। সূরা ইখলাস (৩ বার = ১ খতম)	৭৫

আল-হিযবুল আযম

মোল্লা আলী কারী রহ.

হিযবুল আযমের ফযীলত	৭৮
হিযবুল আযমের ভূমিকা	৭৯
প্রথম মনযিল (শনিবার)	৮১
দ্বিতীয় মনযিল (রবিবার)	১১২
তৃতীয় মনযিল (সোমবার)	১২৬
চতুর্থ মনযিল (মঙ্গলবার)	১৪২
পঞ্চম মনযিল (বুধবার)	১৫৯
ষষ্ঠ মনযিল (বৃহস্পতিবার)	১৭৫
সপ্তম মনযিল (শুক্রবার)	১৯৩

হিযবুল বাহর

শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ.

হিযবুল বাহর এর পটভূমি ২১৮
ইজাযত গ্রহণ ২১৯
হিযবুল বাহার এর যাকাত ২২০
হিযবুল বাহর ২২১

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অযীফা

তিন তাসবীহ (৩০০ বার) ২৩২
চার তাসবীহ (খানকাহে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া) ২৩২
বারো তাসবীহ (১৩০০ বার) ২৩৪
খতমে দু'আয়ে ইউনুস আ. ২৩৪
খতমে খাজেগান ২৩৫
খতমে বিসমিল্লাহ ২৩৫
আয়াতে শিফা ২৩৫
আয়াতে সালাম (সাত সালাম) ২৩৬
আয়াতে হিফাযত ২৩৭
আয়াতে নূর ২৩৮
ফযীলতপূর্ণ চল্লিশটি দুরূদ ও সালাম ২৪৬

꧁ স্বর্ণবাণী ꧂

‘খামীরা মারওয়ারীদ’ সেবন করে ওই ব্যক্তিই পুরোপুরিভাবে উপকৃত হয় যে বিষ খাওয়া থেকে বেঁচে থাকে। তেমনিভাবে এসব অযীফা দ্বারা ওই ব্যক্তি উপকৃত হবে যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর কখনও ভুলবশত গুনাহ করে বসলে সাথে সাথেই তওবা ও ইস্তেগফার করে নেয়।

অতএব, এসব অযীফার ফযীলত পেতে হলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

আরিফ বিল্লাহ হযরতে আকদাস
মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখদার দা. বা.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَوْفَوْا عَهْدَهٗ. اَمَّا بَعْدُ:

সারা বিশ্বে সর্বত্র মুসলমান পেরেশান ও দিশেহারা। বিপদ-আপদে জর্জিত। সবাই অভিযোগ করছে, আমাদের দু‘আ কবুল হয় না। আল্লাহর সাহায্য আসছে না ইত্যাদি। কারণ একটাই মুসলমানরা আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে দিয়েছে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। সমাধানও একটাই, আবার পরিপূর্ণ দ্বীনে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহর সমীপে খাঁটি তওবা করে পূর্ণরূপে শরীআতের বিধি-নিষেধ মান্য করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ

﴿وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ﴾

“তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।” (সূরা শূরা, ৪২: ৩০)

আল্লাহ তা‘আলা অরও ইরশাদ করেন ঃ

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ﴾

“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।” (সূরা রূম, ৩০: ৪১)

আল্লাহ তা‘আলা অরও ইরশাদ করেন ঃ

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ﴾

“তোমাদের পলনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দিব। যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে তারা সত্বরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাঞ্ছিত হয়ে।” (গাফির, ৪০: ৬০)

আল্লাহ তা'আলা অরও ইরশাদ করেন ঃ

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে।" (সূরা বাকারা, ২: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা অরও ইরশাদ করেন ঃ

﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর আল্লাহর কাছেই মাগফেরাত কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়।" (সূরা বাকারা, ২: ১৯৯)

মোদ্দাকথা মুসলমান যদি আল্লাহর অবাধ্যচারণ ত্যাগ করে তাঁর অনুগত হতে পারে এবং আল্লাহর রঙে রঙিন হতে পারে তাহলে সে অবশ্যই অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো ফরয ইবাদতের পাশাপাশি বেশি বেশি তওবা-ইস্তেগফার করা এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বান্দা 'হিসনুল অযাইফ' সংকলন ও অনুবাদ করেছে। এতে রয়েছে কুরআন মাজীদের ফযীলতপূর্ণ কয়েকটি সূরা, আল-হিযবুল আযম (অনুবাদ ও হাওয়ালাসহ), হিযবুল বাহার ও অন্যান্য কতক অযীফা।

অযীফা বলতে বুঝায় অল্প সময়ে অধিক সাওয়াবের আমল। অর্থাৎ এমন আমল যা খুবই সহজ ও ফযীলতময়। যার দ্বারা সকল প্রকারের বিপদাপদ দূর হয় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি সাধন হয়। দৈনন্দিন অযীফা ও আমল তথা তিলাওয়াত, তাসবীহ, মাসনূন দু'আসমূহ ও যিকির-আযকার দ্বারাই ঃ (১) প্রকৃত পক্ষে অন্তরে শান্তি আসে। (২) অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব অর্জন করা যায়। কোনো কোনো সূরা পাঠে দশ/এক খতম কুরআন বা কুরআন মাজীদের দুই তৃতীয়াংশ/এক চতুর্থাংশ খতমের সাওয়াব অর্জন হয়। (৩) কেনো কোনো সূরা, আয়াত বা দু'আ পাঠের অভ্যাস গড়লে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ছোট-বড় গুনাহ মাফ হয়। জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায় হয়। সকল প্রকারের পেরেশানী, আর্থিক সংকট ও দারিদ্রতা দূর হয়। শয়তান কাছে আসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার নূর অর্জন হয়। হিংস্র পশু, জ্বিন-ভূতের অনিষ্ট থেকে

নিরাপদ থাকা যায়। ফেরেশতারা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকে ইত্যাদি ধরনের অনেক ফযীলত রয়েছে। অতএব, কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত তাসবীহ, মাসনূন দু'আসমূহ ও যিকির-আযকার নিয়মিত পাঠ করা উচিত।

উল্লেখ্য, এসব ফযীলত তখনই অর্জন হবে যখন ফরয-ওয়াজিবসমূহ যথাযথ পালন করার পর এগুলো পাঠ করা হবে। হারাম ও নাজায়েযকে বর্জন করা হবে। অন্যথায় এসব আমল ও অযীফা কোনো কাজে আসবে না। কারণ অযীফা হলো বোনাসের মতো। আর মূল ডিউটি পালন করা ব্যতীত কাউকে বোনাস তো দূরের কথা পারিশ্রমিকও প্রদান করা হয় না। অদ্য কিতাবে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি 'মাকতাবা শামিলা' থেকে নেওয়া হয়েছে এবং 'আল-হিযবুল আযম' এর তাখরীজের ক্ষেত্রে 'মাকতাবাতুস সিদ্দীক' ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত 'আল-হিযবুল আযম' কে অনুসরণ করা হয়েছে।

ভুল-ত্রুটি তো জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের পিছু নিয়েছে। যথাসাধ্য ভুল থেকে বাঁচার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও বিজ্ঞ ও সুহৃদ পাঠকের নজরে কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করার অনুরোধ করছি। সর্বশেষে দু'আ করছি কিতাবটি যেন আল্লাহ তা'আলার দরবারে মাকবুল হয় এবং আমার ও আমার সংশ্লিষ্টদের নাজাতের অসিলা হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শরীআতের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার তাওফীক দান করেন এবং দৈনন্দিনের আমল ও অযীফা পাঠের সুযোগ দানের মাধ্যমে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে সুন্দর করে তোলেন। আমীন ইয়া আরহামার রাহিমীন!

কবির আহমাদ আশরাফী
১০ ডিসেম্বর, ২০১১
kabir323@gmail.com

হিযবুল কুরআন

(ফযীলতপূর্ণ সূরাসমূহ)

সংকলন ও গ্রন্থনা
মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া ঢাকা

ফাযায়েলে কুরআন

১. কেয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ নিজ তেলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে আসবে এবং তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং ২৯১৫)

২. কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট কুরআন মাজীদ অপেক্ষা উত্তম কোনো সুপারিশকারী হবে না। কোনো নবী, কোনো ফেরেশতা বা অন্য কেহই নয়। (শরহুল ইহইয়া, ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৪৬)

৩. যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের একটি হরফ পড়বে তার জন্য প্রত্যেক হরফের বদলে দশটি নেকী লেখা হবে, প্রত্যেকটি নেকী আবার দশ গুণ বৃদ্ধি হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং ২৯১০)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার উম্মতের সর্বোত্তম (নফল) ইবাদত হল, কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা।"
(শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং ২০২২)

৫. হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "যে ব্যক্তিকে কুরআন মাজীদ (তেলাওয়াত করা, মুখস্ত করা, এতে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং এর তরজমা ও তাফসীর) এর ব্যস্ততা আমার যিকির ও আমার নিকট চাওয়া থেকে বিরত রেখেছে, আমি তাকে দু'আকারীর চেয়ে অনেক বেশি দান করি।"
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং ২৯২৬)

দৈনিক কী পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করবে?

হাদীসে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা হয়েছে তাই দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়া উচিত। সবচেয়ে উত্তম হল নফল নামাযে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা। হাফেযগণ দৈনিক অন্তত তিন পারা এবং সাধারণ মানুষ অন্তত এক পারা তেলাওয়াত করবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. দৈনিক এক খতম এবং রমযানে দৈনিক

দুই খতম কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন। আর আমরা এক পারাও তেলাওয়াত করতে পারি না। এটা বড়ই আফসোসের বিষয়।

কাজী আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, আমাদের উস্তাদ ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. দৈনিক একবার কুরআন খতম করতেন। আর রমযানে ঈদের দিন পর্যন্ত মোট ৬২ বার কুরআন মাজীদ খতম করতেন। অর্থাৎ দৈনিক দুই বার কুরআন মাজীদ খতম করতেন।

(সারতাজে মুহাদ্দিসীন- ইমাম আবূ হানীফা, পৃ. ১৬৯)

কতক উলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিয়েয়েছেন, কুরআন মাজীদ (দৈনিক এক পারা করে) এক মাসে শেষ করা উচিত। সাত দিনে শেষ করলে সবচেয়ে ভালো হয়। সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল, তাঁরা সাত দিনে একবার কুরআন মাজীদ শেষ করতেন। শুক্রবার শুরু করতেন এবং দৈনিক এক মনযিল পাঠ করে বৃহস্পতিবার শেষ করতেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন ঃ বছরে দুইবার (ছয় মাসে একবার) কুরআন মাজীদ শেষ করা মুসলমানের উপর কুরআন মাজীদের হক। অতএব এর চেয়ে কম কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয়। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৪৫)

প্রত্যেক নামাযের পর বিশেষ সূরা পাঠ

দৈনিক যদি তিন পারা বা এক পারা তেলাওয়াত করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত প্রতি নামাযের পর নিম্নবর্ণিত ফযীলতপূর্ণ সূরাসমূহ পড়ুন। ইশার পর তিনোটা সূরা পড়তে পারলে ভালো। অন্যথায় "সূরা মুলক" অবশ্যই পড়ুন। প্রত্যেক সূরার ফযীলত বর্ণিত পৃষ্ঠায় দেখুন।

১. ফজরের পর "সূরা ইয়াসীন" [৩২নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
২. যোহরের পর "সূরা ফাতাহ" [৪৪নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
৩. আসরের পর "সূরা নাবা" [৬২নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
৪. মাগরিবের পর "সূরা ওয়াকিয়াহ" [৫২নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
৫. ইশার পর (১) "সূরা মুলক" [৫৭নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
(২) "সূরা সাজদাহ" [৩৮নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
(৩) "সূরা দুখান" [৪১নং পৃষ্ঠায় দেখুন]
৬. জুম'আর দিন "সূরা কাহফ" [২১নং পৃষ্ঠায় দেখুন]

নিম্নে কয়েকটি সূরার সংক্ষিপ্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাগুলির আরও বিস্তারিত ফযীলত হাদীসগ্রন্থে দেখুন।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

✍ সূরা ফাতিহা মর্যাদার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ সূরা। এটা এমন একটি সূরা যেমন তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জিলে নাযিল হয়নি। এটাই 'সাবয়ে মাছানী' এবং মহান কুরআন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৫)

✍ সূরা ফাতিহাকে 'সূরা শিফা'ও বলা হয়। সূরা ফাতিহায় (শারীরিক ও মানসিক) সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে।
(শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৩৭০)

✍ 'সূরা ফাতিহা' কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৪৪৭৪)

✍ একবার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করলে দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সাওয়াব পাওয়া যায়। অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।
(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

✍ ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মধ্যবর্তী সময়ে ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করে রোগীর উপর দম করলে বেদনা (ও সকল প্রকারের জটিল রোগ) ভালো হয়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৭)

✍ শেষ রাত্রে ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করলে বিনা কষ্টে রুযী-রোযগার পাওয়া যায়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

✍ শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. থেকে বর্ণিত। 'সূরা ফাতিহা'র নিম্নোক্ত আমলটি এমন সব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য পরীক্ষিত যেসব রোগ সম্পর্কে ডাক্তারগণ চিকিৎসাহীন বলে দিয়েছেন। (মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৬৭)

১। প্রথমে দুরূদ শরীফ ৭ বার
২। প্রথমে একবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে।

অতঃপর بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -কে 'সূরা ফাতিহা'র সাথে মিলিয়ে পড়বে। যেমন- بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। এরপর আমীন বলবে। এভাবে ৭ বার 'সূরা ফাতিহা' পড়বে।

৩। শেষে দুরূদ শরীফ ৭ বার

অতঃপর সে পানি বা তেল এ ফুঁক দিবে। এ পানি বা তেল রোগী ব্যবহার করলে 'সূরা ফাতিহা'র বরকতে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে।

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

সূরা বাকারার ফযীলত

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। শয়তান সে ঘর থেকে পালায় যে ঘরে 'সূরা বাকারা' তেলাওয়াত করা হয়।"

(সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৩৯, হাদীস নং ৭৮০)

✍ তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কেয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারীরূপে আসবে এবং সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান কেয়ামতের দিন তার পাঠককে ছায়া দান করবে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৫৩, হাদীস নং ৮০৪)

বিঃ দ্র ঃ সূরা বাকারা কুরআন মাজীদ দেখে পড়ুন।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের সময় পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৪০০৮)

✍ আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যার মধ্য থেকে দুইটি আয়াত নাযিল করে তার দ্বারা সূরা বাকারা শেষ করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোনো ঘরে তা তিন রাত পড়া হবে আর তারপরও শয়তান সে ঘরের নিকট যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ২৮৮২)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٢٨٥ لَا يُكَلِّفُ
اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ
وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٨٦

সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াতের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ২৮৭৯)

সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

- প্রত্যেক জিনিসের একটি শীর্ষস্থান আছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হল সূরা বাকারা এবং এতে এমন একটি আয়াত আছে যা সমস্ত আয়াতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর, সেটি হল 'আয়াতুল কুরসী'।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৮)

- একবার 'আয়াতুল কুরসী' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করার সমান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

- যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে সে ব্যক্তি পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে।

(তবরানী, খ. ৩, পৃ. ৮৩, হাদীস নং ২৭৩৪)

- যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে সে মৃত্যুর সাথে সাথেই বেহেশতে প্রবেশ করবে।

(বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৫৮, হাদীস নং ২৩৯৫)

- যে ব্যক্তি শোয়ার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তার হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন নেগাহ্বান (ফেরেশতা)

নিযুক্ত করা হবে যে তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হিফাযতে রাখবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩১১, ৩২৭৫ ও ৫০০৮)

আয়াতুল কুরসী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

সূরা আলে ইমরানের ফযীলত

- যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা আলে ইরমান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৭)

বিঃ দ্র ঃ সূরা আলে ইমরান কুরআন শরীফ দেখে পড়ুন।

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুর ফযীলত

- যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু অর্থাৎ ১৯০নং আয়াত ''اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ'' থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে তার জন্য পূর্ণ রাত নামাযে কাটানোর সাওয়াব লেখা হবে।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৬)

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক দিন রাতে 'সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশ আয়াত (১৯০ থেকে ২০০) পাঠ করতেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৮৮)

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ
لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۰﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى
جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ
النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا
مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا
وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ۖ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ

الْمِهَادُ ﴿۱۹۷﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ
لِّلْاَبْرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹۹﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ق وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿۲۰۰﴾

সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত পাবে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৭)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ؕ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۲۹﴾

সূরা হূদ এর ফযীলত

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা জুম'আর দিন সূরা হূদ পড়বে। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৩)

সূরা কাহফ এর ফযীলত

- যে ব্যক্তি জুম'আর দিন 'সূরা কাহফ' পড়বে, তার (ঈমানের নূর) এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (সুনানে বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস নং ৫৭৯২) অন্য একটি হাদীসে আছে যে, সে নূর 'সূরা কাহফ' পাঠকারী থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।
- যে ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং ৮০৯)

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ①
قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ② مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ③
وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ④ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا
لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا
كَذِبًا ⑤ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ اَسَفًا ⑥ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ
اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ⑦ وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ⑧ اَمْ

حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ⑨ اِذْ
اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ
لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ⑩ فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ
عَدَدًا ⑪ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا
اَمَدًا ⑫ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا
بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ⑬ وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا
رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَآ اِذًا
شَطَطًا ⑭ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ
عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑮
وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗٓا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ⑯ وَتَرَى
الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَاِذَا غَرَبَتْ
تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ
مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا
مُّرْشِدًا ⑰ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۚ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ

وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ وَكَذٰلِكَ
بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا
لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ فَابْعَثُوْٓا
اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا
فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ﴿١٩﴾ اِنَّهُمْ
اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ
تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٢٠﴾ وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ
فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا
عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ﴿٢١﴾ سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ
رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا
بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ؕ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ
بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ۪
وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ

ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۡ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى
اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴿٢٤﴾ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ
مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ﴿٢٥﴾ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۡ
وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٦﴾ وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ
لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۫ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا
تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ
اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ
اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا
يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ
مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ
مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ
الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا

مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ؕ نِعْمَ
الثَّوَابُ ؕ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۳۱﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا
لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا
زَرْعًا ﴿۳۲﴾ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا
خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ﴿۳۳﴾ وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا
اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۴﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ
قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا ﴿۳۵﴾ وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ
رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۶﴾ قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ
يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ
سَوّٰىكَ رَجُلًا ﴿۳۷﴾ لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿۳۸﴾ وَلَوْلَاۤ اِذْ
دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا
اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿۳۹﴾ فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿۴۰﴾ اَوْ
يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ﴿۴۱﴾ وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ
فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا

وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا ﴿۴۲﴾ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ
يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿۴۳﴾ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ
الْحَقِّ ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ﴿۴۴﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ
فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۴۵﴾
اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ﴿۴۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ
بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ﴿۴۷﴾ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ
صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۭ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ
نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿۴۸﴾ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ
مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ
صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا
يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ﴿۴۹﴾ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا
اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ
وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿۵۰﴾

مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا
كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ﴿٥١﴾ وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ
الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
مَّوْبِقًا ﴿٥٢﴾ وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا
عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ
مَثَلٍ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٥٤﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ
يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَاۗءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ
الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا
مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ
لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ﴿٥٦﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ۭ اِنَّا
جَعَلْنَا عَلٰي قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۭ وَاِنْ
تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو
الرَّحْمَةِ ۭ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۭ بَلْ لَّهُمْ
مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا

ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَآ اَبْرَحُ
حَتّٰٓى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا
جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَاۗءَنَا ۡ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا
نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۡ
وَمَآ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي
الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۤ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا
قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ
تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰي مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَاۗءَ
اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ﴿٦٩﴾ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ
عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَانْطَلَقَا ۡ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۭ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـــًٔا
اِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا

تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا ۫
حَتّٰٓى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ
صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ ۚ قَدْ
بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا ۫ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ
اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ
يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هٰذَا
فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ
صَبْرًا ﴿٧٨﴾ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ
اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَاَمَّا
الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ
رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ
تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ
اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ

اَمْرِيْ ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ
ذِي الْقَرْنَيْنِ ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي
الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَاَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ
مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا
قَوْمًا ؕ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ
حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ
فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ِۨ
الْحُسْنٰى ؕ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتّٰٓى
اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ
مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ
اَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ
لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ
وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ
تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ
فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ

حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا
قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا
اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ
جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٨﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ
يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿٩٩﴾ وَّعَرَضْنَا
جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا ﴿١٠٠﴾ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ
عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾
اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ
يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآئِهٖ
فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذٰلِكَ
جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ

مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا
بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

✍ প্রতেক জিনিসের হৃদয় আছে আর কুরআনের হৃদয় হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে তার জন্য দশ বার খতমে কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৭)

✍ যে ব্যক্তি দিনের শুরু (সকালে) সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪১৮)

ফায়দা ঃ এ কারণেই বুযুর্গদের জীবনে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা নিজ প্রয়োজনের কথা মাখলূকের কাছে না বলে আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ করতেন এবং এ কারণেই তাঁরা সর্বদা ফজরের নামাযের পর 'আদ'য়্যিায়ে মাসনূনা' থেকে ফারেগ হয়ে অবশ্যই 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করতেন।

✍ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ (মৃত শয্যায়) ব্যক্তিদের নিকট এ সূরা পড়।
(শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৭৮, হাদীস নং ২৪৫৮)

✍ যে কোনো উদ্দেশ্যের জন্য 'সূরা ইয়াসীন' ৪১ বার তেলাওয়াত করলে তা অর্জন হয়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'সূরা ইয়াসীন' প্রত্যেক রাত্রে পড়েছে অতঃপর মারা গেল। সে শহীদী মৃত্যু বরণ করেছে। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫২)

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূরা ইয়াসীন' পড়লে গুনাহ মাফ হয়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পড়লে ক্ষুধা নিবারণ হয়। পথভ্রষ্ট অবস্থায় পড়লে পথের সন্ধান মেলে। পশু হারানো গেছে অবস্থায় পড়লে পশু পাওয়া যায়। খাদ্যের স্বল্পতার সময় পড়লে খাদ্যে বরকত হয়। মৃত্যুকালে রোগির নিকট পড়লে মৃত্যু যন্ত্রনা লাঘব হয়। প্রসব বেদনার সময় পড়লে সহজে সন্তান প্রসব হয় এবং শত্রুর ভয়ের সময় পড়লে শত্রুর ভয় দুরীভূত হয়। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫২)

سُوْرَةُ يٰسٓ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰسٓ ﴿١﴾ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ
اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ
مُّقْمَحُوْنَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ
لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠﴾ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ﴿١١﴾ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ
الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ

مُّبِيْنٍ ﴿١٢﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا
الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ
فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ
اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾ قَالُوْا رَبُّنَا
يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾ قَالُوْٓا
اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۭ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ
يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ
مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾ وَ مَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾
ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْٓ
اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ﴿٢٥﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ
يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٧﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا
عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْ

كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ
مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ
اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾ وَاِنْ
كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ
اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا
جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا
مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ
خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ
مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿٣٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ
وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاِنْ نَّشَاْ
نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا

وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا
خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ
اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ
اَطْعَمَهٗۤ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَاۤ اِلٰۤى اَهْلِهِمْ
يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ
يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ
الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا
هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ
شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِيْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٧﴾ سَلٰمٌ ۣ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ
رَّحِيْمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٥٩﴾ اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ﴿٦٠﴾ وَّاَنِ
اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا
كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ
عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا
اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ؕ
اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ۙ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا
فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا
يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾
وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٤﴾ ؕ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا

نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ
مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ
خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ
اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۙ﴿٧٩﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ
الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۚ وَهُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾ ۧ

সূরা সাজদাহ এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি এ সূরা (রাতে) পড়বে এ সূরা তার জন্য শাফাআত করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার শাফা'আত কবুল করবেন।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৮)

✍ পরবর্তী হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল (সূরা সাজদাহ, পারা নং ২১) ও সূরা মুলক পড়বে তার জন্য ৭০টি নেকী লেখা হবে, তার ৭০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৯)

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ
مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ
السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ
مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾
الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ
مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا
تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ
بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ
الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ

الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ
هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا
نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۫ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ
اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ اَفَمَنْ كَانَ
مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ۫ نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَاَمَّا
الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ
اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ

عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ؗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا
يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ
الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا
يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ
فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا
يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾ قُلْ
يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾
فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

সূরা দুখানের ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সকাল পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে থাকবে।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৮)

✍ যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৯)

✍ যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে বা রাতে 'সূরা দুখান' পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন।
(তবরানী, খ. ৮, পৃ. ২৬৪, হাদীস নং ৮০২৬)

سُوْرَةُ الدُّخَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا
مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا اِنَّا
كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾ رَبِّ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ
يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾ يَّغْشَى
النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا
مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾ اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ
تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ﴿١٤﴾ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا
اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ﴿١٦﴾
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَنْ
اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾ وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ

إِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ
تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾ وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ
قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَ اتْرُكِ
الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ
عُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾
كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ
وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ
الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾
وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا
فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى
وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾ فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٦﴾ اَهُمْ
خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا
مُجْرِمِيْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾
مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّ يَوْمَ
الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّ

لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾
اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي
الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ
الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ ۚ اِنَّكَ
اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾ اِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾ يَّلْبَسُوْنَ مِنْ
سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾ كَذٰلِكَ ۫ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾
يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا
الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰىهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

সূরা ফাতহ এর ফযীলত

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সূরা ফাতহ' আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম"।
  (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ১২৬, হাদীস নং ৪১৭৭)
- অন্তত সপ্তাহে একবার হলেও 'সূরা ফাতহ' তেলাওয়াত করা উচিত। বুযুর্গানে কিরাম দৈনিক যোহরের নামাযের পর 'সূরা ফাতহ' তেলাওয়াত করে থাকেন।

سُوْرَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴿۱﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ
وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿۲﴾
وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿۳﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ
الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۴﴾ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ﴿۵﴾ وَّيُعَذِّبَ
الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ
ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ
وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿۶﴾ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۙ﴿۷﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا
وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۙ﴿۸﴾ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ
وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ

اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۰﴾ سَيَقُوْلُ
لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ
لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ
لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ
اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۱﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ
وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ
السَّوْءِ ۖۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًۢا بُوْرًا ﴿۱۲﴾ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ
اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿۱۳﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَغْفِرُ
لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۱۴﴾
سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا
نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ
قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا
يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى
قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا

يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ
حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۭ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا
اَلِيْمًا ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ
فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ
هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿٢٠﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ
اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قٰتَلَكُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ
اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾
وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ
بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٢٤﴾ هُمُ

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ
مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۗءٌ مُّؤْمِنٰتٌ
لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَــــُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ
لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٢٥﴾ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ
الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ
اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٢٦﴾ لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۗءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ
رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۭ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ
مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ
بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۡ
سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۭ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ

وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

সূরা আর-রহমান এর ফযীলত

✍ প্রত্যেক জিনিসের যীনত (সৌন্দর্য) রয়েছে আর কুরআনের যীনত (সৌন্দর্য) হলো 'সূরা আর-রহমান'।

(শুয়াবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৮৯, হাদীস নং ২৪৯৪)

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা হাদীদ', 'সূরা আর-রহমান' ও 'সূরা ওয়াকিয়াহ' তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি জান্নাতুল ফিরদাউস এর অধিকারী হবে।

(ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫৩)

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ﴿۱﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ﴿۲﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ﴿۳﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿۴﴾
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۖ﴿۵﴾ وَّالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿۶﴾
وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ﴿۷﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿۸﴾
وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿۹﴾ وَالْاَرْضَ وَ
ضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ﴿۱۰﴾ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ﴿۱۱﴾ وَالْحَبُّ
ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ﴿۱۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۳﴾ خَلَقَ
الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ﴿۱۴﴾ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ

نَّارٍ ۚ﴿۱۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ
الْمَغْرِبَيْنِ ۚ﴿۱۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيٰنِ ۙ﴿۱۹﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ﴿۲۰﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ﴿۲۲﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَـَٔاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ﴿۲۴﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ﴿۲۵﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۖ﴿۲۶﴾ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ﴿۲۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾ يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ﴿۲۹﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ﴿۳۱﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ
اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ﴿۳۳﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ
وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ﴿۳۵﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾ فَاِذَا
انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ﴿۳۷﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ﴿۳۹﴾ فَبِاَيِّ

اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ
بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ
الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾
فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾
مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾ فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ
اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾ كَاَنَّهُنَّ
الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٩﴾ هَلْ جَزَآءُ
الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ﴿٦٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦١﴾ وَمِنْ
دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ﴿٦٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٣﴾ مُدْهَآمَّتٰنِ ﴿٦٤﴾
فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٥﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾ فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾
حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ
يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾
مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

সূরা ওয়াকিআহ এর ফযীলত

✍ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে 'সূরা ওয়াকিআহ' পাঠ করবে সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বায়হাকী ফী শু'আবিল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ২৪৯৮)

✍ একস্থানে বসে 'সূরা ওয়াকিআহ' ৪১ বার তেলাওয়াত করলে উদ্দেশ্য অর্জন হয়। বিশেষভাবে জীবিকার জন্য দু'আ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই কবুল হয়ে থাকে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৮৮)

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা হাদীদ', 'সূরা আর-রহমান' ও 'সূরা ওয়াকিয়াহ' তেলাওয়াত করবে সে ব্যক্তি জান্নাতুল ফিরদাউস এর অধিকারী হবে। (ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৫৩)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট চাওয়া ব্যতীত শুধু আসবাব-উপকরণ অবলম্বন করে রিযিক (ও অন্যান্য প্রয়োজন) পাওয়া যাবে না। কেননা রিযিক তো আসমানে রায়েছে।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

অর্থ ঃ আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ২২) এ জন্যই বুযুর্গানে কিরাম মাগরিবের পরে অবশ্যই 'সূরা ওয়াকিআহ' তেলাওয়াত করতেন।

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝٢ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝٣ اِذَا
رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝٤ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَآءً
مُّنْۢبَثًّا ۝٦ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝٧ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ
الْمَيْمَنَةِ ۝٨ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝٩ وَالسّٰبِقُوْنَ
السّٰبِقُوْنَ ۝١٠ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝١١ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝١٢ ثُلَّةٌ مِّنَ
الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝١٤ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۝١٥
مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ۝١٦ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۝١٧
بِاَكْوَابٍ وَّ اَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۝١٨ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا
يُنْزِفُوْنَ ۝١٩ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۝٢٠ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا
يَشْتَهُوْنَ ۝٢١ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۝٢٢ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۝٢٣ جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝٢٤ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۝٢٥ اِلَّا قِيْلًا
سَلٰمًا سَلٰمًا ۝٢٦ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝٢٧ فِيْ سِدْرٍ
مَّخْضُوْدٍ ۝٢٨ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۝٢٩ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۝٣٠ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۝٣١

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۝٣٢ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۝٣٣ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ۝٣٤
اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۝٣٥ فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۝٣٦ عُرُبًا اَتْرَابًا ۝٣٧
لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝٣٨ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۝٣٩ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ۝٤٠
وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝٤١ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝٤٢
وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝٤٣ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝٤٤ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ
مُتْرَفِيْنَ ۝٤٥ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝٤٦ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ
اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝٤٧ اَوَ اٰبَآؤُنَا
الْاَوَّلُوْنَ ۝٤٨ قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝٤٩ لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى
مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۝٥٠ ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۝٥١
لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۝٥٢ فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۝٥٣
فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۝٥٤ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۝٥٥ هٰذَا
نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۝٥٦ نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ ۝٥٧
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝٥٨ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝٥٩
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝٦٠ عَلٰٓى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝٦١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ

النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٦٢﴾ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ﴿٦٣﴾ ءَاَنْتُمْ
تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
تَفَكَّهُوْنَ ﴿٦٥﴾ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٦٧﴾ اَفَرَءَيْتُمُ
الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ
الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ
النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ
الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ
بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ
لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا
يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اَفَبِهٰذَا
الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾
فَلَوْ لَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ
اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْ لَاۤ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ
مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُوْنَهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ
الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ

اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾ وَاَمَّاۤ اِنْ كَانَ
مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾ وَّتَصْلِيَةُ
جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

মুসাব্বিহাত এর ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়ার পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ ওই আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কোনো একটি আয়াত রয়েছে, যা হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৮১, হাদীস নং ২৯২১)

ফায়দা ঃ مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) ওই ছয়টি সূরাকে বলা হয় যার শুরুতে- سَبَّحَ (সাব্বাহা), يُسَبِّحُ (ইউসাব্বিহু) অথবা سَبِّحْ (সাব্বিহ) শব্দ রয়েছে। সূরাগুলি হল (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা সফ (৪) সূরা জুম'আ (৫) সূরা তাগাবুন এবং (৬) সূরা আ'লা।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকবে। আর যদি ঐ দিন সে ব্যক্তি মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৯২২)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى
یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

সূরা মুলক এর ফযীলত

- সূরা মুলক আযাবে কবর থেকে মুক্তিদানকারী।
  (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ২৮৯০)
- কুরআনের ৩০টি আয়াত (সূরা মুলক) কেয়ামতের দিন নিজ পাঠকের জন্য কবুল না হওয়া পর্যন্ত শাফা'আত করতে থাকবে।
  (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ২৮৯১)
- যে ব্যক্তি (রাতে) সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও সূরা মুলক পড়বে তার জন্য ৭০টি নেকী লেখা হবে, তার ৭০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে।
  (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৯)

سُوْرَةُ الْمُلْكِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِیَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرُ ﴿۱﴾ الَّذِیْ خَلَقَ
الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ

الْغَفُوْرُ ﴿۲﴾ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِیْ خَلْقِ
الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿۳﴾ ثُمَّ
ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنْقَلِبْ اِلَیْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِیْرٌ ﴿۴﴾
وَ لَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّیٰطِیْنِ
وَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیْرِ ﴿۵﴾ وَ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۶﴾ اِذَآ اُلْقُوْا فِیْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِیْقًا وَّ هِیَ
تَفُوْرُ ﴿۷﴾ تَكَادُ تَمَیَّزُ مِنَ الْغَیْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِیَ فِیْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
خَزَنَتُهَآ اَلَمْ یَاْتِكُمْ نَذِیْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِیْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا
وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ كَبِیْرٍ ﴿۹﴾ وَ قَالُوْا
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْۤ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۰﴾ فَاعْتَرَفُوْا
بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِیْرِ ﴿۱۱﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَیْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِیْرٌ ﴿۱۲﴾ وَ اَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ
اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَ هُوَ اللَّطِیْفُ
الْخَبِیْرُ ﴿۱۴﴾ هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ
مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی

السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ
فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَ لَمْ يَرَوْا
اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّ يَقْبِضْنَ ۛ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ
مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ
مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾
قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ
اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً
سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ
تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ
يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ

وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

সূরা মুয্যাম্মিল এর ফযীলত

- সূরা মুয্যাম্মিল তেলাওয়াত করলে জীবিকা উপার্জনের পথ সুগম হয় এবং মাল-দৌলত বৃদ্ধি পায়। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৪০)
- হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন নামাযে 'সূরা মুয্যাম্মিল' তেলাওয়াত করতেন।

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيْلًا ﴿٣﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ﴿٤﴾ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ
قَوْلًا ثَقِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ﴿٦﴾ اِنَّ لَكَ
فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرْ عَلٰى
مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿١٠﴾ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي
النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿١١﴾ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ﴿١٢﴾ وَّطَعَامًا ذَا

غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿١٤﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا
عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ
الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا
يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ
مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾ اِنَّ
رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ
فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ
مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ
اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا
تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ
اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

সূরা নাবা এর ফযীলত

✍ বুযুর্গানে কেরাম দৈনিক আসরের নামাযের পর 'সূরা নাবা' পাঠ করে থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সূরা নাবা' অনেক বেশি তেলাওয়াত করতেন।

✍ হযরত আবূ বকর (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হুযূর! আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমাকে সূরা হূদ, সূরা ওয়াকিআহ, সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা ও সূরা তাকবীর বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪০২, হাদীস নং ৩২৯৭)

سُوْرَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ
الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾
وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَّجَنّٰتٍ
اَلْفَافًا ﴿١٦﴾ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿١٧﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ
فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾ وَّسُيِّرَتِ

الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّاغِيْنَ
مَاٰبًا ﴿٢٢﴾ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ
حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾
فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَا
يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ
خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ
اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ
اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ
مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

সূরা কদর এর ফযীলত

✍ একবার 'সূরা কদর' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

সূরা যিলযাল এর ফযীলত

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা যিলযালের পাঠকের জন্য কামিয়াবীর সুখবর দিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং ১৩৯৯)

✍ যে ব্যক্তি একবার 'সূরা যিলাযাল' পড়ল তার জন্য বিনিময়ে অর্ধেক কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ
الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ﴿٨﴾

সূরা আদিয়াত এর ফযীলত

✍ একবার 'সূরা আদিয়াত' পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান।
(তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝٩ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ
رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

সূরা তাকাছুর এর ফযীলত

✍ 'সূরা তাকাছুর' একবার পাঠ করার সাওয়াব এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٣
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝٥ لَتَرَوُنَّ

الْجَحِيْمَ ۝٦ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝٧ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيْمِ ۝٨

সূরা কাফিরূন এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি একবার 'সূরা কাফিরূন' পড়ল বিনিময়ে তার জন্য এক চতুর্থাংশ কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

✍ যে ব্যক্তি শয়নকালে সূরা কাফিরূন পড়বে সে শিরক থেকে মুক্তি পাবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৩, হাদীস নং ৫০৫৫)

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ
اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ۝٦

সূরা নাসর এর ফযীলত

✍ 'সূরা নাছর' একবার পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝١ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

সূরা ইখলাস এর ফযীলত

✍ 'সূরা ইখলাস' একবার পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৫০১৩)

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা ইখলাস' পড়ল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৭)

✍ 'সূরা ইখলাস' এর মহব্বত ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে পৌঁছে দিবে। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ৭৭৪; জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ২৯০১)

✍ তিন ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে এবং যতগুলো হূরে ঈনদের সাথে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে। (১) যে নিজ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে। (২) যে গোপনে মানুষের ঋণ আদায় করেছে। এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার 'সূরা ইখলাস' পড়েছে। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ১৭৯৪)

✍ যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাস পড়বে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে দু'টি বালাখানা তৈরি করা হবে এবং যে ত্রিশ বার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। হযরত উমর রা. এ অল্প আমলের এত পুরস্কারের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর রহমত তোমাদের প্রতি এরচেয়েও অনেক প্রশস্ত। (সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ৩৪২৯)

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই রাজি করবেন এবং ক্ষমা করবেন। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৬৩, হাদীস নং ২৭৩২)

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশ বার পড়বে সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১৫, পৃ. ১২৪০, হাদীস নং ৪৩২২০)

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশত বার 'সূরা ইখলাস' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে যদি তার উপর ঋণ না থাকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং ২৮৯৮)

✍ যে ব্যক্তি ঘুমানোর ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে একশত বার 'সূরা ইখলাস' পড়বে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিকের জান্নাতে প্রবেশ কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং ২৮৯৮)

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' তিন বার পড়বে সে সমস্ত মাখলূখের অনিষ্ট থেকে হিফাযতে থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬৭, হাদীস নং ৩৫৭৫)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফযীলত

✍ এ সূরা দু'টি তুলনাহীন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৯০২)

✍ যে কোনো বিপাদাপদ (ঝড়-তুফান ইত্যাদি) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এ দু'টি সূরার ন্যায় আর কোনো সূরা নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৬৩, হাদীস নং ১৪৬৩)

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৯০৩)

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا
حَسَدَ ۧ﴿۵﴾

سُوْرَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۖ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ
الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ۧ﴿۶﴾

রাতে দশ আয়াত পাঠের ফযীলত

যে ব্যক্তি রাতে দশ আয়াত পাঠ করবে সে ওই রাতে গাফিলীনদের (অসতর্ক ও অলসদের) মধ্যে গণ্য হবে না।

(মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭৪২, হাদীস নং ২০৪১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক রাতে 'সূরা আলে ইমরান' এর শেষ দশ আয়াত (১৯০ থেকে ২০০) পাঠ করতেন।

(ইবনুস্ সুন্নী, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৬৮৮)

রাতে একশত, দুইশত ও পাঁচশত আয়াত পাঠের ফযীলত

যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত পাঠ করবে কুরআন তার বিরুদ্ধে ওই রাতে অভিযোগ করবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে দুইশত আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এক রাতের ইবাদত লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশত থেকে হাজার পর্যন্ত আয়াত পাঠ করবে সে ভোরে উঠে এক 'কিন্তার' সাওয়াব দেখতে পাবে। 'কিন্তার' হল, বারো হাজার দীনার পরিমাণ ওজন।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৫৭, হাদীস নং ৩৪৫৯)

এক হাজার আয়াত পাঠের সাওয়াব লাভ

যে ব্যক্তি একবার 'সূরা তাকাছুর' পাঠ করবে সে এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান সাওয়াব পাবে।

(শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيْمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيْمِ ۧ﴿۸﴾

মাত্র নয় মিনিটে
নয় খতমে কুরআনের সাওয়াব লাভ

এ সংক্ষিপ্ত সূরাগুলি পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে খতমে কুরআনের সাওয়াব প্রদান করে থাকেন। তবে এর সাওয়াব কখনই পূর্ণ খতমে কুরআনের সমান নয়। পূর্ণ খতমে কুরআনের সাওয়াব ও ফযীলাত নিম্নবর্ণিত ফযীলতের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাই পূর্ণ খতমে কুরআনের প্রবণতা আমাদের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত।

১ম ও ২য় খতম ঃ সূরা ফাতিহা (৩ বার = ২ খতম)

একবার 'সূরা ফাতিহা' পড়ার সাওয়াব কুরআনের দুই তৃতীয়াংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٦

৩য় খতম ঃ আয়াতুল কুরসী (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'আয়াতুল কুরসী' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

اٰيَةُ الْكُرْسِيِّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

৪র্থ খতম ঃ সূরাতুল কদর (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা কদর' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

سُوْرَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ
رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

৫ম খতম ঃ সূরা যিলযাল (২ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা যিলাযাল' পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۝٢ وَ قَالَ
الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۝٤ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى
لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝٦ فَمَنْ يَّعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

৬ষ্ঠ খতম ঃ সূরা আদিয়াত (২ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা আদিয়াত' পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

سُوْرَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝١ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٢ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٣
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝٤ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٥ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوْدٌ ۝٦ وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝٧ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٨

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝٩ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١٠ اِنَّ
رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝١١

৭ম খতম ঃ সূরা কাফিরূন (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা কাফেরূন' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ
مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ
اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ ۝٦

৮ম খতম ঃ সূরা নাসর (৪ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা নাসর' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুথাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۝١ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا ۝٢ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

৯ম খতম ঃ সূরা ইখলাস (৩ বার = ১ খতম)

একবার 'সূরা ইখলাস' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক তৃতাংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৫০১৩; জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৬)

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

আল-হিযবুল আযম

শায়খ আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ

মোল্লা আলী কারী রহ.

[মৃত্যু ঃ ১০১৪ হি.]

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া ঢাকা

হিযবুল আযমের ফযীলত

"হিযবুল আযম" এর পৃথকভাবে ফযীলত বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ এটা মাসনূন দু'আবিশিষ্ট অযীফার সংকলন। আর মাসনূন দু'আর ফযীলত সূর্যের আলোর ন্যায় স্পষ্ট। এতে প্রায় চারশ মাসনূন দু'আ সপ্তাহের সাতদিন পড়ার উদ্দেশ্যে সাতটি মনযিলে বর্ণিত হয়েছে। এর সিংহভাগই জামে' তথা পূর্ণাঙ্গ দু'আ। প্রত্যেকটি দু'আর ফযীলত এখানে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। বিস্তারিত ফযীলত জানতে হাদীসগ্রন্থ দেখুন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উত্তম ভঙ্গি ও যেসব পূর্ণাঙ্গ শব্দবলিতে দু'আ করেছেন আমরা সেভাবে নিজের ভাষায় দু'আ করতে অক্ষম। সুতরাং আমরা যদি আল্লাহর হাবীব (বন্ধু) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ ভঙ্গি ও ভাষায় দু'আ করি তাহলে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাবীবের অসীলায় আমাদের দু'আ ও আশা-আকাঙ্খা অবশ্যই অবশ্যই পূরণ করবেন। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় "হিযবুল আযম" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অযীফার কিতাব। হিযবুল আযমকে সামনে রেখে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.ও এ ধরনের আরেকটি অযীফার কিতাব "মুনাজাতে মাকবূল" নামে সংকলন করেছেন।

মোদ্দাকথা, "হিযবুল আযম" হলো আল্লাহ তা'আলার উত্তম প্রশংসা, উত্তম দু'আ ও উত্তম অযীফা। যদি কেউ এ অযীফা সর্বদা পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তাহলে সে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুশ্চিন্তা, অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবে। আর দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কল্যাণ ও উঁচু মর্যাদা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করেন। আমীন ইয়া আরহামার রহিমীন!

—— অনুবাদক

লেখকের ভূমিকা

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের দু'আ কবুল করেছেন। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সমস্ত মাখলূকের সরদার ও সত্যের দিকে আহ্বানকারী (মুহাম্মাদ সা.) এর উপর এবং তাঁর পরিবার, সাহাবা ও তাবিঈনদের উপর।

সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার ক্ষমাপ্রার্থী বান্দা আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মাদ (মোল্লা আলী) কারী রহ. [আল্লাহ তা'আলা উভয়কে ক্ষমা করেন] বলছি ঃ যখন আমি দেখলাম কতক সালেক (আল্লাহর পথের পথিক) নির্ভরযোগ্য বুযুর্গ ও সম্মানিত উলামায়ে কেরামের অযীফা আগ্রহ-উদ্দীপনাসহ পড়ছে। এমনকি কেউ কেউ 'দু'আয়ে সাইফী' ও 'আরবাঈন আসমা' পড়ছে। অন্যদিকে কতক মুসলমানদেরকে "দু'আয়ে কাদাহ" এর মতো দু'আ পড়তে দেখলাম এবং তারা এগুলোর এমন সূত্রধারা বর্ণনা করছেন যা নিঃসন্দেহে জাল ও ভিত্তিহীন। তখন হাদীসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত মাসনূন দু'আসমূহ (অযীফাস্বরূপ) সংকলন করার আমার ইচ্ছা হলো। আল্লামা নববী রহ. এর 'আযকার', আল্লামা জাযরী রহ. এর 'হিসনে হাসীন', ইমাম সুয়ূতী রহ. এর 'আল-কালিমিত তায়্যিব, আল জামিঈন ও আদ্দুর' এবং আল্লামা সাখাবী রহ. এর 'আল-কাওলুল বাদী' এর মতো প্রথমে কুরআনী দু'আসমূহ এবং শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদের পদ্ধতি উল্লেখ করব। আমি প্রার্থনাকারীর দু'আ আশা করছি, কেননা ভালো কাজের পথপ্রদর্শক ওই কাজ সম্পাদনকারীর মতোই সাওয়াব পায়। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করছি তিনি যেন আমার এ চেষ্টা কবুল করেন এবং আমার নিয়ত শুদ্ধ রাখেন। দু'আর এ ভাণ্ডার ও প্রশংসার এ ধারাকে মানুষের মুখে জারি রাখেন এবং বাতেলপন্থী ও নাস্তিকদের পরিবর্তন থেকে এটাকে সংরক্ষণ করেন। আমি রসূলে আকরাম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্বোধন করে এর নাম রেখেছি 'আল হিযবুল আযম ওয়াল বিরদুল আফখাম'। এ দু'আগুলি পাঠ করার সময় শব্দ ও অর্থের মধ্যে চিন্তা-ফিকির করবে এবং বিষয়বস্তুর উপর আমল করবে। এ দু'আগুলি পাঠককে সকল প্রকারের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক উত্তম চরিত্র ও উত্তম বিষয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। আর প্রত্যেক মন্দ কাজ ও মন্দ চরিত্র থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন। কখনও সংক্ষিপ্তাকারে কখনও স্ববিস্তার। শিক্ষাদানের মাধ্যমে পূর্ণরূপে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মান-মর্যাদা আরও উঁচু করে দিন।

অতএব, এ দু'আগুলি হলো রসূলুল্লাহকে পূর্ণ অনুসরণের পথ এবং সূফীগণের সমুচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ। যদি এ দু'আগুলি দৈনিক পড়তে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়। তা না হলে শুক্রবার (সপ্তাহে) একবার পড়বে। তাও সম্ভব না হলে মাসে একবার। তা না হলে বছরে একবার। এটাও সম্ভব না হলে অন্তত জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন। যদি আরাফার ময়দানে পাঠ করেন তাহলে এর সাথে যোগ করবেন ''لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ'' একশবার, 'সূরা ইখলাস' একশবার, ''سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ'' একশবার, 'ইস্তেগফার' একশবার, 'রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ' একশবার, দু'আগুলোর মাঝে মাঝে 'তালবিয়া'ও যোগ করবে এবং দু'আ কবুল হওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে।

শায়খ আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ
মোল্লা আলী কারী রহ.

— ১ —

প্রথম মনযিল (শনিবার)

اَلْمَنْزِلُ الْاَوَّلُ فِيْ يَوْمِ السَّبْتِ

(١) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

॥ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি ॥

(٢) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(٣) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (১) যিনি অতি মেহেরবান

الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

পরম দয়ালু। (২) যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক। (৩) আমরা একমাত্র তোমারই

الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই নিকট সাহায্য সাহায্য প্রার্থনা করি। (৪) আমাদেরকে

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ

সোজা পথ দেখাও। (৫) তাদের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৬) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট। (৭)

(٤) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ (البقرة: ٦٧)

আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি মূর্খ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে।

(٥) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজটি কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা,

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (البقرة: ١٢٧، ١٢٨)

সর্বজ্ঞ। এবং আমাদের তাওবা কবুল করো, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান।

(٦) رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও

عَذَابَ النَّارِ (البقرة: ٢٠١)

কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(٧) رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে ধৈর্য দান করো এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ

الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (البقرة: ٢٥٠)

রাখো। আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

(٨) سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ

ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের রব!

اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ

طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۪ وَاغْفِرْ لَنَا ۪ وَارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰنَا

করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের অভিভাবক।

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (البقرة: ٢٨٦)

সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।

(٩) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনে

رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ

প্রবৃত্ত করো না। আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি

فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران: ٨، ٩)

মহাদাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে ঃ এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।

(١٠) رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران: ١٦)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(١١) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

বলুন হে আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং

مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ

যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي

অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ

اللَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫

করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران:٢٦، ٢٧)

জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।

(١٢) رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ

হে আমার প্রতিপালক! তোমার পক্ষ থেকে আমাকো পুত-পবিত্র সন্তান দান করো,

الدُّعَآءِ (آل عمران: ٣٨)

নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

(١٣) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা

الشّٰهِدِيْنَ (آل عمران: ٥٣)

রসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষীদানকারীদের তালিকাভুক্ত করো।

(١٤) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (آل عمران: ١٤٧)

করো এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(١٥) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ

অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি আগুনে নিক্ষেপ

اَنْصَارٍ ○ رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا

করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি,

بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।” সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا

আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران: ١٩١-١٩٤)

করো। আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও।

(١٦) رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো। এখানকার

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (النساء: ٧٥)

অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।

(١٧) رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করেন। তা আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং তোমার

وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (المائدة: ١١٤)

পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আমাদেরকে রিযিক দাও। তুমিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

(١٨) رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আমাদেরকে

رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ (المائدة: ٨٣، ٨٤)

সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করো। আমরা আশা করি, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎলোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন।

(١٩) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (الاعراف: ٤٧)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিমদের সঙ্গী করো না।

(٢٠) اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ○

তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا

দয়া করো। ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আর দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের

هُدْنَآ اِلَيْكَ (الاعراف:١٥٥، ١٥٦)

জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবতণ করছি।

(٢١) رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ

হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি তো জান আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু

شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (ابراهيم: ٣٨)

প্রকাশ্য করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোনো কিছুই গোপন নয়।

(٢٢) رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। তুমি যদি আমাদেরকে

مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (الاعراف: ٢٣)

ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

(٢٣) رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে

الْفَاتِحِيْنَ (الاعراف: ٨٩)

দাও। তুমি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী।

(٢٤) رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ (الاعراف: ١٢٦)

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর। মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও।

(٢٥) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

হে আমার পরওয়ারদেগার! ক্ষমা করো আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে

الرَّاحِمِيْنَ (الاعراف: ١٥١)

তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত করো। তুমি সর্বাধিক করুণাময়।

(٢٦) عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর এ

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ (يونس: ٨٥، ٨٦)

জালেম কওমের শক্তি পরীক্ষা করো না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও এই কাফেরদের কবল থেকে।

(٢٧) رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاِلَّا تَغْفِرْ

হে আমার পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোনো দরখাস্ত করা হতে আমি

لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (هود: ٤٧)

তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।

(٢٨) فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۣ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ

হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক।

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (يوسف: ١٠١)

তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٢٩) اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ

নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী করো এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা!

ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

কবুল করো আমাদের দু'আ। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে

يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (ابراهيم: ٣٩-٤١)

ও সব মুমিনকে ক্ষমা করো, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

(٣٠) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (الاسراء: ٢٤)

হে আমার প্রতিপালক! তাদের (আমার মাতা-পিতার) প্রতি দয়া করো যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।

(٣١) رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে (মদীনায়) দাখিল করো সত্যরূপে (সম্মানজনক

وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا (الاسراء: ٨٠)

অবস্থায়) এবং আমাকে (মক্কা থেকে) বের করো সত্যরূপে (সম্মানজনক অবস্থায়)। আর আমাকে তোমার পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য (ক্ষমতা) দান করো।

(٣٢) رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে তোমার জন্য রহমত দান করো এবং আমাদের

رَشَدًا (كهف: ١٠)

জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করো।

(٣٣) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ (طه: ٢٥، ٢٦)

হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কর্ম সহজ করে দাও।

(٣٤) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طه: ١١٤)

হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

(٣٥) رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (الانبياء: ٨٣)

হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(٣٦) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (الانبياء: ٨٧)

(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার।

(٣٧) رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ (الانبياء: ٨٩)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

(٣٨) رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا

হে আমার পালনকর্তা! তুমি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দাও। আমাদের পালনকর্তা তো

تَصِفُوْنَ (الانبياء: ١١٢)

দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

(٣٩) رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (المؤمنون: ٢٩)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী।

(٤٠) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (المؤمنون: ٩٤)

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করো না।

(٤١) رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ○ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ

হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে

يَّحْضُرُوْنَ (المؤمنون: ٩٧، ٩٨)

আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(٤٢) رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ (المؤمنون: ١٠٩)

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঈমান এনেছি করেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি রহম করো। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(٤٣) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ (المؤمنون: ١١٨)

হে আমার পালনকর্তা! ক্ষমা করো ও রহম করো। রহমকারীদের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

(٤٤) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করো, তার শাস্তি

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا (الفرقان: ٦٥، ٦٦)

তো নিশ্চিত বিনাশ। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা।

(٤٥) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে

لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (الفرقان: ٧٤)

আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর। আর আমাদেরকে করো মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।

(٤٦) رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ○ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো।

صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ○ وَاغْفِرْ

আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে সত্যভাষী করো। আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত অধিকারীদের

لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ○ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ○ يَوْمَ لَا

অন্তর্ভুক্ত করো। আমার পিতাকে ক্ষমা কর। সে তো পথভ্রষ্টদের একজন। পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করো না। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে

يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (الشعراء:٨٣-٨٩)

আসবে না। কিন্তু যে (কুফরী শিরক ও গুনাহ থেকে) পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।

(٤٧) رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ (الشعراء: ١٦٩)

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা (কাফেররা) যা করে, তা থেকে রক্ষা করো।

(٤٨) رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِ ○ فَافْتَحْ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِیْ

হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। অতএব,

وَمَنْ مَّعِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (الشعراء: ١١٧، ١١٨)

আমার ও তাদের মধ্যে কোনো ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে রক্ষা করো।

(٤٩) رَبِّ اَوْزِعْنِیْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْٓ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ,

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ

তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর এবং আমাকে নিজ

الصّٰلِحِیْنَ (النمل: ١٩)

অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٥٠) رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ (القصص: ١٦)

হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করো।

(٥١) رَبِّ نَجِّنِیْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ (القصص: ٢١)

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করো।

(٥٢) رَبِّ اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ (القصص: ٢٤)

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল।

(٥٣) رَبِّ انْصُرْنِیْ عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ (العنكبوت: ٣٠)

হে আমার পালনকর্তা! দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

(٥٤) فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ

সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও সকালে, এবং বিকালে ও

الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِیًّا وَّحِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ○ یُخْرِجُ

যোহরের সময়ে। আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনিই মৃত

الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَیُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ

থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে

مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ (الروم: ١٧-١٩)

পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।

(٥٥) رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ (الصافات: ١٠٠)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করো।

(٥٦) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ

হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী! তুমিই বান্দাদের মধ্যে

اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْ مَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ (الزمر: ٤٦)

ফয়সালা করবে, যে বিষয়ে তারা মত বিরোধ করত।

(٥٧) رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِیْنَ تَابُوْا

হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা

وَاتَّبَعُوْا سَبِیْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ ○ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ

তওবা করে ও তোমার পথে চলে তাদেরকে ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে

عَدْنِ ِالَّتِیْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ

রক্ষা করো। হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করো চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছে এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্ত

وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط وَمَنْ

ানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তুমি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো। তুমি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে,

تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (المؤمن: ٧-٩)

তার প্রতি অনুগ্রহই করবে। এটাই মহাসাফল্য।

(٥٨) رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ط اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ

তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমারই অভিমুখী হলাম। আমি অবশ্যই

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (الاحقاف: ١٥)

আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(٥٩) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা

تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (الحشر: ١٠)

করো। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।

(٦٠) رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ رَبَّنَا لَا

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ

تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ

করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা!

الْحَكِيْمُ (الممتحنة: ٤، ٥)

আমাদের ক্ষমা করো। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(٦١) رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করো এবং আমাদেরকে ক্ষমা

شَيْءٍ قَدِيْرٌ (التحريم: ٨)

করো, নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(٦٢) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু'মিন

وَالْمُؤْمِنَاتِ (نوح: ٢٨)

হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(٦٣) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার (১) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার

شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ

অনিষ্ট থেকে (২) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয় (৩) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে (৪) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে

شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

হিংসা করে (৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(٦٤) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ

বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (১) মানুষের মালিকের (২)

﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ

মানুষের মা'বূদের (৩) তার অনিষ্ট থেকে যে কুমন্ত্রণা (সন্দেহ) দেয় ও আত্মগোপন করে (৪) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় (৫)

النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿٦﴾

জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে (৬)

(٦٥) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ

হে আল্লাহ! তোমার সত্তা পবিত্র। আর শুভেচ্ছা হলো সালাম আর তাদের প্রার্থনার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (يونس: ١٠)

সমাপ্তি হয়, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য' বলে।

(٦٦) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই

فَادْعُوْهُ بِهَا (الاعراف: ١٨٠)

সে নাম ধরে তাঁকে ডাকো।

(٦٧) وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার

وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ مَنْ

নিরানব্বইটি (তথা এক কম একশত) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে

حَفِظَهَا (الترمذى، ٢: ١٨٨)

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

তিনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।

الرَّحْمٰنُ	الرَّحِيْمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوْسُ
পরম করুণাময়	অতি দয়ালু	বাদশাহ	পবিত্র
السَّلَامُ	الْمُؤْمِنُ	الْمُهَيْمِنُ	الْعَزِيْزُ
শান্তি দাতা	নিরাপত্তাদাতা	রক্ষাকারী	শক্তিশালী
الْجَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْخَالِقُ	الْبَارِئُ
ক্ষমতাশালী	মহিমান্বিত	সৃষ্টিকর্তা	উদ্ভাবক
الْمُصَوِّرُ	الْغَفَّارُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ
আকৃতি দানকারী	বড় ক্ষমাশীল	মহা শাস্তিদাতা	মহান দাতা
الرَّزَّاقُ	الْفَتَّاحُ	الْعَلِيْمُ	الْقَابِضُ
রিযিকদাতা	বিজয়দাতা	সর্বজ্ঞ	আয়ত্তকারী
الْبَاسِطُ	الْخَافِضُ	الرَّافِعُ	الْمُعِزُّ
সম্প্রসারণকারী	পতনকারী	উন্নতি প্রদানকারী	সম্মানদাতা
الْمُذِلُّ	السَّمِيْعُ	الْبَصِيْرُ	الْحَكَمُ
অপমানকারী	সর্বশ্রোতা	সর্বদ্রষ্টা	বিচারক
الْعَدْلُ	اللَّطِيْفُ	الْخَبِيْرُ	الْحَلِيْمُ
ন্যায় ফয়সালাকারী	সূক্ষ্মদর্শী	সর্বজ্ঞানী	ধৈর্যশীল
الْعَظِيْمُ	الْغَفُوْرُ	الشَّكُوْرُ	الْعَلِيُّ
মহান	ক্ষমাশীল	মূল্যায়নকারী	সমুচ্চ
الْكَبِيْرُ	الْحَفِيْظُ	الْمُقِيْتُ	الْحَسِيْبُ
সুমহান	রক্ষাকর্তা	জীবিকা দানকারী	যথেষ্ট

الْجَلِيْلُ	الْكَرِيْمُ	الرَّقِيْبُ	الْمُجِيْبُ
মহা-মর্যাদাশীল	বড় দয়াবান	রক্ষক	দু'আ কবুলকারী
الْوَاسِعُ	الْحَكِيْمُ	الْوَدُوْدُ	الْمَجِيْدُ
অসীম	হেকমতওয়ালা	অত্যন্ত স্নেহময়	অত্যন্ত মর্যাদাশীল
الْبَاعِثُ	الشَّهِيْدُ	الْحَقُّ	الْوَكِيْلُ
পুনরুত্থানকারী	সাক্ষী	সুপ্রতিষ্ঠিত	সমস্যা সমাধানকারী
الْقَوِيُّ	الْمَتِيْنُ	الْوَلِيُّ	الْحَمِيْدُ
শক্তিশালী	বলিষ্ঠ	অভিভাবক	প্রশংসিত
الْمُحْصِيُ	الْمُبْدِئُ	الْمُعِيْدُ	الْمُحْيِ
সুষ্ঠু গণনাকারী	প্রথম সৃজনকারী	পুনরায় সৃষ্টিকারী	জীবন দাতা
الْمُمِيْتُ	الْحَيُّ	الْقَيُّوْمُ	الْوَاجِدُ
মৃত্যু	চিরঞ্জীব	চিরস্থায়ী	প্রকৃত ধনী
الْمَاجِدُ	الْوَاحِدُ	الْاَحَدُ	الصَّمَدُ
	অদ্বিতীয়	এক	অমুখাপেক্ষী
الْقَادِرُ	الْمُقْتَدِرُ	الْمُقَدِّمُ	الْمُؤَخِّرُ
ক্ষমতাবান	সর্বশক্তিমান	অগ্রসরকারী	পশ্চাতকারী
الْاَوَّلُ	الْاٰخِرُ	الظَّاهِرُ	الْبَاطِنُ
সবার	সর্বশেষ	প্রকাশ্য	অপ্রকাশ্য
الْوَالِيْ	الْمُتَعَالِيْ	الْبَرُّ	التَّوَّابُ
অভিভাবক	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান	পরম উপকারী	তাওবা কবুলকারী

الْمُنْعِمُ	الْمُنْتَقِمُ	الْعَفُوُّ	الرَّؤُوْفُ
নেয়ামতদাতা	শাস্তি দানকারী	ক্ষমাশীল	স্নেহবান
مَالِكُ الْمُلْكِ		ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ	
সমস্ত পৃথিবীর মালিক		সম্মানিত ও দয়ালু	
الرَّبُّ	الْمُقْسِطُ	الْجَامِعُ	الْغَنِيُّ
প্রতিপালক	ন্যায় বিচারকারী	একত্রকারী	ধনী
الْمُغْنِيُ	الْمُعْطِيُ	الْمَانِعُ	الضَّآرَّ
অমুখাপেক্ষীকারী	দানকারী	বাধা প্রদানকারী	ক্ষতি সাধনকারী
النَّافِعُ	النُّوْرُ	الْهَادِيُ	الْبَدِيْعُ
উপকার সাধনকারী	জ্যোতির্ময়	পথ প্রদর্শক	বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী
الْبَاقِيُ	الْوَارِثُ	الرَّشِيْدُ	الصَّبُوْرُ
চিরস্থায়ী	সকলের উত্তরাধিকারী	সৎপথ প্রদর্শক	ধৈর্যশীল

(٦٨) وَاِسْمُ اللهِ الْاَعْظَمُ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهٖ اَجَابَ، وَاِذَا سُئِلَ بِهٖ اَعْطٰى ''لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ'' (المستدرك، ١: ٦٨٥)

ইসমে আযম হলো, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নামসমূহ যা দ্বারা দু'আ করলে তিনি দু'আ কবুল করেন, যখন এগুলোর মাধ্যমে চাওয়া হয় তখন তিনি অবশ্যই দান করেন ঃ "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার।"

(٦٩) ''اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَآ اِلٰهَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ।

إِلَّآ أَنْتَ اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ

তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তুমি এক ও অনন্য, কারও মুখাপেক্ষী নও। তুমি এমন

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ'' (الترمذى، ٢: ١٨٥)

সত্তা যিনি জনকও নও ও জাতকও নও, যাঁর কোনো সমকক্ষ নেই।"

(٧٠) ''اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কারণ সকল প্রশংসা তোমার জন্য।

لَا شَرِيْكَ لَكَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا

তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। তুমি বড় দাতা, আসমান ও জমিনের বিনা নমুনায় স্রষ্টা। হে মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী! হে

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ'' (ابن حبان، ٢: ١٢٦)

চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক!"

(٧١) ''يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ'' (المستدرك، ١: ٢٢٨)

"হে দয়াবানদের দয়াবান!"

(٧٢) سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ (المستدرك، ١: ٦٧٦)

আমার পালনকর্তা সকল দোষ থেকে পবিত্র, সমুচ্চ ও মহান দাতা।

(٧٣) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (الترمذى، ٢: ١٨٢)

আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালিমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(٧٤) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى

আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু আসমান বা জমিনে কারও

السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (الترمذى، ٢: ١٧٦)

ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

(٧٥) اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আমরা ও সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সকালে প্রবেশ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো

قَدِيْرٌ، رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ

শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ দিবসের ও পরবর্তী সময়ের কল্যাণ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ، رَبِّ اَعُوْذُبِكَ

কামনা করি এবং এ দিবসের ও পরবর্তী সময়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। আর

مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ، رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার

وَعَذَابٍ فِى الْقَبْرِ (مسلم، ٢: ٣٥٠)

ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে।

(٧٦) اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،

হে আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! প্রত্যেক জিনিসের

رَبَّ كُلِّ شَىْءٍ وَمَلِيْكَهٗٓ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ

প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমি

لَكَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ، وَاَنْ اَقْتَرِفَ

তোমার আশ্রয় চাই আমার মনের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে।

عَلٰى نَفْسِىْ سُوْٓءًا اَوْ اَجُرَّهٗٓ اِلٰى مُسْلِمٍ (ابو داود، ٢: ٦٩١، احمد، ١: ٢٥)

আরও পানাহ চাই নিজে খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বা কোনো মুসলামানকে খারাপ কাজে লিপ্ত করা থেকে।

(٧٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ

হে আল্লাহ! আমি সকালে প্রবেশ করেছি। আমি সাক্ষী করছি তোমাকে, তোমার আরশ

وَمَلٰٓئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ

বহনকারীদেরকে, অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে যে, একমাত্র তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আর নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

وَرَسُوْلُكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ (ابو داود، ٢: ٦٩١)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই।

(٧٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং

وَمَالِىْ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ

পরিবার-পরিজন ও মালের জন্য। হে আল্লাহ! আমার সকল দুর্বলতাকে ঢেকে দাও এবং ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপদ রাখো। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখো আমার

بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ

সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি

بِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ (ابو داود، ٢: ٦٩٢)

জমিনের কোন আযাবে ধ্বংস হওয়া থেকে।

(٧٩) رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

وَسَلَّمَ رَسُوْلًا وَّنَبِيًّا (ابو داود، ٢: ٦٩٢)

ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি।

(٨٠) اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ

হে আল্লাহ! আমি ও তোমার কোনো মাখলূক সকালে যে নেয়ামত পেয়েছি তা তোমারই পক্ষ থেকে পেয়েছি। তুমি এক তোমার কোনো শরীক নেই। অতএব, তোমারই জন্য

وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ (ابن حبان، ٢: ١١١)

সকল প্রশংসা ও শোকর।

(٨١) اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ

হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখো আমার শরীরগতভাবে। হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে

فِىْ بَصَرِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (ثَلٰثَ مَرَّاتٍ) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ

রাখো আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখো আমার দৃষ্টিশক্তিতে। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। (তিন বার) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ

الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

চাই কুফরী ও দারিদ্র থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কবরের

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (ثَلٰثَ مَرَّاتٍ) (ابو داود، ٢: ٦٩٤)

আযাব থেকে। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। (তিন বার)

(٨٢) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ

আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। আল্লাহ ব্যতীত

كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ

আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ যা চান তাই হয়, তিনি যা চান না তা হয় না।

اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا (ابو داود، ٢: ٦٩٢)

আমি জানি নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে।

(٨٣) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ، اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا

হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের অসিলায় তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল হাল-অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং আমাকে অতি

تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ (المستدرك، ١: ٧٣٠)

সামান্য সময়ের জন্যও প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না।

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ

[সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার]

(٨٤) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى

হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার

اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার দানকৃত নেয়ামতসমূহ আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপসমূহও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ (البخارى، ٢: ٩٣٢)

ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

(٨٥) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَاَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَاَنْصَرُ مَنْ

হে আল্লাহ! যাদের যিকির করা হয় তার মধ্যে তুমিই বেশি যিকিরের হকদার এবং যাদের ইবাদত করা হয় তার মধ্যে তুমিই বেশি ইবাদতের হকদার। যাদের কাছে

ابْتُغِيَ وَاَرْءَفُ مَنْ مَّلَكَ وَاَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَاَوْسَعُ مَنْ اَعْطٰى

সাহায্য চাওয়া হয় তার মধ্যে তুমি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী। মালিকদের মধ্যে তুমিই বড় দয়ালু। দাতাদের মধ্যে তুমিই বড় দাতা। দাতাদের মধ্যে তুমিই বেশি দানকারী।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَا نِدَّ لَكَ، كُلُّ شَيْءٍ

হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ। তোমার কেনো শরীক নেই। তুমি একক, তোমার সমতুল্য

هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ، لَنْ تُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ وَلَنْ تُعْصٰى اِلَّا بِعِلْمِكَ،

কেউ নেই। তুমি ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার নির্দেশ ব্যতীত তোমার আনুগত্য করা সম্ভব নয়। তোমার অজান্তে কোনো নাফরমানী করা হয় না। তোমার

تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى فَتَغْفِرُ، اَقْرَبُ شَهِيْدٍ وَّاَدْنٰى حَفِيْظٍ حُلْتَ

আনুগত্য করলে তুমি খুশি হও আর নাফরমানী করলে ক্ষমা করে দাও। প্রত্যেক উপস্থিতের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী এবং প্রত্যেক রক্ষাকারীর চেয়ে বেশি কাছে। তুমিই মন ও

دُوْنَ النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ بِالنَّوَاصِيْ وَكَتَبْتَ الْاٰثَارَ وَنَسَخْتَ

চাহিদার মাঝে বাধা প্রদান করেছ। ধরে রেখেছ কপালের চুল (ভাগ্য) এবং লিপিবদ্ধ

الْاٰجَالَ، اَلْقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَّالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَّةٌ اَلْحَلَالُ مَآ

করেছে মানুষের আমল ও বয়স। (মাখলুকের) অন্তর তোমার নিকট উন্মোচিত এবং

اَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّيْنُ مَا شَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا

গোপন তোমার কাছে প্রাকাশিত। তুমি যা হালাল করেছ তাই হালাল। আর যা হারাম করেছে তাই হারাম। দ্বীন ওটাই যা তুমি আনুমোদিত করেছ। আর ফায়সালা ওটাই যা

قَضَيْتَ وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّءُوْفُ

তুমি নির্ধারণ করেছ। সব মাখলুক তোমার সৃষ্টি, সমস্ত মানুষ তোমার বান্দা। তুমি

الرَّحِيْمُ، اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْٓ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ

আল্লাহ, বড় মেহেরবান বড় দয়ালু। আমি তোমার নূরানী চেহারার অসিলায় প্রার্থনা করি

وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ السَّآئِلِيْنَ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْلَنِيْ

যার দ্বারা আসমান-জমিন আলোকিত হয়েছে, বান্দার উপর তোমার যে হক (ইবাদত) রয়েছে তার অসিলায় ও চাওয়ার কারণে তুমি নিজের উপর যে হক আবশ্যক করে

فِي هٰذِهِ الْغَدٰاةِ وَفِي هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ، وَاَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ

নিয়েছ তার ওসিলায় চাচ্ছি যে, এ সকালে তুমি আমাকে মাক করে দাও (সকালের অযীফায় বলবে) এবং বিকালে তুমি আমাকে মাফ করে দাও (বিকালের অযীফায়

بِقُدْرَتِكَ (المعجم الكبير، ٨: ٢٦٤)

বলবে)। আর তোমার কুদরতে আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।

(٨٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি,

الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

অক্ষমতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার থেকে তোমার

غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ (ابو داود، ١: ٢١٧)

আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(٨٧) لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ

আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত তোমার আনুগত্যের জন্য।

وَمِنْكَ وَاِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ اَوْ

সকল কল্যাণ তোমার কুদরতি হাতে এবং তোমার পক্ষ থেকে রয়েছে। হে আল্লাহ! আমি যা বলেছি বা শপথ করেছি বা মান্নত করেছি এ সবকিছুর উপর তোমার ইচ্ছা

نَذَرْتُ مِنْ نَّذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَىْ ذٰلِكَ كُلِّهٖ مَا شِئْتَ كَانَ وَمَا

বিদ্যমান। তুমি যা চেয়েছ তা হয়েছে আর যা চাও না তা হয় না। তুমি ব্যতীত

لَمْ تَشَأْ لَا يَكُوْنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

(আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচার) কোনো শক্তি নেই এবং নেই (ইবাদত করার) কোনো সামর্থ্য। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ! আমার দু'আ তাদের

قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلٰى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتُ

জন্যই যাদেরকে তুমি এর যোগ্য মনে কর এবং আমার বদদু'আ তাদের জন্য তুমি

مِنْ لَّعْنٍ فَعَلٰى مَنْ لَّعَنْتَ، اَنْتَ وَلِيِّيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ

যাদেরকে এর যোগ্য মনে কর। তুমিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক।

مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الرِّضَآءَ بَعْدَ

আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করো।

الْقَضَآءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَشَوْقًا

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, মৃত্যুর পর আরাম, তোমাকে দেখার স্বাদ এবং তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ। কোনো ক্ষতিকারক

اِلٰى لِقَآئِكَ فِيْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ، وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ

কষ্ট ও গোমরাহকারী ফেতনা ব্যতীত। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অত্যাচার করা

اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَعْتَدِيَ اَوْ يُعْتَدٰى عَلَيَّ اَوْ اَكْسِبَ خَطِيْٓئَةً اَوْ

থেকে ও অত্যাচারের শিকার হওয়া থেকে। সীমালঙ্ঘন করা ও সীমালঙ্ঘনের শিকার

ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهٗ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْاِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً

হওয়া থেকে। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো অন্যায় ও এমন গুনাহ করা থেকে যা তুমি ক্ষমা কর না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সজ্জিত করো এবং আমাদেরকে

مُّهْتَدِيْنَ، اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ

পথপ্রদর্শক ও হেদায়েতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আসমান ও জমিনের স্রষ্টা!

وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، فَاِنِّيْٓ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ

অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! হে সম্মান ও মর্যাদার মালিক! আমি এ দুনিয়ার জীবনে তোমার

الدُّنْيَا وَاُشْهِدُكَ وَكَفٰى بِكَ شَهِيْدًا، اِنِّيْٓ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

কাছে অঙ্গীকার করছি। তোমাকে স্বাক্ষী করছি। আর স্বাক্ষী হিসেবে তুমি যথেষ্ট। আমি

وَرِضْوَانًا (المعجم الاوسط، ٦: ٦٨٨)

সন্তুষ্টি কামনা করি।

(٨٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَكَلِمَاتِكَ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি তোমার বরকতময় সত্তা ও তোমার

مَآ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاْثَمَ،

পূর্ণকালিমাসমূহের মাধ্যমে সকল বিষয়ের ক্ষতি থেকে। হে আল্লাহ! তুমিই ঋণ পরিশোধ করে থাক এবং গুনাহ মাফ করে থাক। হে আল্লাহ! তোমার সৈন্য কখনও পরাজিত হয় না।

اَللّٰهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعْدُكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

তোমার ওয়াদা কখনও খেলাফ হয় না। কোনো সম্পদশালীর সম্পদ তোমার থেকে তাকে

مِنْكَ الْجَدُّ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ (ابو داود، ٢: ٦٨٨)

রক্ষা করতে পারে না। তুমি পূত-পবিত্র এবং সকল প্রশংসা তোমার জন্য।

(٩٠) لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ لَا شَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ

হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি

لِذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عِلْمًا وَّلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ اِذْ

তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই আমার গুনাহের জন্য এবং তোমার নিকট তোমার রহমত প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও,

هَدَيْتَنِيْ وَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (ابو داود، ٢: ٦٨٩)

সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে পথভ্রষ্ট করো না এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি বড় দাতা।

(٩١) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ فِيْ رِزْقِيْ (عمل اليوم والليلة لابن السنى، ص ٣٥)

হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার ঘরে স্বচ্ছলতা দান করো এবং আমার রিযিকে বরকত দান করো।

وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। তোমারই জন্য সকল রাজত্ব ও সমস্ত প্রশংসা। তুমিই সকল জিনিসের উপর

قَدِيْرٌ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَشْهَدُ اَنَّ وَعْدَكَ

ক্ষমতাবান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার

حَقٌّ وَّلِقَآءَكَ حَقٌّ وَّالسَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّكَ

বান্দা ও রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য,

تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ وَاَنَّكَ اِنْ تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ تَكِلْنِيْٓ اِلٰى ضَعْفٍ

কেয়ামত আসবেই এতে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি কবরবাসী মানুষদেরকে পুনরুত্থান করবে। তুমি যদি আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো তাহলে দূবর্লতা, দোষ,

وَّعَوْرَةٍ وَّذَنْبٍ وَّخَطِيْٓئَةٍ وَاِنِّيْ لَآ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ

গুনাহ এবং অন্যায়ের কাছে ন্যস্ত করবে। নিঃসন্দেহে তোমার রহমত ব্যতীত কারও উপর আমি আস্থা রাখি না। সুতরাং আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করো। তুমি ব্যতীত গুনাহ

كُلَّهَآ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

ক্ষমাকারী আর কেউ নেই এবং আমার তওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তওবা

الرَّحِيْمُ (المستدرك، ١: ٦٩٧)

কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(٨٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِيْٓ اِيْمَانٍ وَّاِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঈমানের শুদ্ধতা (পরিপূর্ণ ঈমান) এবং উত্তম চরিত্রসহ

وَّنَجَاةً يَّتْبَعُهَا فَلَاحٌ، وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ

ঈমান চাই। আরও চাই (দুনিয়াতে) এমন নাজাত যার পরে (আখেরাতে) থাকে কল্যাণ। আমি তোমার কাছে দয়া, নিরাপত্তা, ক্ষমা ও

(٩٢) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং যারা সর্বদা পবিত্র

الْمُتَطَهِّرِيْنَ (الترمذى، ١: ١٨)

থাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٩٣) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،

হে আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনের পালনকর্তা! আমাদের পালনকর্তা এবং সকল

رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ

জিনিসের পালনকর্তা! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার অধীনস্থ

وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ

সকল জিনিসের ক্ষতি থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ তুমিই সর্বপ্রথম,

بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَّاَنْتَ

তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না; তুমিই সর্বশেষ তোমার পরে কিছুই থাকবে না। তোমার

الْاٰخِرُ لَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَّاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَّاَنْتَ

নাম প্রকাশ্য, তোমার উপর আর কিছু নেই; তোমার নাম গোপন, তোমার নিচে আর

الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

(مسلم، ٢: ٣٤٨)

কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দারিদ্রতা থেকে স্বচ্ছলতা দান করো।

(٩٤) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَآ اَظَلَّتْ وَرَبَّ الْاَرَضِيْنَ وَمَآ

হে সাত আসমানের প্রতিপালক এবং এগুলি যেসব জিনিস ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। হে

اَقَلَّتْ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَآ اَضَلَّتْ كُنْ لِّىْ جَارًا مِّنْ شَرِّ خَلْقِكَ

জমিনসমূহের পালনকর্তা এবং এগুলি যেসব জিনিস বহন করে রেখেছে। হে

اَجْمَعِيْنَ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَىَّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى عَزَّ جَارُكَ

শয়তানদের প্রতিপালক এবং তারা যেসব গোমারাহী ছড়িয়ে রেখেছে। তুমি তোমার সকল সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আমাকে হেফাযত করো, তাদের কেউ যদি আমার উপর জুলুম

وَتَبَارَكَ اسْمُكَ (الترغيب والترهيب، ٢: ٤٥٧)

বা সীমালঙ্ঘন করে। তোমার হেফাযত বড় মজবুত এবং তোমার নাম বড় বরকতময়।

(٩٥) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য, আসমান-জমিন ও এর মাঝে যা কিছু আছে

وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ

তুমিই এসব বহাল রাখ। সকল প্রশংসা তোমার জন্য, আসমান-জমিন ও এর মাঝে যা কিছু আছে তুমিই এর মালিক। সকল প্রশংসা তোমার জন্য, আসমান-জমিন ও এর

الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ

মাঝে যা কিছু আছে তুমিই এর আলো। সকল প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি সত্য,

الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَّلِقَآؤُكَ حَقٌّ وَّقَوْلُكَ حَقٌّ وَّالْجَنَّةُ حَقٌّ وَّالنَّارُ

তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম

حَقٌّ وَّالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَّمُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ حَقٌّ،

সত্য, তোমার সকল নবী সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য এবং

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ

কেয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি। তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। তোমারই উপর ভরসা করেছি। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি।

خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ وَاَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرِ فَاغْفِرْ لِىْ مَا

তোমারই সাহায্যে (শত্রু সনে) যুঝিয়েছি। তোমারই নিকট বিচার প্রার্থনা করেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমার কাছে (কেয়ামতে) ফিরে যাব। এজন্য আমার সমস্ত

قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسْرَفْتُ وَمَآ اَنْتَ

গুনাহ ক্ষমা করো যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি। যা আমি অপ্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি প্রকাশ্যে করেছি। আমি যে অন্যায় করেছি তা তুমি আমার চেয়ে

اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَلَا حَوْلَ

বেশি জান। তুমিই অগ্রগামী করো এবং তুমিই পশ্চাতগামী করো। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তোমার তাওফীক ছাড়া নেককাজ করার কোনো শক্তি নেই এবং মন্দ

وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ (البخاری، ١: ١٥١)

থেকে বাঁচারও কোনো সামর্থ নেই।

(٩٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি দয়া করো। শান্তি দাও। হেদায়েত দাও।

وَارْفَعْنِیْ (ابو داود، ١: ١٢٣)

রিযিক দান করো। আমার কমতি পূরণ করে দাও এবং আমার মর্তবা উঁচু করে দাও।

(٩٧) اِنِّیْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ (القصص: ٢٤)

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল।

(٩٨) اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِیْلَ وَمِیْكَآئِیْلَ وَاِسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

হে আল্লাহ! হে জিরবাইল, মিকাইল ও ইসরাফিলের প্রতিপালক! আসমান-জমিনের

وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْمَا

সৃষ্টিকারী! অদৃশ্য-দৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাত! তোমার বান্দারা (দুনিয়াতে) যে বিষয়ে মতানৈক্য

كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ○ اِهْدِنِیْ لِمَا اخْتُلِفَ فِیْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ

করছে (কেয়ামতের দিন) তুমি তার ফয়সালা করবে। মতানৈক্য বিষয়ে আমাকে সঠিক

اِنَّكَ تَهْدِیْ مَنْ تَشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (مسلم، ١: ٢٦٣)

পথ দেখাও। কেননা তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে থাক।

— ২ —

দ্বিতীয় মনযিল (রবিবার)

اَلْمَنْزِلُ الثَّانِیْ فِیْ یَوْمِ الْاَحَدِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ فِیْمَنْ هَدَیْتَ وَعَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ وَتَوَلَّنِیْ

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো। ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো।

فِیْمَنْ تَوَلَّیْتَ وَبَارِكْ لِیْ فِیْ مَآ اَعْطَیْتَ وَقِنِیْ شَرَّ مَا قَضَیْتَ فَاِنَّكَ

আমাকে তোমার বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করো। আমাকে দানকৃত নেয়ামতে বরকত দাও। তোমার ফয়সালাকৃত বিষয়ের ক্ষতি থেকে আমাকে হেফাযত করো। নিশ্চয় তুমি

تَقْضِیْ وَلَا یُقْضٰی عَلَیْكَ اِنَّهٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ وَلَا یَعِزُّ مَنْ

ফয়সালাকারী, তোমার বিরুদ্ধে কোনো ফয়সালা চলে না। তুমি যাকে বন্ধু বানিয়েছ, সে অপমানিত হয় না। আর যাকে শত্রু বানিয়েছ, সে কখনও সম্মানিত হয় না। হে রব!

عَادَیْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَیْكَ وَصَلَّی

তুমি বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তওবা করি। হে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

اللّٰهُ عَلَی النَّبِیِّ (ابو داود، ١: ٢٠١)

সাল্লাম এর প্রতি।

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করো। ক্ষমা করে দাও মুমিন নর-নারীকে এবং সকল

وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ

মুসলিম নর-নারীকে। তাদের অন্তরে পরস্পরে মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। তাদের মধ্যকার সকল বিষয়ের সমাধান করে দাও। আর তাদেরকে তোমার ও তাদের শত্রুদের

عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ، اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ

উপর সাহায্য করো। হে আল্লাহ! কাফেরদের প্রতি লা'নত করো যারা তোমার দ্বীনের

سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ

রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তোমার রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার অলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! তাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দাও।

كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاْسَكَ الَّذِىْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ

তাদের পদস্খলন করে দাও। তাদের উপর এমন আযাব নাযেল করো যা অপরাধী

الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ (السنن الكبرى للبيهقى، ٢: ٢٩٨)

সম্প্রদায় থেকে কখনও অপসারিত হয় না।

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ

হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য চাই। তোমার নিকট ক্ষমা ও হেদায়েত প্রার্থনা

وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا

করি। তোমার উপর ঈমান রাখি। তোমার উপর ভরসা করি। তোমার উত্তম প্রশংসা

نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ، اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ

করি। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অকৃতজ্ঞতা করি না। যারা তোমার অবাধ্য, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি ও তাদেরকে বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই

نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى

ইবাদত করি এবং তোমার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করি। আমরা তোমাকে সেজদা করি, তোমার দরবারে দৌড়ে আসি এবং তোমারই দিকে ধাবিত হই। আমরা তোমার

عَذَابَكَ الْجِدَّ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ (الحصن الاعظم: ٢٤٢)

রহমতের আশা রাখি ও তোমার আগত শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আগত আযাব কাফেরদেরকে পাকড়াও করবে।

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ

হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার ক্ষমার মাধ্যমে

عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَآ اُحْصِىْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ

তোমার শাস্তি থেকে আমি পানাহ চাই। তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে আমি শেষ করতে

عَلٰى نَفْسِكَ (مسلم، ١: ١٩٢)

পারব না। তুমি তেমনি যেমন তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।

(٥) اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

হে জিবরাইল, মীকাইল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রব! আমি

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ (المستدرك، ٣: ٧٢١)

তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।

(٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ ، اَوْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট করা থেকে বা নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। পদস্খলন করা বা নিজে পদস্খলিত হওয়া থেকে; নির্যাতন করা বা নিজে

اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ (ابو داود، ٢: ٦٩٥)

নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং মূর্খতা প্রকাশ করা বা মূর্খতার কথার শিকার হওয়া থেকে।

(٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দান করো। আমার চোখে ও কানে নূর দান করো।

وَّعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَّمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِىْ

আমার ডানে ও বামে নূর দান করো। আমার সামনে ও পিছনে নূর দান করো। আমার

نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا

উপরে ও নিচে নূর দান করো। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করো। আমার শিরা ও

وَّاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا وَّفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ دَمِيْ نُوْرًا وَّفِيْ

গোশতে নূর দান করো। আমার রক্তে ও চুলে নূর দান করো। আমার ত্বকে ও জিহ্বায়

شَعْرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ

নূর দান করো। আমার অন্তরে নূর দান করো। আমাকে মহান নূর দান করো। আমার

نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ نُوْرًا (مسلم، ١: ٢٦١)

অস্তিত্বকে নূরানী বানিয়ে দাও।

(٨) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لَنَآ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَآ اَبْوَابَ

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও এবং আমাদের জন্য

رِزْقِكَ (ابن ماجه، ص ٥٦)

রিযিকের পথগুলো সহজ করে দাও।

(٩) اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (ابن ماجه، ص ٥٦)

হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে হেফাযত করো।

(١٠) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّآ

হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম চরিত্র দান করো। তুমি ব্যতীত কেউ উত্তম চরিত্র দিতে পারে

اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَآ اِلَّآ اَنْتَ (مسلم، ١: ٢٦٣)

না। আমার মন্দ চরিত্র দূর করে দাও। তুমি ব্যতীত কেউ মন্দ চরিত্র দূর করতে পারে না।

(١١) اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَائِيْ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ

হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের ন্যায় দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।

وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّنِيْ

হে আল্লাহ! আমার গুনাহসমূহ ধুয়ে দাও (মাফ করে দাও) পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ (البخاری، ١: ١٠٣)

শিলা দ্বারা এবং আমাকে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও যেভাবে তুমি পরিষ্কার করে থাক সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে।

(١٢) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْأَ الْاَرْضِ وَمِلْأَ مَا

হে আল্লাহ! আসমান-জমিন সমপরিমাণ ও এর মধ্যবর্তী খালী জায়গা পরিপূর্ণ তোমার

بَيْنَهُمَا، وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَهْلُ الثَّنَآءِ وَالْكِبْرِيَآءِ

প্রশংসা করছি। এরপর তুমি যা চাও সে পরিমাণ তোমার প্রশংসা। তুমিই প্রশংসা ও

وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَّا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ

বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যা বলে তুমিই তার অধিক হকদার। আমরা সকলে তোমার গোলাম। তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর যা রোধ

وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَآدَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ

করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না। তোমার ফয়সালা কেউ রোধ করতে পারে না।

مِنْكَ الْجَدُّ (مسلم، ١: ١٩٠)

আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদ তোমার থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ

হে আল্লাহ! আমার ছোট-বড়, পূর্ববর্তী-পরবর্তী ও প্রকাশ্য-গোপন সকল গুনাহ মাফ

وَسِرَّهٗ (مسلم، ١: ١٩١)

করে দাও।

(١٤) رَبِّ اَعْطِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا وَزَكِّهَآ اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا اَنْتَ

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তাকওয়া ও অন্তরের পবিত্রতা দান করো। তুমিই অন্ত

اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا

আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের

وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ

মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের

الْمِيْعَادَ (مصنف ابن ابی شیبة، ١: ٣٣٠)

দিন আমাদেরকে হেয় করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করো না।

(١٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَاَعُوْذُبِكَ

হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কবরের আযাব থেকে

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

তোমার আশ্রয় চাই। দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। মৃত ও জীবিত

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ

লোকদের ফেতনা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। গুনাহ ও ঋণের বোঝা থেকে তোমার

وَالْمَغْرَمِ (مسلم، ١: ٢١٨)

আশ্রয় চাই।

(١٩) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(ابو داود، ١: ٢١٣)

হে আল্লাহ! তোমার যিকির, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার জন্য আমাকে তাওফীক দাও।

(٢٠) اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ

হে আল্লাহ! আমাদের রব ও সমস্ত জিনিসের রব! আমি সাক্ষী যে, তুমিই একমাত্র রব।

وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا (مسند احمد، ٧: ٣٠٠)

রের উত্তম পবিত্রতাকারী, এর অভিভাবক ও মালিক।

(١٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ

হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অত্যাধিক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমাকারী

اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ

কেউ নেই। সুতরাং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি

الرَّحِيْمُ (البخاری، ١: ١١٥)

রহম করো। তুমিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

(١٦) اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا (المستدرك، ١: ١٢٥)

হে আল্লাহ! আমার সাথে সহজ হিসাব-কিতাব করো।

(١٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার জানা-অজানা সকল বিষয়ের কল্যাণ চাই এবং

اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ،

আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার জানা-অজানা সকল বিষয়ের অনিষ্ট থেকে। হে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ بِهٖ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ،

আল্লাহ! তোমার নেক বান্দারা তোমার কাছে যেসব কল্যাণ চেয়েছে আমিও তোমার

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي

কাছে সেসব কল্যাণ চাই এবং তোমার নেক বান্দারা যেসব অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে আমিও সেসব অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে আমাদের

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○ رَبَّنَآ اِنَّنَآ

প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক!

لَا شَرِيْكَ لَكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا

তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই। হে আল্লাহ! আমাদের রব ও সমস্ত জিনিসের রব! আমি সাক্ষী যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রসূল।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

হে আল্লাহ! আমাদের রব ও সমস্ত জিনিসের রব! আমি সাক্ষী যে, সকল বান্দা একে

شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ

অপরের ভাই। হে আল্লাহ! আমাদের রব ও সমস্ত জিনিসের রব! আমাকে ও আমার

شَيْءٍ اجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَّكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

পরিবারকে দুনিয়া-আখেরাতে সর্বক্ষণের জন্য তোমার খাঁটি বান্দা বানাও। হে সম্মানিত

ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرِ، اَللّٰهُ نُوْرُ

ও দয়ালু! আমার দু'আ শোনো ও কবুল করো। আল্লাহ সকল বড়দের চেয়ে বড়।

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ،

আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর। আল্লাহ সকল বড়দের চেয়ে বড়। আল্লাহ আমার জন্য

اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرِ (ابو داود، ١: ٢١١)

যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক। আল্লাহ সকল বড়দের চেয়ে বড়।

(٢١) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ

হে আল্লাহ! আমার দ্বীনদারি শুদ্ধ করে দাও, এতেই আমার সার্বিক সুরক্ষা রয়েছে।

دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ

আমার দুনিয়াকে শুদ্ধ করে দাও, এতে আমার পাথেয় রয়েছে। আমার আখেরাতকে শুদ্ধ করে দাও যেথায় আমাকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখো,

وَاَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا

যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর তখন আমাকে উঠিয়ে নাও, যখন

لِّيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ

আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হবে। সকল কল্যাণের জন্য আমার হায়াতকে বাড়িয়ে

مِنْ كُلِّ شَرٍّ (مسلم، ٢: ٣٤٩)

দাও। আর যে কোনো অকল্যাণের চেয়ে মৃত্যুকে আমার জন্য আরামদায়াক বানিয়ে দাও।

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا وَّعِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পবিত্র রিযিক, উপকারী ইলম এবং গ্রহণযোগ্য আমল

مُّتَقَبَّلًا (المعجم الصغير، ص ١٥٢)

প্রার্থনা করছি।

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اَشْبَعْتَ وَاَرْوَيْتَ فَهَيِّئْنَا وَرَزَقْتَنَا فَاَكْثَرْتَ وَاَطْيَبْتَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে পেট ভরে খাইয়েছ ও তৃপ্তিসহ পান করিয়েছ। সুতরাং এতে বরকত দাও (স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বানাও)। তুমি আমাদেরকে অঢেল পবিত্র

فَزِدْنَا (مصنف ابن ابی شیبة، ٥: ٥٦٥)

রিযিক দিয়েছ, একে আরও বাড়িয়ে দাও।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ

হে আল্লাহ! তুমি যা কিছু দিয়েছ তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও এবং এতে রবকত দান করো। আমার প্রত্যেক অনুপস্থিত জিনিসের (পরিবার ও সম্পদ ইত্যাদির)

غَآئِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ (المستدرك، ١: ٦٩٠)

রক্ষাকারী হয়ে যাও।

(٢٥) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ (مصنف ابن ابی شیبة، ٤: ٥٢١)

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। তুমি সম্মানিত ও দয়ালু।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও।

وَّسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ

আমি তোমার আশ্রয় চাই অন্তরের ওয়াসওয়াসা থেকে, লেনদেনের পেরেশানী ও

مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِی اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِی النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا

কবরের ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই রাতের আগত অনিষ্ট

تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ (مصنف ابن ابی شيبة، ٤: ٤٧٣)

থেকে। দিনের আগত অনিষ্ট ও বাতাসে ঘুরে বেড়ায় এমন অনিষ্ট থেকে।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ بِالْهُدٰی وَنَقِّنِیْ بِالتَّقْوٰی وَاغْفِرْ لِیْ فِی الْاٰخِرَةِ

হে আল্লাহ! আমাকে সোজা পথ দেখাও। তাকওয়া দানের মাধ্যমে আমাকে পবিত্র করে

وَالْاُوْلٰی (مصنف ابن ابی شيبة، ٤: ١٤٧)

দাও। দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَآءً مِّنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল প্রকারের

كُلِّ دَآءٍ (المستدرك، ١: ٦٤٦)

রোগ থেকে আরোগ্য চাই।

(٢٩) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَضُدِیْ وَنَصِيْرِیْ بِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ

হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তি ও সাহায্যকারী। তোমার মাধ্যমে আমি শক্তি লাভ করি ও শত্রুর উপর আক্রমণ করি। তোমার সাহায্যে লড়াই করি। তোমার সাহায্য ছাড়া

اُقَاتِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ (ابو داود، ١: ٣٥٣)

নেককাজ করার শক্তি নেই ও মন্দ থেকে বাঁচার উপায় নেই।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَّ وَلَا بَاسِطَ لِمَا

হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি যার রিযিক প্রশস্ত করে দাও তা কেউ কম করতে পারে না। আর যার রিযিক সংকীর্ণ করে দাও তা কেউ বাড়াতে পারে না। তুমি

قَبَضْتَ وَلَا هَادِیَ لِمَنْ اَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِیَ

যাকে গুমরাহ কর তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আর যাকে হেদায়েত দিয়ে থাক তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না। যার নেয়ামত রোধ কর তাকে কেউ দিতে

لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَّ وَلَا

পারে না। যাকে দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না। তুমি যাকে দূরে ঠেলে দাও তাকে কেউ নিকটে আনতে পারে না। আর যাকে নিকটে নিয়ে আস তাকে কেউ দূরে

مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ

সরাতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি তোমার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রিযিক

وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِیْ لَا

প্রশস্ত করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্থায়ী নেয়ামত চাই যা কখনও ফেরত

يَحُوْلَ وَلَا يَزُوْلَ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اَللّٰهُمَّ

নেওয়া হয় না এবং ধ্বংস হয় না। হে আল্লাহ! আমি ভয়ের দিন (কিয়ামতের দিন)

اِنِّیْ عَآئِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اَللّٰهُمَّ

তোমার নিরপত্তা চাই। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ আর যা দাওনি সবকিছুর অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি

حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِیْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ

করে দাও। ঈমানকে আমাদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দাও। আমাদের অন্তরে কুফরী, গুনাহ ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও। আমাদেরকে হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্ত

وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ، اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং নেক বান্দাদের

وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ

সাথী বানাও। যারা লজ্জিত ও বিপদগ্রস্ত তাদের সাথী বানিও না। হে আল্লাহ! তুমি ওই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যারা তোমার রসূলগণকে মিথ্যারোপ করে এবং তোমার

الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ

পথে লোকদেরকে বাধা দেয়। হে আল্লাহ! তাদের প্রতি কঠোরতা করো এবং তোমার

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اِلٰهَ الْحَقِّ، اٰمِيْنَ (المستدرك، ٣: ٢٦)

আযাব নাযেল করো। আমীন!

(٣١) اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ

হে আল্লাহ! কিতাব আবতীর্ণকারী! মেঘমালা চালনাকারী! শত্রুদের সৈন্যকে

اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (البخارى، ١: ٤١٦)

পরাজিতকারী! তুমি কাফেরদেরকে পরাজিত করে দাও এবং তাদের মোকাবেলায় আমাদের সাহায্য করো।

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

(ابو داود، ١: ٢١٥)

হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের (শত্রুদের) সম্মুখে করলাম (তুমিই তাদের দমন কর!) এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় নিলাম।

(٣٣) اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। সুতরাং তুমি আমাকে চোখের পলক পরিমাণও আমার নিজের উপর ন্যস্ত করো না। আমার সকল অবস্থার সংশোধন করে

وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ (ابو داود،٢: ٦٩٤)

দাও। তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই।

(٣٤) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ (الترمذى، ٢: ١٩٢)

হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি।

(٣٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, তোমার গোলামের সন্তান এবং তোমার বাঁদীর সন্ত

بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَآؤُكَ، اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ

ান। আমার কপাল (ভাগ্য) তোমারই হাতে। আমার সমস্ত অস্তিত্বে কেবল তোমারই হুকুম চলে। আমার ব্যাপারে তোমার যাবতীয় ফয়সালা সঠিক। আমি তোমার প্রত্যেক

هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ

ওই নামের অসীলায় প্রার্থনা করি যে নাম তুমি নিজের জন্য পছন্দ করেছ, অথবা তোমার পবিত্র কালামে নাযিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টি জগতের কাউকে শিক্ষা

اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ

দিয়েছ, অথবা তোমার ইলমে গায়েবের মধ্যে রেখে দিয়েছ, সেই নামের অসীলায় তুমি

تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ بَصَرِيْ وَجِلَآءَ حُزْنِيْ

আমার অন্তরকে মহান কুরআন দ্বারা আলোকিত করে দাও, আমার চোখে নূর দাও,

وَذَهَابَ هَمِّيْ (ابن حبان، ٢: ١٦٠)

আমার দুঃখ-কষ্ট সরিয়ে দাও এবং আমার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দাও।

(٣٦) اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَّاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا

হে আল্লাহ! কোনো কিছুই সহজ নয় কিন্তু তুমি যা সহজ করে দিয়েছে। তুমি যখন ইচ্ছা

شِئْتَ سَهْلًا (ابن حبان، ٢: ١٦٠)

কর তখন কঠিন জিনিসকে সহজ করে থাক।

(٣٧) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ

আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি ধৈর্যশীল, দয়ালু। তিনি পবিত্র, যিনি মহান

الْعَظِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

আরশের রব। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। হে আল্লাহ!

وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ

আমি তোমার রহমতের উপকরণগুলো ও তোমার মাগফিরাত পেতে উপযুক্ত অসীলার

وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا

জন্য প্রার্থনা করছি। আর প্রত্যেক গুনাহ হতে নিরাপদে রেখে প্রত্যেকটি পুণ্যের সম্পদের জন্য আবেদন করছি। ক্ষমা ব্যতীত আমার কোনো গুনাহ অবশিষ্ট রেখো না।

فَرَّجْتَهٗ، وَلَا كَرْبًا اِلَّا نَفَّسْتَهٗ، وَلَا ضُرًّا اِلَّا كَشَفْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ

কোনো দুঃখ - বেদনা দূর করা ছাড়া রেখে দিও না, কোনো কষ্ট অবশিষ্ট রেখো না। তোমার পছন্দ হয় এমন কোনো প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া রেখে দিও না।

لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (الترمذى، ١: ١٠٨)

হে দয়াবানদের দয়াবান!

— ৩ —

তৃতীয় মনযিল (সোমববার)

اَلْمَنْزِلُ الثَّالِثُ فِيْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيَ اَبَدًا مَا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ

হে আল্লাহ! আমার প্রতি রহম করো, যাতে আমি যতদিন জীবিত থাকি গুনাহ ছেড়ে

اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ،

দিই। আমার প্রতি রহম করো যাতে আমি অপ্রয়োজনীয় কাজে লিপ্ত না হই। আমাকে ওইসব কাজের চিন্তা-ফিকির দান করো যা আমার প্রতি তোমাকে সন্তুষ্ট রাখবে। হে

اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ

আল্লাহ! আসমান-জমিনের সৃষ্টিকারী! মহান ও দয়ালু! এমন সম্মানের অধিকারী যা

الَّتِيْ لَا تُرَامُ، اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ

অর্জন করার কল্পনাও করা যায় না! হে আল্লাহ! হে দয়ালু! তোমার মহত্ব ও নূরানী চেহারার অসীলায় যেভাবে তুমি কুরআন শিক্ষা দিয়েছ তেমনিভাবে তোমার কুরআন

تُلْزِمَ قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ وَارْزُقْنِيْ اَنْ اَتْلُوَهٗ عَلَى

মুখস্ত করার আমাকে তাওফীক দাও। তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও সে পরিমাণ

النَّحْوِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ، اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، ذَا

তেলাওয়াত করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! আসমান-জমিনের সৃষ্টিকারী! মহান ও

الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِىْ لَا تُرَامُ، اَسْئَلُكَ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ

দয়ালু! এমন সম্মানের অধিকারী যা অর্জন করার কল্পনাও করা যায় না! হে আল্লাহ! হে

بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ بَصَرِىْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ

দয়ালু! তোমার মহত্ব ও নূরানী চেহারার অসীলায় তোমার কিতাব দ্বারা আমার চোখ

لِسَانِىْ وَاَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِىْ وَاَنْ تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِىْ وَاَنْ

আলোকিত করে দাও। আমার জবানে তা চালু করে দাও। আমার দুশ্চিন্তা দূর করে

تَسْتَعْمِلَ بِهٖ بَدَنِىْ، فَاِنَّهٗ لَا يُعِيْنُنِىْ عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ، وَلَا يُؤْتِيْهِ

দাও। আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার শরীরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দাও। সত্যের বিষয়ে তুমি ব্যতীত কেউ আমার সাহায্যকারী নেই। সমুচ্চ ও মহান

اِلَّآ اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ (الترمذى، ٢: ١٩٧)

আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত কারও নেককাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচার শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنَ الْمَعَاصِىْ لَآ اَرْجِعُ اِلَيْهَآ اَبَدًا

(المستدرك، ١: ٦٩٧)

হে আল্লাহ! আমি তোমার সমীপে গুনাহ থেকে তওবা করছি। আর কখনও এমন করব না।

(٣) اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ

হে আল্লাহ! তোমার মাগফিরাত আমার গুনাহর চেয়ে অনেক প্রশস্ত এবং আমার মধ্যে

مِنْ عَمَلِىْ (المستدرك، ١: ٧٢٨)

নিজ আমলের চেয়ে তোমার রহমতের আশা (ভরসা) অনেক বেশি।

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا (الترمذى، ٢: ١٩١)

হে আল্লাহ! তুমি বড় ক্ষমাশীল, দয়ালু। ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(٥) اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ

হে আল্লাহ! হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহের

عَمَّنْ سِوَاكَ (الترمذى، ٢: ١٩٦)

তুমি ব্যতীত বাকি সবকিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

(٦) اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ

হে আল্লাহ! দুশ্চিন্তা দূরকারী! দুঃখ-কষ্ট দূরকারী! অসহায়দের ডাকে সাড়া দানকরী! দুনিয়া

رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَآ اَنْتَ تَرْحَمُنِىْ وَارْحَمْنِىْ

ও আখেরাতে সবচেয়ে বড় মেহেরবান ও দয়ালু! তুমিই আমার প্রতি রহম করে থাক,

بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ (المستدرك، ١: ٦٩٦)

আমার প্রতি এমন দয়া করো যেন তোমার দয়া ব্যতীত আর কারও দয়ার প্রয়োজন না হয়।

(٧) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اِنِّىْٓ

হে আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা! অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাত! আমি দুনিয়ার এ

اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اَنِّىْٓ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

জীবনে তোমার সাথে ওয়াদা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ

وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، فَلَا تَكِلْنِىْٓ

নেই। তুমি একক, তোমার কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

اِلٰى نَفْسِىْ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْٓ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ، وَتُبَاعِدْنِىْ

সাল্লাম তোমার বান্দা ও রসূল। আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না, তুমি যদি

مِنَ الْخَيْرِ، وَاَنِّىْ لَآ اَثِقُ اِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ عَهْدًا

আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত কর তাহলে সে আমাকে ক্ষতির নিকবর্তী করে দিবে। কল্যাণ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। আমি শুধু তোমার রহমতের উপর ভরসা

تُوْفِيْنِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (مسند احمد، ١: ٦٨٠)

রাখি। সুতরাং তুমি আমাকে তোমার রহমতের ওয়াদা দাও যা তুমি কেয়ামতের দিন পূর্ণ করবে। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ করো না।

(٨) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(ابو داود، ١: ٢١٢)

আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তওবা করছি।

(٩) رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(ابو داود، ١: ٢١٢)

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো। আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(١٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে এবং আশ্রয়

وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ

চাই কাপুরুষতা, বায়োবৃদ্ধ, জরিমানার বোঝা ও গুনাহ থেকে। হে আল্লাহ! আমি

النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ

তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব ও জাহান্নামের পরীক্ষা থেকে, কবরের

فِتْنَةِ الْفَقْرِ (الحصن الاعظم، ص ٣١٥)

আযাব ও কবরের পরীক্ষা থেকে এবং সম্পদের ফেতনা ও দারিদ্রতার ফেতনা থেকে।

(١١) وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ

আর আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অন্তর কঠিন হওয়া, উদাসীনতা, অভাব, লাঞ্ছনা ও

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ

পরমুখাপেক্ষিতা থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্রতা, কুফরী, পাপাচার,

وَالرِّيَآءِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ

বিরোধিতা, সুনাম ও লোকদেখানো ইবাদত থেকে এবং আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই

وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْاَسْقَامِ (المستدرك، ١: ٧١٢)

বধিরতা, বোবা, পাগলামী, কুষ্টরোগ ও অন্যান্য খারাপ রোগ থেকে।

(١٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ بِعِزَّتِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِىْ، اَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ইজ্জতের অসীলায় আশ্রয় চাই আমাকে পথভ্রষ্ট

الْحَىُّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ (مسلم، ٢: ٣٤٩)

করা থেকে। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি চিরঞ্জীব সর্বদা স্থায়ী। পক্ষান্তরে জ্বিন ও মানুষ ধ্বংসশীল।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرْكِ الشَّقَآءِ وَسُوْٓءِ

হে আল্লাহ! আমি বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের মন্দতা ও বিপদে শত্রুর

الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ (البخارى، ٢: ٣٩٣)

হাঁসি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

(١٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই যাবতীয় অনিষ্ট থেকে যা আমি জানি আর যা আমি জানি না।

(١٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই যা আমি করেছি আর যা আমি করিনি এমন

اَعْمَلْ (مسلم، ٢: ٣٤٩)

যাবতীয় জিনিসের অনিষ্ট থেকে।

(١٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই (আমার প্রতি) তোমার নেয়ামতের হ্রাসপাপ্তি, তোমার

وَفُجَآءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ (مسلم، ٢: ٣٥٢)

শান্তির বিবর্তন, তোমার শান্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ থেকে।

(١٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই আমার কানের অপকারিতা, চোখের

شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ (الترمذى، ٢: ١٧٨)

অপকারিতা, জিহ্বার অপকারিতা, মনের অপকারিতা এবং আমার বীর্যের (লজ্জাস্থানের) অপকারিতা থেকে।

(١٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই (আমার উপর) কিছু ধসে পড়া থেকে,

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِيَ

উপর থেকে পড়ে যাওয়া থেকে, পানিতে ডুবা থেকে, আগুনে পোড়া থেকে, মৃত্যুকালে

الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا

শয়তানের আমাকে গুমরাহ করা থেকে, তোমার রাস্তায় আমার পিঠ দিয়ে মৃত্যুবরণ

وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا (ابو داود، ١: ٢١٦)

(জেহাদ থেকে পলায়ন) থেকে এবং আমার দংশিত হয়ে মারা যাওয়া থেকে।

(١٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অপছন্দনীয় চরিত্র, মন্দ আমল, খেয়াল-খুশির

وَالْاَهْوَآءِ وَالْاَدْوَآءِ (كنز العمال، ٢: ١٨٦)

অনুসরণ এবং সকল প্রকার রোগ থেকে।

(٢٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ওই সকল মঙ্গল প্রার্থনা করছি যা তোমার কাছে

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ

তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করেছেন। আমি তোমার

نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ

আশ্রয় প্রার্থনা করছি ওই সকল অমঙ্গল থেকে যার থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই একমাত্র

الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (الترمذى، ٢: ١٩٢)

সাহায্যকারী এবং তোমার জিম্মায় শুধু পৌঁছানো। আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

(٢١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বসবাসের স্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে।

الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ وَمِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ

কেননা সফরের প্রতিবেশী চলে যায় (আর বসবাসের প্রতিবেশী দীর্ঘদিন কষ্ট দেয়)। আমি তোমার আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে। কেননা এটা মানুষের খারাপ সঙ্গী এবং আমি

فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (المستدرك، ١: ٧١٤)

তোমার আশ্রয় চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা এটা মানুষের খারাপ স্বভাব।

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে যা (আত্মার) উপকারে আসে না। এমন অন্তর থেকে যা (আল্লাহকে) ভয় করে না। এমন দু'আ থেকে যা

وَدُعَآءٍ لَّا يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ هٰؤُلَآءِ الْاَرْبَعِ (المستدرك، ١: ٧١٦)

কবুল হয় না। এমন মন থেকে যা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না। এ চারটি জিনিস থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰى اَعْقَابِنَآ اَوْ نُفْتَنَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া থেকে এবং দ্বীনের

عَنْ دِيْنِنَا (البخارى، ٢: ٩٧٥)

ব্যাপারে ফেতনায় পতিত হওয়া থেকে।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ يَّوْمِ السُّوْٓءِ وَمِنْ لَّيْلَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মন্দ দিন থেকে, তোমার আশ্রয় চাই মন্দ

سَاعَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْٓءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِىْ دَارِ

রাত থেকে, তোমার আশ্রয় চাই মন্দ সময় থেকে এবং তোমার আশ্রয় চাই বসবাসের

الْمُقَامَةِ (المعجم الكبير، ١٧: ٢٩٤)

স্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ

(ابو داود، ١: ٢١٦)

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, নেফাক এবং কুচরিত্র থেকে পানাহ চাই।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও যা আমি ইচ্ছাকৃত ও হাঁসি-তামাশার ছলে করেছি।

عِنْدِىْ (مسلم، ٢: ٣٤٩)

ভুলবশত বা জেনেশুনে করেছি এবং ওইসব গুনাহ যা আমার মধ্যে বিদ্যমান।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ (مسلم، ٢: ٣٣٥)

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরেয়ে দাও।

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى (مسلم، ٢: ٣٥٠)

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, পরহেযগারী, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতা (সম্পদের প্রাচুর্যতা) প্রার্থনা করছি।

(٢٩) رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَىَّ وَامْكُرْ لِىْ

হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করো না। আমাকে জয়ী করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে জয়ী করো না। আমার জন্য কৌশল করো, আমার

وَلَا تَمْكُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِى الْهُدٰى وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ وَانْصِرْنِىْ عَلٰى مَنْ

বিরুদ্ধে কারও জন্য কৌশল করো না। আমাকে সোজা পথ দেখাও। হেদায়েতের পথ আমার জন্য সহজ করে দাও। যে আমার উপর জুলুম করে তার মোকাবেলায় আমাকে

بَغٰى عَلَىَّ رَبِّ اجْعَلْنِىْ لَكَ ذَكَّارًا لَكَ شَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا

সাহায্য করো। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অধিক যিকিরকারী, অধিক শুকরিয়া আদায়কারী, তোমার অধিক ভীত, তোমার অধিক অনুগত, তোমার অধিক বিনয়ী,

لَكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِىْ

ক্রন্দনসহ তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আল্লাহ! আমার তওবা কবুল

وَاَجِبْ دَعْوَتِىْ وَثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَسَدِّدْ لِسَانِىْ وَاهْدِ قَلْبِىْ وَاسْلُلْ

করো। আমার গুনাহ ধুয়ে দাও। আমার দু'আ কবুল করো। আমার দলীলকে মজবুত করে দাও। আমার জবান সত্য রাখো। আমার অন্তরকে হেদায়েত দাও এবং আমার

سَخِيْمَةَ صَدْرِىْ (الترمذى، ٢: ١٩٥)

অন্তরের ময়লা (হিংসা-বিদ্বেষ) দূর করে দাও।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করো। আমাদের উপর দয়া করো। আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও।

الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَاْنَنَا كُلَّهٗ (ابن ماجه، ص ٢٧٢)

আর আমাদের সকল কাজ শুদ্ধ করে দাও।

(٣١) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَاَسْئَلُكَ عَزِيْمَةَ الرُّشْدِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দ্বীনের উপর স্থিরতা চাই। নেককাজের উপর দৃঢ়তা

وَاَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا

চাই। তোমার নেয়ামতের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার তাওফীক চাই। আমি তোমার কাছে সত্য জবান, সুস্থ অন্তর এবং উত্তম চরিত্র চাই।

وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيْمًا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

তুমি যা জান তার ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই। তুমি যা জান তার কল্যাণ কামনা করি এবং

وَاَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ

আমার যেসব গুনাহ তোমার জানা আছে তা থেকে ক্ষমা চাই। নিশ্চয় তুমি সমস্ত গোপন

عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (الترمذی، ٢: ١٧٨)

বিষয় জান।

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। পরস্পরে সুসম্পর্ক করে দাও।

السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ

আমাদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে দাও। আমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পরিত্রাণ দান করো। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল খারাপ কাজ থেকে আমাদের দূরে রাখো।

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا

বরকত দাও আমাদের শ্রবণ শক্তিতে, দৃষ্টি শক্তিতে, আমাদের অন্তরে, আমাদের

وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا

স্ত্রীগণের মধ্যে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে। আমাদের তাওবা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান। আমাদেরকে তোমার নেয়ামতের শুক্রিয়া

شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا (ابو داود، ١: ١٣٩)

আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٣٣) اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওই পরিমাণ তোমার ভয় দান করো যা দ্বারা তুমি

مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا

আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে। ওই পরিমাণ তোমার আনুগত্য দান করো যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে। ওই পরিমাণ

تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مَصَآئِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا

তোমার প্রতি বিশ্বাস দান করো যা দ্বারা তুমি আমাদের প্রতি দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দিবে। (হে আল্লাহ!) যতদিন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ আমাদের উপকার সাধিত

وَقُوَّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَاْرَنَا عَلٰى

করো, আমাদের কানের দ্বারা। চোখের দ্বারা ও আমাদের শক্তির দ্বারা। আমাদের উত্তরাধিকারী বাকি রাখো। আমাদের প্রতিশোধকে সীমাবদ্ধ রাখো তাদের প্রতি যারা

مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا

আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে

وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا

ফেলো না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না।

مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا (الترمذی، ٢: ١٨٨)

আর তাদেরকে আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিও না যারা আমাদের প্রতি দয়া করবে না।

(٣٤) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا

হে আল্লাহ! আমাদেরকে (কল্যাণকর জিনিসসমূহ) বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। আমাদেরকে সম্মানিত করো, লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান করো, বঞ্চিত করো

وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا عَنْكَ وَارْضَ

না। আমাদেরকে প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিও না।

عَنَّا (الترمذی، ٢: ١٥٠)

আমাদেরকে সন্তুষ্ট করো এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।

(٣٥) اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِىْ رُشْدِىْ وَاَعِذْنِىْ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ (الترمذى، ٢: ١٨٦)

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়েত ঢেলে দাও এবং আমাকে আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দাও।

(٣٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার

الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرَ لِىْ وَتَرْحَمَنِىْ وَاِذَآ اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِىْ

এবং গরীব মিসকীনদেরকে ভালোবাসার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি রহম করো এবং যখন তুমি কোন জনগোষ্ঠীকে ফেতনায় ফেলতে চাইবে,

غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلِ

তখন আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা, তোমাকে যে ভালোবাসে তার ভালোবাসা এবং প্রত্যেক ওই কাজের

الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ (الترمذى، ١: ٧٠٨)

ভালোবাসা চাই যা আমাকে তোমার ভালোবাসার দিকে অগ্রসর করে দিবে।

(٣٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَآءِ

হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা

الْبَارِدِ (الترمذى، ٢: ١٨٦)

পানির চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও।

(٣٨) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَّنْفَعُنِىْ حُبُّهٗ عِنْدَكَ،

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ভালোবাসা দান করো এবং ওই ব্যক্তির ভালোবাসা যার ভালোবাসা তোমার দরবারে আমার উপকারে আসবে। হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে

اَللّٰهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِىْ مِمَّآ اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ، اَللّٰهُمَّ

আমাকে আমার প্রিয় নেয়ামত দান করেছ তেমনিভাবে তোমার সন্তুষ্টির জন্য তা ব্যয় করার শক্তি দান করো। হে আল্লাহ! আমাকে আমার প্রিয় যেসব জিনিস দাওনি তোমার

وَمَا زَوَيْتَ عَنِّىْ مِمَّآ اُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّىْ فِيْمَا تُحِبُّ (الترمذى، ٢: ١٨٧)

সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তার আকাঙ্খা আমার অন্তর থেকে বের করে দাও।

(٣٩) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ (الترمذى، ٢: ٣٥)

হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের পথে সুদৃঢ় রাখো।

(٤٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমান চাই যা কখনও পরিবর্তন হয় না। এমন

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْٓ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ

নেয়ামত চাই যা কখনও শেষ হয় না এবং উচ্চ শ্রেণী ও চিরস্থায়ী জান্নাতে রসূলুল্লাহ

الْخُلْدِ (المستدرك، ١: ٧٠٧)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হতে চাই।

(٤١) اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِىْ بِمَا عَلَّمْتَنِىْ وَعَلِّمْنِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ وَزِدْنِىْ عِلْمًا،

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ইলম দান করেছ তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করো। আমাকে এমন ইলম দান করো যা আমার উপকারে আসবে এবং আমার ইলম বৃদ্ধি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ (الترمذى، ٢: ٢٠٠)

করে দাও। প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর (প্রশংসা) এবং আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই দোযখবাসীদের অবস্থা থেকে।

(٤٢) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيِنِىْ مَا

হে আল্লাহ! তোমার ইলমে গায়বের বরকত ও মাখলুকের উপর তোমার ক্ষমতার

عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْٓ اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّىْ وَاَسْئَلُكَ

অসীলায় আমাকে জীবিত রাখো, যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর তখন আমাকে উঠিয়ে নাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হবে। হে আল্লাহ!

خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِى الرِّضَآءِ

গোপনে ও দৃশ্যে তোমাকে ভয় করার তাওফীক চাই এবং চাই সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট অবস্থায়

وَالْغَضَبِ وَاَسْئَلُكَ الْقَصْدَ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَاَسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَّا

ইখলাসের কথা। আরও চাই স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় মিতব্যয়িতা এবং এমন

يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَّا تَنْقَطِعُ وَاَسْئَلُكَ الرِّضَآءَ بِالْقَضَآءِ وَبَرْدَ

নেয়ামত যা কখনও শেষ হবে না। চোখের এমন শীতলতা যা কখনও ফুরাবে না। তোমার ফয়সালার (তাকদীরের) প্রতি সন্তুষ্টি। মৃত্যুর পরে আরামের জীবন। তোমার

الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَآئِكَ

নূরানী চেহারা দিদারের স্বাদ ও তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ। আমি তোমার আশ্রয় চাই

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّفِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ (النسائى، ١: ١٤٦)

ক্ষতিকর বিপদ থেকে ও গোমরাহকারী ফেতনা থেকে।

(٤٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, যা আমি জানি এবং যা জানি না

مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا

সকল প্রকারের কল্যাণ চাই। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই বর্তমান ও ভবিষ্যতের, যা

عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ

আমি জানি এবং যা জানি না সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার

اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَيْهَا مِنْ

কাছে জান্নাত চাই এবং এমন কথা ও কাজ যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে। আর তোমার আশ্রয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং এমন কথা ও কাজ থেকে যা জাহান্নামের নিকটবর্তী

قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ، وَاَسْئَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَآءٍ لِّىْ خَيْرًا وَّاَسْئَلُكَ مَا

করে। তোমার কাছে প্রার্থনা করি সমস্ত ফায়সালাকে আমার জন্য কল্যাণময় করে দাও

قَضَيْتَ لِىْ مِنْ اَمْرٍ اَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهٗ رُشْدًا (ابن ماجه، ص ٢٧٣)

এবং আমার সম্পর্কে যেসব ফায়সালা করে দিয়েছ তার পরিণাম ভালো করে দাও।

(٤٤) اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ

হে আল্লাহ! যাবতীয় কাজ-কর্মে আমাদের পরিণাম ভালো করে দাও এবং আমাদেরকে

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ (المستدرك، ٣: ٦٨٣)

দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করো।

(٤٥) اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ قَآئِمًا وَّاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ

হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের উপর কায়েম রেখো দাঁড়ানো অবস্থায়। ইসলামের উপর

قَاعِدًا وَّاحْفَظْنِىْ بِالْاِسْلَامِ رَاقِدًا وَّلَا تُشْمِتْ بِىْ عَدُوًّا وَّلَا حَاسِدًا

কায়েম রেখো বসা অবস্থায়। ইসলামের উপর কায়েম রেখো শোয়া অবস্থায়। আমাকে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَآئِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ

শত্রু ও হিংসুকের হাঁসির পাত্র বানিও না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সকল

مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَآئِنُهٗ بِيَدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اَنْتَ اٰخِذٌ

প্রকারের কল্যাণ কামনা করি। সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি

بِنَاصِيَتِهٖ (المستدرك، ٢: ١٤٣)

আশ্রয় চাই ওই সকল জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তুমি নিজের আয়ত্তে রেখেছ।

(٤٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ عِيْشَةً نَّقِيَّةً وَّمِيْتَةً سَوِيَّةً وَّمَرَدًّا غَيْرَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই স্বচ্ছ জীবন, সহজ মৃত্যু এবং পত্যাবর্তেন এমন

مَخْزِيٍّ وَّلَا فَاضِحٍ (المستدرك، ١: ٧٢٥)

স্থান যেখানে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা নেই।

(٤٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ضَعِيْفٌ فَقَوِّ فِىْ رِضَاكَ ضَعْفِىْ وَخُذْ اِلَى الْخَيْرِ

হে আল্লাহ! আমি দুর্বল তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমার দুর্বলতাকে সবলতায় পরিণত করে দাও। আমার ললাট ধরে আমাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাও। ইসলামকে

بِنَاصِيَتِيْ وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ مُنْتَهٰى رِضَآئِيْ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ضَعِيْفٌ

আমার সন্তুষ্টির (আনন্দের) কেন্দ্রবিন্দু করো। হে আল্লাহ! আমি দুর্বল আমাকে শক্তি

فَقَوِّنِيْ وَاِنِّيْ ذَلِيْلٌ فَاَعِزَّنِيْ وَاِنِّيْ فَقِيْرٌ فَارْزُقْنِيْ (المستدرك، ١: ٧٠٨)

দাও, আমি অপদস্থ আমাকে সম্মানিত করো। আমি দরিদ্র আমাকে রিযিক দান করো।

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

— ৪ —

চতুর্থ মনযিল (মঙ্গলবার)

اَلْمَنْزِلُ الرَّابِعُ فِيْ يَوْمِ الثُّلَثَآءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَسْاَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَآءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই উত্তম প্রার্থনা, উত্তম দোয়া, উত্তম সফলতা, নেক

وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ وَثَبِّتْنِيْ

আমল, উত্তম সাওয়াব, উত্তম জীবন ও উত্তম মৃত্যু। আমাকে দৃঢ় রাখো। আমার

وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ وَحَقِّقْ اِيْمَانِيْ وَارْفَعْ دَرَجَتِيْ وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ

আমলনামা ভারী করে দাও। আমার ঈমান মজবুত করে দাও। আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে

وَاغْفِرْ خَطِيْٓئَتِيْ وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ)،

দাও। আমার নামাজ কবুল করো। আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার কাছে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهٗ وَجَوَامِعَهٗ وَكَوَامِلَهٗ

জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা চাই। (আমীন) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো কাজের

وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَظَاهِرَهٗ وَبَاطِنَهٗ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ

সূচনা ও সমাপ্ত চাই। সারাংশ ও পূর্ণতা চাই। শুরু ও শেষ চাই। গোপন ও প্রকাশ্য

(اٰمِيْنَ)، اَللّٰهُمَّ نَجِّنِيْ مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

বিষয় চাই এবং জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা চাই। (আমীন) হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম

(٢) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ

হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় এবং জীবনের শেষাংশে আমার রিযিক অধিক প্রশস্ত

عُمُرِيْ (المستدرك، ١: ٧٢٦)

করে দাও।

(٣) يَا مَنْ لَّا تَرَاهُ الْعُيُوْنُ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُوْنُ وَلَا يَصِفُهُ

হে ওই সত্তা! যাকে কোনো চোখ দেখতে পারে না। যাকে কোনো কল্পনা ভাবতে পারে

الْوَاصِفُوْنَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلَا يَخْشَى الدَّوَآئِرَ يَعْلَمُ

না। প্রশংসাকারী যথার্থ প্রশংসা করতে পারে না। যুগের আবর্তন যার উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। তিনি যুগের পরিবর্তনকে ভয় পান না। তিনি জানেন পাহাড়ের

مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَاْئِيْلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْاَمْطَارِ وَعَدَدَ

ওজন, সমুদ্রের পরিমাপ, বৃষ্টির ফোঁটা, গাছেন পাতার সংখ্যা, তিনি জানেন যেসব

وَرَقِ الْاَشْجَارِ وَعَدَدَ مَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ،

জিনিসের উপর রাত্রি অন্ধকার আচ্ছন্ন করে এবং দিন আলো ছড়ায়। যার থেকে এক

وَلَا تُوَارِيْ مِنْهُ سَمَآءٌ سَمَآءً وَّلَآ اَرْضٌ اَرْضًا وَّلَا بَحْرٌ مَّا فِيْ قَعْرِهٖ

আসমান আরেক আসমানকে, এক জমিন আরেক জমিনকে, সমুদ্র তার তলদেশের কিছু

وَلَا جَبَلٌ مَّا فِيْ وَعْرِهٖ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْٓ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ

এবং পাহাড় তার ভিতরে অবস্থিত কিছু লুকায়িত রাখতে পারে না। হে আল্লাহ! আমার

خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ (المعجم الاوسط، ٦: ٤٣٧)

শেষ জীবনকে উত্তম জীবন, শেষ আমল উত্তম আমল এবং আখেরাতের দিনগুলো আমার উত্তম দিন বানিয়ে দাও।

(٤) يَا وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِهٖ ثَبِّتْنِيْ بِهٖ حَتّٰى اَلْقَاكَ (المعجم الاوسط، ٦: ١٩٧)

হে ইসলাম ও মুসলমানদের মালিক! তোমার সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত আমাকে ইসলামের উপর অবিচল রাখো।

وَاَعْطِنِي الْمَنْزِلَ الصَّالِحَ مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ)، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ

থেকে মুক্তি দাও। রাত ও দিনের গুনাহ মাফ করে দাও এবং আমাকে জান্নাতে উত্তম

خَلَاصًا مِّنَ النَّارِ سَالِمًا وَّاَنْ تُدْخِلَنِيَ الْجَنَّةَ اٰمِنًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ

স্থান দান করো। (আমীন) হে আল্লাহ! আমাকে স্বাভাবিকভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি

اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَآ اٰتِيْ وَخَيْرَ مَآ اَفْعَلُ وَخَيْرَ مَآ اَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا بَطَنَ

দাও এবং শান্তিপূর্ণভাবে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণ চাই আমার চরিত্রে, আমার প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক আমলে, আমার গোপন ও

وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ)، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ

প্রকাশ্য বিষয়ে এবং জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা চাই। (আমীন) হে আল্লাহ! আমি তোমার

اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ وَتَضَعَ وِزْرِيْ وَتُصْلِحَ اَمْرِيْ وَتُطَهِّرَ

কাছে চাই আমার আলোচনা ব্যাপক করে দাও। আমার গুনাহ বিদূরিত করো। আমার

قَلْبِيْ وَتُحْصِنَ فَرْجِيْ وَتُنَوِّرَ لِيْ فِيْ قَبْرِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَسْئَلُكَ

কাজ শুদ্ধ করে দাও। আমার অন্তর পবিত্র করে দাও। আমার লজ্জাস্থানের হেফাযত করো। আমার কবরকে আলোকিত করে দাও। আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং

الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ)، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اَنْ تُبَارِكَ

জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা চাই। (আমীন) হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বরকত চাই

لِيْ فِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ وَفِيْ رُوْحِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْٓ اَهْلِيْ

আমার শ্রবণশক্তিতে, আমার দৃষ্টিশক্তিতে, আমার আত্মায়, আমার আকৃতিতে, আমার

وَفِيْ مَالِيْ وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ مَمَاتِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ، اَللّٰهُمَّ وَتَقَبَّلْ

চরিত্রে, আমর পরিবারে, আমার সম্পদে, আমার জীবনে, আমার মৃত্যুতে এবং আমার

حَسَنَاتِيْ، وَاَسْئَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (اٰمِيْنَ) (المستدرك، ١: ١٠٧)

আমলে। হে আল্লাহ! আমার পূণ্য কবুল করো এবং জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা চাই। (আমীন)

(٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا مَوْلَايَ (مسند احمد، ٤: ٤٨٧)

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার ও আমার অধীনস্থদের সচ্ছলতা চাই।

(٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ (المعجم الكبير، ٧: ١٥٤)

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করো, আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

(٧) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَّاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণ ধৈর্যধারণকারী ও শোকর আদায়কারী বানাও।

صَغِيْرًا وَّفِيْٓ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا (مجمع الزوائد، ١٠: ١٨١)

আমাকে আমার নিজের দৃষ্টিতে ছোট এবং মানুষের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দাও।

(٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّرِزْقًا حَلَالًا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, গ্রহণযোগ্য আমল এবং হালাল ও

طَيِّبًا (مسند احمد، ٧: ٤٤٨)

পবিত্র রিযিক প্রার্থনা করি।

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِيْ وَاَسْتَهْدِيْكَ لِمَرَاشِدِ اَمْرِيْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই। আমার কাজকর্মে

وَاَسْتَجِيْرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ،

সফল পথের দিশা চাই। আমার নফসের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। তোমার সমীপে তওবা করছি। আমার তওবা কবুল করো, কেননা তুমিই আমার রব। হে

اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ رَغْبَتِيْٓ اِلَيْكَ وَاجْعَلْ غِنَايَ فِيْ صَدْرِيْ وَبَارِكْ لِيْ

আল্লাহ! আমার আগ্রহ-আকাঙ্খা তোমার দিকে ফিরিয়ে দাও। আমাকে অন্তরের ধনাঢ্য

فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ رَبِّيْ (مصنف ابن ابى شيبة، ٧: ٣٩)

দান করো। আমার জন্য নির্ধারিত রিযিকে বরকত দান করো। আমার আমল কবুল করো। নিশ্চয় তুমি আমার রব।

(١٠) يَا مَنْ اَظْهَرَ الْجَمِيْلَ وَسَتَرَ عَلَيَّ الْقَبِيْحَ، يَا مَنْ لَّا يُؤَاخِذُ

হে ওই সত্তা! যে আমার গুণাবলী প্রচার করেছে এবং আমার দোষ গোপন রেখেছে। হে

بِالْجَرِيْرَةِ وَلَا يَهْتِكُ السِّتْرَ يَا عَظِيْمَ الْعَفْوِ، يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ،

ওই সত্তা! যে প্রত্যেক অপরাধের পাকড়াও করে না এবং গোপন বিষয়াদি প্রকাশ করে

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ، يَا صَاحِبَ

না। হে মহান ক্ষমাশীল! সর্বোত্তম ছাড়দাতা! বড় ক্ষমাশীল! রহমতের হাত প্রশস্তকারী!

كُلِّ نَجْوٰى، يَا مُنْتَهٰى كُلِّ شَكْوٰى، يَا كَرِيْمَ الصَّفْحِ، يَا عَظِيْمَ

কানাঘুষা শ্রবণকারী! প্রত্যেক অভিযোগের শেষ কেন্দ্র! মহান দয়ালু! বড় অনুগ্রহকারী!

الْمَنِّ، يَا مُبْدِئَ النِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا، يَا رَبَّنَا وَيَا سَيِّدَنَا

আমাদের উপযুক্ততা ছাড়াই নেয়ামত দানকারী! হে আমাদের রব! আমাদের সরদার!

وَيَا مَوْلَانَا وَيَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا، اَسْئَلُكَ يَآ اَللّٰهُ اَنْ لَّا تَشْوِيَ

আমাদের মনিব! আমাদের চাহিদা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যর শেষ কেন্দ্রবিন্দু! হে আল্লাহ! আমি

خَلْقِيْ بِالنَّارِ (المستدرك، ١: ٧٢٩)

তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার শরীরকে জাহান্নামের আগুনে জ্বালিও না।

(١١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهٗ لَا يَمْلِكُهَآ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ ও রহমত প্রর্থনা করি। কেননা একমাত্র

اِلَّآ اَنْتَ (المعجم الكبير، ١٠: ١٧٨)

তুমি এগুলোর মালিক।

(١٢) اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ (مسند احمد، ١: ٦٦٥)

হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতিকে সুন্দর করেছ। সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও।

(١٨) رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (المعجم الاوسط، ٢: ٢٥٧)

হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো।

(١٩) اَللّٰهُمَّ خِرْ لِيْ وَاخْتَرْ لِيْ (الترمذى، ٢: ١٩١)

হে আল্লাহ! আমার জন্য উত্তম ও ভালো জিনিসটি নির্বাচন করে দাও।

(٢٠) وَفِي الصَّحِيْحِ كَانَ اَكْثَرُ دُعَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়

''اَللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

পাঠ করতেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো

عَذَابَ النَّارِ'' (كنز العمال، ٢: ١٨٩)

এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

(٢١) بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْضِنِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট রাখো এবং আমার জন্য যা নির্ধারণ করে

بِقَضَآئِكَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتّٰى لَآ اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَآ اَخَّرْتَ

রেখেছ তাতে বরকত দাও। যাতে তোমার বিলম্বিত জিনিসকে আমি অবিলম্বে আর

وَلَا تَاْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

তোমার অবিলম্বিত জিনিসকে বিলম্বে না চাই।

(٢٢) اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْاٰخِرَةِ (البخارى، ١: ٤١٥)

হে আল্লাহ! আসল জীবন (আয়েশ-আরাম) তো আখেরাতের জীবন।

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِيْ فِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন (ফকির ও বিনয়ী) অবস্থায় জীবিত রাখো, মিসকীন

(١٣) رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيْلَ الْاَقْوَمَ (مسند احمد، ٧: ٤٤٦)

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি রহম করো এবং আমাকে সঠিক পথ দেখাও।

(١٤) اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِغْفِرْ لِيْ

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রব! আমাকে মাফ করে দাও।

ذَنْبِيْ وَاَذْهِبْ عَنِّيْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَاَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَآ

আমার অন্তর থেকে রাগের অভ্যাস দূর করে দাও এবং আমাকে যতদিন জীবিত রাখবে

اَحْيَيْتَنَا (مسند احمد، ٧: ٤٢٨)

গোমরাহকারী ফেতনা থেকে নিরাপদ রাখো।

(١٥) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ طَيِّبًا وَاسْتَعْمِلْنِيْ طَيِّبًا (كنز العمال، ٢: ٢٢٤)

হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র রিযিক দান করো এবং আমাকে নেককাজে যুক্ত রাখো।

(١٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَآءَةِ الْخَيْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فُجَآءَةِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আকস্মিক কল্যাণ চাই এবং আকস্মিক অমঙ্গল থেকে

الشَّرِّ (مسند ابى يعلى، ص ٦٥٠)

পানাহ চাই।

(١٧) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ

হে আল্লাহ! তুমি শান্তিদাতা, শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই এবং তোমার কাছে ফিরে যায়।

اَسْئَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَنْ تَسْتَجِيْبَ لَنَا دَعْوَتَنَا وَاَنْ

হে সম্মান ও মর্যাদার মালিক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের দু'আ কবুল

تُعْطِيَنَا رَغْبَتَنَا وَاَنْ تُغْنِيَنَا عَمَّنْ اَغْنَيْتَهٗ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ

করো। আমাদের আশা পুরা করে দাও। তোমার মাখলুকের মধ্যে যারা আমাদের অমুখাপেক্ষী তাদের থেকে আমাদেরকেও অমুখাপেক্ষী করে দাও।

زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ (ابن ماجه، ص ٣٠٤)

অবস্থায় মৃত্যু দান করো এবং আমার হাশর যেন মিসকীনদের সাথে হয়।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَحْسَنُوْا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَآ

হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা ভালো কাজ করলে খুশী হয় এবং মন্দ

اَسَآءُوا اسْتَغْفَرُوْا (ابن ماجه، ص ٢٧١)

কাজ করলে ক্ষমা চায়।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِىْ بِهَا قَلْبِىْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার রহমত চাই। এর অসীলায় আমাকে সরল পথ

وَتَجْمَعُ بِهَآ اَمْرِىْ وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِىْ وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِىْ وَتَقْضِىْ بِهَا

দেখাও। আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার পেরেশানী দূর করে দাও। আমার দ্বীনকে শুদ্ধ করে দাও। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমার উনুপস্থিত বিষয়গুলি

دَيْنِىْ وَتَحْفَظُ بِهَا غَآئِبِىْ وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِىْ وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِىْ

হেফাযত করো। আমার বর্তমান অবস্থানকে উত্তম করে দাও। এর অসীলায় আমার

وَتُزَكِّىْ بِهَا عَمَلِىْ وَتُلْهِمُنِىْ بِهَا رُشْدِىْ وَتَرُدُّ بِهَآ اُلْفَتِىْ وَتَعْصِمُنِىْ

চেহারাকে নূরানী করে দাও। আমার আমলকে (শিরক থেকে) পবিত্র করে দাও। আমার অন্তরে হেদায়েত ঢেলে দাও। আমার ভালোবাসার দিক ফিরিয়ে দাও। আমাকে সকল

بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْٓءٍ، اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْٓ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَيَقِيْنًا لَّيْسَ

অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! আমাকে দৃঢ় ঈমান দান করো। এমন বিশ্বাস দান

بَعْدَهٗ كُفْرٌ وَّرَحْمَةً اَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ،

করো যার পরে কুফরী আসতে পারে না। এমন রহমত দান করো যার অসীলায় আমি

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْفَوْزَ فِى الْقَضَآءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَآءِ وَعَيْشَ

দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার প্রদত্ত মর্যাদা লাভ করতে পারি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই ফয়সালার ক্ষেত্রে সফলতা, শহীদদের আপ্যায়ন, সৌভাগ্যবানদের জীবন,

السُّعَدَآءِ وَمُرَافَقَةَ الْاَنْبِيَآءِ وَالنَّصْرَ عَلَى الْاَعْدَآءِ اِنَّكَ سَمِيْعُ

নবীদের সঙ্গ এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য। নিশ্চয় তুমি দু'আ শ্রবণকারী। হে আল্লাহ!

الدُّعَآءِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِىْ وَاِنْ قَصُرَ رَأْيِىْ وَضَعُفَ عَمَلِىْ

আমি আমার প্রয়োজন তোমার সমীপে পেশ করছি। আমার বুদ্ধি সামান্য। আমার

اِفْتَقَرْتُ اِلٰى رَحْمَتِكَ فَاَسْئَلُكَ يَا قَاضِىَ الْاُمُوْرِ وَيَا شَافِىَ الصُّدُوْرِ

আমল দুর্বল। আমি তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি হে কার্য সম্পাদনকারী! অন্তরের আরোগ্যকারী! যেভাবে তুমি সমুদ্রের মাঝে দূরত্ব

كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ اَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ

সৃষ্টি করেছ তদ্রূপ আমাকে জাহান্নামের আযাব থেকে, (জাহান্নামের) কষ্টের চিৎকার

الثُّبُوْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ، اَللّٰهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِىْ وَضَعُفَ عَنْهُ

থেকে এবং কবরের ফেতনা থেকে দূরে রাখো। হে আল্লাহ! যে কল্যাণের ব্যাপারে

عَمَلِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مُنْيَتِىْ وَمَسْاَلَتِىْ مِنْ خَيْرٍ وَّعَدْتَهٗٓ اَحَدًا مِّنْ

আমার বুদ্ধি অসম্পূর্ণ, আমার আমল দুর্বল, আমার আকাঙ্খা ও প্রার্থনা যে পর্যন্ত

خَلْقِكَ اَوْ خَيْرٍ اَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَاِنِّىْٓ اَرْغَبُ اِلَيْكَ

পৌঁছেনি অথচ তুমি তা কোনো বান্দাকে দেওয়ার ওয়াদা করেছ আমি তোমার কাছে

فِيْهِ وَاَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ

তোমার রহমতের অসীলায় ওই কল্যাণ প্রার্থনা করি। হে জগতসমূহের প্রতিপালক! হে

الشَّدِيْدِ وَالْاَمْرِ الرَّشِيْدِ اَسْئَلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ وَالْجَنَّةَ

আল্লাহ! দৃঢ় ওয়াদা ও নেককাজের মালিক! আমি তোমার কাছে ভয়ের দিন নিরাপত্তা ও

يَوْمَ الْخُلُوْدِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُوْدِ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ الْمُوْفِيْنَ

জান্নাত চাই। যেখানে তোমার প্রিয়, তোমাকে সর্বদা স্মরণকারী, রুকু-সেজদাকারী এবং

بِالْعُهُوْدِ اِنَّكَ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ اِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا

ওয়াদাপূণকারী বান্দাদের সাথে চিরস্থায়ী থাকতে হবে। নিঃসন্দেহে তুমি বড় দয়ালু ও

هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَآلِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِّاَوْلِيَآئِكَ وَحَرْبًا

স্নেহময়। নিশ্চয় তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করে থাক। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বানাও লোকদের হেদায়েতকারী ও হেদায়েতপ্রাপ্ত। পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী বানিও না। তোমার

لِّاَعْدَآئِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ

বন্ধুদের জন্য নিরাপত্তা এবং তোমার শত্রুদের জন্য যুদ্ধ (শাস্তি)। যে তোমাকে ভালোবাসে আমরা যেন তাকে তোমার ভালোবাসার খাতিরে ভালোবাসি। আর যে

خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا الدُّعَآءُ وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ وَهٰذَا

তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমরা যেন তোমার সাথে শত্রুতা করার কারণে তার শত্রু হয়ে যাই। হে আল্লাহ! প্রার্থনা করা আমাদের কাজ যা তুমি কবুল করার ওয়াদা

الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا فِىْ قَلْبِىْ وَنُوْرًا فِىْ

করেছ। এ হলো আমাদের প্রচেষ্টা কিন্তু ভরসা তোমার উপর রেখেছি। হে আল্লাহ!

قَبْرِىْ وَنُوْرًا مِّنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَنُوْرًا مِّنْ خَلْفِىْ وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِىْ

আমার অন্তরে নূর দান করো। আমার কবরে নূর। আমার সামনে নূর। আমার পিছনে

وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِىْ وَنُوْرًا مِّنْ فَوْقِىْ وَنُوْرًا مِّنْ تَحْتِىْ وَنُوْرًا فِىْ سَمْعِىْ

নূর। আমার ডানে নূর। আমার বামে নূর। আমার উপরে নূর। আমার নিচে নূর।

وَنُوْرًا فِىْ بَصَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ شَعْرِىْ وَنُوْرًا فِىْ بَشَرِىْ وَنُوْرًا فِىْ لَحْمِىْ

আমার কানে নূর। আমার চোখে নূর। আমার প্রত্যেক পশমে নূর। আমার ত্বকে নূর।

وَنُوْرًا فِىْ دَمِىْ وَنُوْرًا فِىْ مُخِّىْ وَنُوْرًا فِىْ عِظَامِىْ، اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا

আমার গোশতে নূর। আমার রক্তে নূর। আমার দেমাগে নূর এবং আমার প্রত্যেক হাড়ে নূর দান করো। হে আল্লাহ! আমার নূরকে আরও বড় করে দাও। আমাকে নূর দান

وَّاَعْطِنِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا وَّزِدْنِىْ نُوْرًا وَّزِدْنِىْ نُوْرًا وَّزِدْنِىْ نُوْرًا،

করো। আমার জন্য নূর নির্দিষ্ট করে দাও। আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও। আমার নূর বৃদ্ধি

سُبْحَانَ الَّذِىْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَبِسَ

করে দাও। আমার নূর বৃদ্ধি করে দাও। পবিত্র ওই সত্তা ইজ্জত যার চাদর। ইজ্জত যার

الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهٖ، سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ،

ফরমান। সম্মান যার লেবাস। যিনি সম্মানিত। পবিত্র ওই সত্তা সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত

سُبْحَانَ مَنْ اَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ بِعِلْمِهٖ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ

থাকা যার বৈশিষ্ট। পবিত্র ওই সত্তা যিনি সবকিছু জানেন। পবিত্র ওই সত্তা যিনি দয়ালু

وَالطَّوْلِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَنِّ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ

ও দাতা। পবিত্র ওই সত্তা যিনি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদাতা। পবিত্র ওই সত্তা যিনি

وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (الترمذى، ٢: ١٧٩)

সম্মানিত ও ইজ্জতওয়ালা। পবিত্র ওই সত্তা যিনি মহান ও দয়ার অধিকারী।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِىْٓ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا تَنْزِعْ مِنِّىْ صَالِحَ

হে আল্লাহ! এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না এবং

مَآ اَعْطَيْتَنِىْ (كنز العمال، ٢: ١٨٦)

আমাকে যেসব উত্তম বস্তু দান করেছ তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিও না।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ لَسْتَ بِاِلٰهٍ اسْتَحْدَثْنَاهُ وَلَا بِرَبٍّ يَّبِيْدُ ذِكْرُهٗ

হে আল্লাহ! তুমি এমন মা'বূদ নও যাকে আমরা আবিষ্কার করেছি কিংবা যার আলোচনা

اِبْتَدَعْنَاهُ وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَآءُ يَقْضُوْنَ مَعَكَ وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ

শেষ হয়ে গিয়েছিল অতঃপর আমরা তা আবার শুরু করেছি। ফায়সালাদানের ক্ষেত্রে তোমার কোন শরীক নেই। তোমার পূর্বে কোনো মা'বূদ ছিল না, আমরা যার আশ্রয়

(٢٩) اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি আমার শক্তির দুর্বলতা, কৌশলের ঘাটতি, মানুষের

النَّاسِ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى عَدُوٍّ يَّتَهَجَّمُنِيْ اَمْ

কাছে আমার অপদস্থতার অভিযোগ করছি। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! তুমি কি আমাকে

اِلٰى قَرِيْبٍ مَّلَّكْتَهٗٓ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَآ اُبَالِيْ غَيْرَ اَنَّ

শত্রুর হাতে ন্যস্ত করবে, যে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। না কি এমন বন্ধুর কাছে যাকে আমার ব্যাপারে ক্ষমতা দান করবে। তুমি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও তাহলে

عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِيْ، اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ اَضَآءَتْ لَهُ

আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তবুও তোমার ক্ষমা আমার জন্য বড় প্রশস্ত

السَّمٰوٰتُ وَاَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

(প্রয়োজন রয়েছে)। তোমার নূরানী চেহারার অসীলায় যে নূরে আসমান আলোকিত হয়েছে। অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। যার অসীলায় দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কার্যাবলী

اَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَ تُنْزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى

শুদ্ধভাবে চলছে আমি প্রার্থনা করি তোমার রাগ ও তোমার অসন্তুষ্ট হওয়া থেকে। তোমার তো রাগ করার অধিকার আছে। আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তুমি ব্যতীত

تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ (كنز العمال، ٢: ١٧٥)

নেককাজ করার শক্তি ও পাপ থেকে বাঁচান কোনো উপায় নেই।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ (كنز العمال، ٢: ١٨٧)

হে আল্লাহ! যেভাবে ছোট বাচ্চাকে হেফাযত করো আমাকেও সেভাবে হেফাযত করো।

(٣١) اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ قُلُوْبًا اَوَّاهَةً مُّخْبِتَةً مُّنِيْبَةً فِيْ

سَبِيْلِكَ (المستدرك، ١: ٧١٦)

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে ক্রন্দনকারী, বিনয়ী ও তোমার পথে ধাবিত অন্তর চাই।

اِلٰهٍ نَلْجَاُ اِلَيْهِ وَنَذَرُكَ وَلَآ اَعَانَكَ عَلٰى خَلْقِنَآ اَحَدٌ فَنُشْرِكَهٗ فِيْكَ

গ্রহণ করব আর তোমাকে ত্যাগ করব! আমাদের সৃষ্টিকার্যে কেউ তোমাকে সহায়তা করেনি যে, আমরা তাকে তোমার সাথে শরীক করব! তুমি বরকতময় ও সমুচ্চ। সুতরাং

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَنَسْاَلُكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اغْفِرْ لِيْ (المستدرك، ٣: ٤٥٣)

আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِيْ وَتَرٰى مَكَانِيْ وَتَعْلَمُ سِرِّيْ

হে আল্লাহ! তুমি তো আমার প্রার্থনা শুনছ। আমার অবস্থান দেখছ। আমার গোপন ও

وَعَلَانِيَتِيْ لَا يَخْفٰى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ اَمْرِيْ وَاَنَا الْبَآئِسُ الْفَقِيْرُ

প্রকাশ্য সবকিছু জান। আমার কোনো বিষয় তোমার কাছে গোপন নয়। আমি

الْمُسْتَغِيْثُ الْمُسْتَجِيْرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِيْ

বিপদগ্রস্ত, মুখাপেক্ষী, সাহায্য ও আশ্রয়কামী, ভীত-কম্পিত ও অপরাধ স্বীকারকারী।

اَسْئَلُكَ مَسْاَلَةَ الْمِسْكِيْنِ وَاَبْتَهِلُ اِلَيْكَ اِبْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيْلِ

আমি তোমার কাছে মিসকীনের মতো চাই। অপরাধীর ন্যায় প্রার্থনা করি। বিপদগ্রস্ত ও

وَاَدْعُوْكَ دُعَآءَ الْخَآئِفِ الضَّرِيْرِ وَدُعَآءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهٗ

ভীত ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে ডাকি। যার গর্দান তোমার সামনে নত রয়েছে। যার চোখ

وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهٗ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهٗ وَرَغِمَ لَكَ اَنْفُهٗ، اَللّٰهُمَّ لَا

দিয়ে অশ্রু ঝরছে। যার দেহটি তোমার সামনে অপদস্থ হয়ে পড়ে আছে। যার নাক

تَجْعَلْنِيْ بِدُعَآئِكَ شَقِيًّا وَّكُنْ لِّيْ رَءُوْفًا رَّحِيْمًا يَاخَيْرَ الْمَسْئُوْلِيْنَ

ধূলি-ধূসরিত। হে আল্লাহ! আমাকে এ প্রার্থনায় বঞ্চিত করো না। আমার জন্য মেহেরবান

وَيَاخَيْرَ الْمُعْطِيْنَ (المعجم الصغير، ١١: ١٤٠)

ও দয়ালু হয়ে যাও। হে সর্বোত্তম প্রার্থনা গ্রহণকারী ও সর্বোত্তম দাতা!

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঈমান চাই যা আমার অন্তরে বসে যায়। সত্য ইয়াকীন

اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْٓ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا

চাই যাতে আমার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, আমার কাছে আগত বিপদাপদ তোমার পক্ষ

قَسَمْتَ لِيْ (كنز العمال، ٢: ١٨٤)

থেকেই নির্ধারিত এবং তোমার বণ্টনকৃত রিযিকের প্রতি সন্তুষ্টি চাই।

(٣٣) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ

হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা তেমনি যেমন তুমি করেছ এবং আমরা যেমন প্রশংসা করি

لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَاِلَيْكَ مَاٰبِيْ وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ،

তার চেয়ে উত্তম। হে আল্লাহ! আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই তোমার জন্য। তুমিই আমার শেষ ঠিকানা। তুমিই আমার উত্তরসূরী। হে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ

আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব, মনের ওয়াসওয়া এবং আমার

الْاَمْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيْٓئُ بِهِ الرِّيَاحُ، اَعُوْذُ

কাজের কলুষতা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি বাতাসের

بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيْٓئُ بِهِ الرِّيَاحُ (الترمذى، ٢: ١٩١)

কল্যাণ ও আশ্রয় চাই বাতাসের অনিষ্ট থেকে।

(٣٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْٓ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অধিক শোকরকারী, অধিক যিকিরকারী, তোমার নসহীত

نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ (مسند احمد، ٢: ٥٩٩)

অধিক অনুসরণকারী এবং তোমার বিধি-নিষেধের অধিক হেফাযতকারী বানাও।

(٣٥) اَللّٰهُمَّ اِنَّ قُلُوْبَنَا وَنَوَاصِيَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ لَمْ تُمَلِّكْنَا

হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমাদের অন্তর, আমাদের কপাল এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক তুমিই। তুমি আমাদেরকে এগুলোর মালিক বানাওনি। সুতরাং যখন তুমি

مِنْهَا شَيْئًا فَاِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ بِنَا فَكُنْ اَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَآ اِلٰى سَوَآءِ

আমাদেরকে এত অসহায় সৃষ্টি করেছ তাহলে তুমিই আমাদের অভিভাবক হয়ে যাও

السَّبِيْلِ (كنز العمال، ٢: ١٨٢)

এবং আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।

(٣٦) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الْاَشْيَآءِ اِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشْيَتَكَ

হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসা আমার কাছে সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় করে দাও এবং

اَخْوَفَ الْاَشْيَآءِ عِنْدِيْ وَاقْطَعْ عَنِّيْ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلٰى

সবকিছুর ভয়ের চেয়ে তোমার ভয়কে বড় করে দাও। তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্খার বদলে আমার দুনিয়ার সকল প্রয়োজন (চাহিদা) দূর করে দাও। যখন তুমি

لِقَآئِكَ وَاِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِيْ

দুনিয়াদারদের চোখকে দুনিয়া দানের মাধ্যমে শীতল করেবে তখন আমার চোখকে

مِنْ عِبَادَتِكَ (كنز العمال، ٢: ١٨٢)

তোমার ইবাদতের দ্বারা শীতল করো।

(٣٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْمَيَيْنِ السَّيْلِ وَالْبَعِيْرِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই দুটি অন্ধ বস্তু থেকে ঃ বন্যার স্রোত এবং

الصَّئُوْلِ (كنز العمال، ٢: ١٨٣)

আক্রমণকারী উট থেকে।

(٣٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা, উত্তম স্বভাব এবং

(٤٣) اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِيْ فِيْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ

হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করে প্রত্যেক কঠিন বিষয় সহজ করে দাও। নিঃসন্দেহে

عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ وَاَسْئَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا

প্রত্যেক কঠিনকে সহজ করা তোমার জন্য বড়ই সহজ। আমি তোমার কাছে সহজ

وَالْاٰخِرَةِ (المعجم الاوسط، ١: ٣٤٥)

প্রার্থনা করি এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা চাই।

(٤٤) اَللّٰهُمَّ اعْفُ عَنِّيْ فَاِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ (المعجم الاوسط، ٥: ١)

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল ও বড় দয়ালু।

وَالرِّضَآءَ بِالْقَدْرِ (كنز العمال، ٢: ١٨٣)

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক চাই।

(٣٩) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَّلَكَ الْمَنُّ فَضْلًا (المعجم الكبير، ١٩: ١٤٤)

হে আল্লাহ! শোকরসহ সকল প্রশংসা তোমার জন্য এবং অনুগ্রহসহ সকল দান তোমার।

(٤٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ التَّوْفِيْقَ لِمَحَآبِّكَ مِنَ الْاَعْمَالِ وَصِدْقَ

হে আল্লাহ! তোমার কাছে তওফীক চাই তোমার পছন্দনীয় আমলের, তোমার প্রতি সত্য

التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ (كنز العمال، ٢: ١٨٣)

বিশ্বাসের এবং তোমার প্রতি সুধারণা রাখার।

(٤١) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ

হে আল্লাহ! তোমার যিকিরের জন্য আমার অন্তরকে খুলে দাও। তোমার ও তোমার

وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ (المعجم الاوسط، ١: ٣٥٤)

রসূলের আনুগত্য করার ও কুরআনের উপর আমল করার তাওফীক দান করো।

(٤٢) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْٓ اَخْشَاكَ كَاَنِّيْٓ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ

হে আল্লাহ! আমি যেন তোমাকে এমনভাবে ভয় পাই যেন তোমাকে স্বচক্ষে দেখছি।

وَاَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ، وَخِرْ لِيْ فِيْ قَضَآئِكَ

আমাকে তাকওয়া অবলম্বন করার সৌভাগ্য দান করো এবং তোমার নাফরমানীর কারণে আমাকে হতভাগা বানিও না। তোমার ফায়সালাসমূহে আমাকে কল্যাণ দান করো।

وَبَارِكْ لِيْ فِيْ قُدْرَتِكَ حَتّٰى لَآ اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَآ اَخَّرْتَ وَلَا تَاْخِيْرَ

আমাকে বরকত দান করো। যাতে তোমার পক্ষ থেকে বিলম্বত জিনিস আমি অবিলম্বে

مَا عَجَّلْتَ، وَاجْعَلْ غِنَآئِيْ فِيْ نَفْسِيْ (المعجم الاوسط، ٤: ٢٧٨)

না চাই এবং তোমার পক্ষ থেকে অবিলম্বিত জিনিস বিলম্বে না চাই। আর আমাকে অন্তরের ধনশীলতা দান করো।

— ৫ —

পঞ্চম মনযিল (বুধবার)

اَلْمَنْزِلُ الْخَامِسُ فِيْ يَوْمِ الْاَرْبَعَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِيْ مِنَ

হে আল্লাহ! পবিত্র করে দাও আমার অন্তরকে মুনাফেকী থেকে, আমার আমলকে রিয়া

الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا

থেকে, জবানকে মিথ্যা থেকে এবং চোখকে খেয়ানত থেকে। নিশ্চয় তুমি চোখের

تُخْفِي الصُّدُوْرُ (كنز العمال، ٢: ١٨٤)

খেয়ানত ও অন্তরের গোপন বিষয় জান।

(٢) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ

হে আল্লাহ! অশ্রু ঝড়ায় আমাকে এমন দু'টি চোখ দান করো যা তোমার ভয়ে অশ্রু

الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَكُوْنَ الدُّمُوْعُ دَمًا وَّالْاَضْرَاسُ

ঝড়িয়ে অন্তরকে বিগলিত করবে। ওইদিন আসার পূর্বে যেদিন অশ্রুর পরিবর্তে রক্ত

جَمْرًا (كنز العمال، ٢: ١٨٤)

ঝড়বে আর মাড়ির দাঁত শুষ্ক কাঠে পরিণত হবে।

(٣) اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِيْ فِيْ رَحْمَتِكَ وَاقْضِ اَجَلِيْ فِيْ

হে আল্লাহ! নিজ কুদরত দ্বারা আমাকে মাফ করে দাও, আমাকে তোমার রহমতে প্রবেশ করাও, আমার জীবন তোমার ইবাদতে কাটাও, আমার মৃত্যু যেন ভালো আমলের উপর

طَاعَتِكَ وَاخْتِمْ لِيْ بِخَيْرِ عَمَلِيْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ (كنز العمال، ٢: ١٨٥)

হয় এবং এর প্রতিদান যেন জান্নাত হয়।

(٤) اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّيْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِيْ بِالتَّقْوٰى

হে আল্লাহ! আমাকে ইলম দানের মাধ্যমে অমুখাপেক্ষী করো, সহনশীলতা ও জ্ঞান-গাম্ভীর্যতা

وَجَمِّلْنِيْ بِالْعَافِيَةِ (كنز العمال، ٢: ١٨٥)

দ্বারা সুসজ্জিত করো, খোদাভীতি দ্বারা সম্মানিত করো এবং ক্ষমার দ্বারা সুন্দর করে দাও।

(٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِيْلٍ مَّاكِرٍ عَيْنَاهُ تَرَيَانِيْ وَقَلْبُهٗ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই ধোকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ সবসময় আমার

يَرْعَانِيْٓ اِنْ رَّاٰى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَاِنْ رَّاٰى سَيِّئَةً اَذَاعَهَا (كنز العمال، ٢: ١٨٥)

দিকে থাকে, যার অন্তর (আমার দোষ) খুঁজতে থাকে, (আমার মধ্যে) ভালো কিছু দেখলে গোপন রাখে আর মন্দ কিছু দেখলে প্রকাশ করে দেয়।

(٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَالتَّبَآؤُسِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই দারিদ্রতা ও চরম নিঃস্বতা থেকে।

(٧) اَللّٰهُمَّ لَا يُدْرِكُنِيْ زَمَانٌ وَّلَا يُدْرِكُوْا زَمَانًا لَّا يُتَّبَعُ فِيْهِ

হে আল্লাহ! আমি ও অন্যরা এমন যুগ যেন না পাই যে যুগে আলেমদের অনুসরণ করা

الْعَلِيْمِ وَلَا يُسْتَحْيٰ فِيْهِ مِنَ الْحَلِيْمِ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الْاَعَاجِمِ

হবে না। গম্ভীর ব্যক্তিদের থেকে লজ্জাবোধ করা হবে না। তাদের অন্তর হবে

وَاَلْسِنَتُهُمْ اَلْسِنَةُ الْعَرَبِ (كنز العمال، ٢: ١٨٩)

অনারবদের মতো আর জবান হবে আরবদের মতো।

(٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بَوَارِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই ঋণের আধিক্য, শত্রুর জয়, বিধবাদের ধ্বংস

الْاَيِّمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ (المعجم الاوسط، ١: ٥٨٢)

থেকে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে।

(٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَآءِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই মহিলাদের ফেতনা থেতেকএবং কবরের আযাব

عَذَابِ الْقَبْرِ (كنـــز العمال، ٢: ١٨٩)

থেকে।

(١٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تُخْلِفَنِيْهِ فَاِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ

হে আল্লাহ! আমি তোমার থেকে ওয়াদা গ্রহণ করছি তুমি যার খেলাফ করবে না।

فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ اٰذَيْتُهٗٓ اَوْ شَتَمْتُهٗٓ اَوْ جَلَدْتُّهٗٓ اَوْ لَعَنْتُهٗ فَاجْعَلْهَا لَهٗ

নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি যদি কোনো মুমিনকে কষ্ট দিয়ে থাকি, গালি দিয়ে থাকি, মেরে থাকি বা অভিশাপ দিয়ে থাকি তাহলে এগুলোকে তার জন্য

صَلَاةً وَّزَكَاةً وَّقُرْبَةً تُقَرِّبُهٗ بِهَآ اِلَيْكَ (مسند احمد، ٢: ٦٠٩)

রহমত, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানিয়ে দাও।

(١١) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَآ

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। তুমি মৃত্যু দিবে। আমার জীবন-মরণ তোমার

اِنْ اَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ وَاِنْ

জন্য। যদি আমাকে জীবিত রাখ তাহলে ওইসব বস্তু থেকে হেফাযত করো যা থেকে নেকবান্দাদের হেফাযত করে থাক। আর যদি মৃত্যু দাও তাহলে আমাকে ক্ষমা করো

اَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ (مسلم، ٢: ٣٤٨)

এবং আমার প্রতি দয়া করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

(١٢) اَللّٰهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ

হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করো এবং আমার কার্যাবলি সহজ করে দাও।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ تَمَامَ الْوَضُوْٓءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ وَتَمَامَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই অযূর মধ্যে পরিপূর্ণতা, নামাযের পরিপূর্ণতা,

رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ (مسند الحارث، ص ٥٢٦)

তোমার সন্তুষ্টি এবং তোমার পরিপূর্ণ ক্ষমা।

(١٤) اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ (كتاب الاذكار للنووى، ص ٦٥)

হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও।

(١٥) اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوْهُ (كتاب الاذكار للنووى، ص٦٥)

হে আল্লাহ! যেদিন চেহারাসমূহ উজ্জল করা হবে সেদিন আমার চেহারাকে নূরানী করে দিও।

(١٦) اَللّٰهُمَّ غَشِّنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنِيْ عَذَابَكَ

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমত দ্বারা ঢেকে দাও এবং আর তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো।

(١٧) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ

হে আল্লাহ! যেদিন মানুষের পদস্খলন হবে সেদিন আমার পা অবিচল রাখো।

(١٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ (عمل اليوم والليلة لابن السنى، ص ٧٤)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(١٩) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبَنَا بِذِكْرِكَ وَاَتْمِمْ عَلَيْنَا بِنِعْمَتِكَ

হে আল্লাহ! তোমার যিকিরের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের তালা খুলে দাও। আমাদের

وَاَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

উপর তোমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দাও। তোমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করে দাও। আর আমাদেরকে তোমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٢٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهٖ (عمل اليوم والليلة لابن السنى، ص ٧٤)

হে আল্লাহ! ইবলিস ও তার সৈন্যদের থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই।

(٢١) اَللّٰهُمَّ اٰتِنِيْ اَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ (المستدرك، ٢: ٨٤)

হে আল্লাহ! নেক বান্দাদেরকে যেসব উত্তম পুরুস্কার দিয়েছ আমাকেও তা দান করো।

(٢٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَصُدَّ عَنِّيْ وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কেয়ামতের দিন আমার থেকে তোমার

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْلِمًا وَّاَمِتْنِيْ مُسْلِمًا (المعجم الكبير، ٧: ٢٥٨)

চেহারা ঘুরিয়ে নেওয়া থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখো ও মৃত্যু দান করো।

(٢٣) اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ وَاَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالِفْ بَيْنَ

হে আল্লাহ! কাফেরদেরকে কড়া শাস্তি দাও। তাদের অন্তরে ভীতি প্রবেশ করো। তাদের

كَلِمَتِهِمْ وَاَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ (مصنف عبد الرزاق، ٣: ١١٠)

মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দাও। আর তাদের উপর তোমার রাগ ও আযাব নাযেল করো।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ اَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ

হে আল্লাহ! আহলে কিতাব হোক বা মুশরিক সকল কাফেরদেরকে কড়া শাস্তি দাও।

يَجْحَدُوْنَ اٰيَاتِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ

যারা তোমার নিদর্শন অস্বীকার করে। রসূলগণকে মিথ্যারোপ করে। তোমার পথে বাধা

وَيَتَعَدُّوْنَ حُدُوْدَكَ وَيَدْعُوْنَ مَعَكَ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

দেয়। তোমার সীমালঙ্ঘন করে। তোমার সাথে অন্য মা'বূদকে শরীক করে। তুমি

تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি বরকতময় ও সমুচ্চ। জালেমরা যা বলে তা থেকে পবিত্র।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করে দাও। মাফ করে দাও মুমিন নর-নারীকে এবং সকল

وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

মুসলিম নর-নারীকে। তাদেরকে সংশোধন করে দাও। তাদের মধ্যকার সকল বিষয়ের শুদ্ধ করে দাও। তাদের অন্তরে পরস্পর মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। তাদের অন্তরে

وَاجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ

ঈমান ও হেকমত ঢেলে দাও। তাদেরকে রসূল (সা.) এর দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখো।

وَاَوْزِعْهُمْ اَنْ يَّشْكُرُوْا نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَاَنْ يُّوْفُوْا

তাদেরকে তাওফীক দাও তোমার পক্ষ থেকে প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার

بِعَهْدِكَ الَّذِيْ عَاهَدْتَّهُمْ عَلَيْهِ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ

এবং তোমার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করার। তোমার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের

اِلٰهَ الْحَقِّ (مصنف عبد الرزاق، ٣: ١١٠)

সাহায্য করো হে আল্লাহ!

(٢٦) سُبْحَانَكَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ عَمَلِيْٓ اِنَّكَ

তুমি পবিত্র। তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। আমার

تَغْفِرُ الذُّنُوْبَ لِمَنْ تَشَآءُ وَاَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِيْ

আমল শুদ্ধ করে দাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দাও। তুমি বড় ক্ষমাশীল। হে

يَا تَوَّابُ تُبْ عَلَيَّ يَا رَحْمٰنُ ارْحَمْنِيْ يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِّيْ يَا رَءُوْفُ

ক্ষমাকারী! আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে তওবা কবুলকারী! আমার তওবা কবুল করো। হে দয়ালু! আমার প্রতি দয়া করো। হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করো। হে মেহেরবান!

ارْءُفْ بِيْ يَا رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ

আমার প্রতি মেহেরবানী করো। হে আমার পালনকর্তা! আমার উপর তোমার পক্ষ

وَطَوِّقْنِيْ حُسْنَ عِبَادَتِكَ يَا رَبِّ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ يَا رَبِّ

থেকে প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার তাওফীক দাও। সুষ্ঠুভাবে তোমার ইবাদত করার শক্তি দাও। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে সকল প্রকারের

اَفْتَحُ لِيْ بِخَيْرٍ وَّاٰتِنِيْ تَشَوُّقًا اِلٰى لِقَآئِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّآءَ مُضِرَّةٍ وَّلَا

কল্যাণ চাই। আমার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দাও। কোনো ক্ষতি ও গুমরাহকারী

فِتْنَةٍ مُّضِلَّةٍ وَّقِنِي السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ

ফেতনা ছাড়াই তোমার সাক্ষাতের আগ্রহ দান করো। আমাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবে এটা তার প্রতি তোমার বড় দয়া

رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (جمع الفوائد، ١: ٢٢٥)

হবে। আর এটা বড়ই সফলতা।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَلَكَ

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। সকল কৃতজ্ঞতা তোমার জন্য। সকল রাজত্ব

الْخَلْقُ كُلُّهٗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ (مسند احمد، ٥: ٣٩٦)

তোমার জন্য। সব সৃষ্টি তোমার অধীন। সব কল্যাণ তোমার নিয়ন্ত্রণে এবং সকল বিষয়ের প্রত্যাবর্তন তোমার দিকে হবে।

(٢٨) اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ

আমি তোমার কাছে সকল প্রকারের কল্যাণ চাই এবং সকল প্রকারের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি।

(٢٩) بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ. اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ

বরকত শুধু আল্লাহর নামে যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। হে আল্লাহ! আমার থেকে

وَالْحُزْنَ (الجامع الصغير، ٢: ٢٩١)

সকল দুশ্চিন্তা ও কষ্ট দূর করে দাও।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ بِحَمْدِكَ اِنْصَرَفْتُ وَبِذَنْبِي اعْتَرَفْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করি। তোমার দিকে ফিরে যাই। আমার গুনাহ স্বীকার করি। আমার কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই

شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ جُهْدِ الْبَلَآءِ وَمِنْ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ

পরীক্ষায় পতিত হওয়া থেকে এবং আখেরাতের আযাব থেকে।

(٣١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُّخْزِيْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই লাঞ্ছনাকারী প্রত্যেক আমল থেকে। কষ্টদায়ক

كُلِّ صَاحِبٍ يُّؤْذِيْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ اَمَلٍ يُّلْهِيْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ

প্রত্যেক সঙ্গী থেকে। উদাসীন করে দেয় এমন প্রত্যেক আকাঙ্খা থেকে। এমন

مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُّنْسِيْنِيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غِنًى يُّطْغِيْنِيْ (مجمع الزوائد، ١: ١١٠)

দারিদ্রতা থেকে যা আমাকে ভুলিয়ে দেয়। এমন স্বচ্ছলতা থেকে যা আমাকে অবাধ্য-অহংকারী করে দেয়।

(٣٢) اَللّٰهُمَّ اِلٰهِيْ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰهَ

হে আল্লাহ! আমার মা'বূদ! ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আ. এর মা'বূদ! জিবরাঈল,

جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاَسْئَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ

মীকাঈল ও ইসরাফীল আ. এর মা'বূদ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার দু'আ

فَاِنَّا مُضْطَرٌّ وَّتَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَاِنِّيْ مُبْتَلًى وَّتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّيْ

কবুল করো। আমি নিরুপায়। আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে হেফাযত করো। কেননা আমি বিপদগ্রস্ত। আমাকে তোমার রহমত দান করো। কেননা আমি গুনাহগার। আমার

مُذْنِبٌ وَّتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَاِنِّيْ مُتَمَسْكِنٌ (كنـز العمال، ٢: ١٣٤)

থেকে দরিদ্রতা দূর করে দাও। কেননা আমি বড় অপদস্থ।

(٣٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ السَّآئِلِيْنَ عَلَيْكَ فَاِنَّ لِلسَّآئِلِ

হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করছি ওই হকের অসীলায় যা প্রার্থনাকারীদের তোমার উপর রয়েছে। কেননা তোমার উপর তো প্রার্থনাকারীদের হক আছে। স্থল ও জলে

عَلَيْكَ حَقٌّ اَيُّمَا عَبْدٍ اَوْ اَمَةٍ مِّنْ اَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلْتَ

বসবাসকারী বান্দা ও বান্দীদের দু'আ তুমি কবুল করেছ এবং তাদের ডাক শুনেছ। তারা

دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَآءَهُمْ اَنْ تُشْرِكَنَا فِيْ صَالِحِ مَا يَدْعُوْنَكَ

যে প্রার্থনা করেছে আমাদেরকেও তাদের উত্তম দু'আর অন্তর্ভুক্ত করো। আমরা তোমার

فِيْهِ وَاَنْ تُشْرِكَهُمْ فِيْ صَالِحِ مَا نَدْعُوْكَ (فِيْهِ) وَاَنْ تُعَافِيَنَا

কাছে যে প্রার্থনা করি তাদেরকেও আমাদের উত্তম দু'আর অন্তর্ভুক্ত করো। আমাদেরকে

وَاِيَّاهُمْ وَاَنْ تَقَبَّلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَاَنْ تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

এবং তাদেরকে মাফ করে দাও। আমাদের এবং তাদের দু'আ কবুল করো।

فَاِنَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ

আমাদেরকে এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কেননা আমরা তোমার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। রসূলের আনুগত্য করছি। সুতরাং আমাদেরকে

الشَّاهِدِيْنَ (كنز العمال، ٢: ٦٤٤)

মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

(٣٤) اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَاجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসীলা দান করো এবং

مَحَبَّتَهٗ وَفِي الْاَعْلَيْنِ دَرَجَتَهٗ وَفِي الْمُقَرَّبِيْنَ ذِكْرَهٗ (كنز العمال، ٢: ١٣٤)

তোমার প্রিয়দেরকে তাঁর ভালোবাসা দান করো। তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দাও। তোমার প্রিয়দের মাঝে তাঁর আলোচনা ছড়িয়ে দাও।

(٣٥) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ مِنْ عِنْدِكَ وَاَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَاَسْبِغْ

হে আল্লাহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাকে হেদায়েত দান করো। আমার উপর তোমার

عَلَيَّ مِنْ رَّحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ (كنز العمال، ٢: ١٤٥)

অনুগ্রহ প্রবাহিত করো। আমার উপর তোমার রহমত পরিপূর্ণ করে দাও এবং বরকত নাযেল করো।

(٣٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার প্রতি দয়া করো। আমার তওবা কবুল

الرَّحِيْمُ (مسند احمد، ٢: ١٧٨)

করো। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী ও বড় দয়ালু।

(٣٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالَ اَهْلِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত হেদায়েতপ্রাপ্তদের

الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَجِدَّ اَهْلِ

মতো তাওফীক। ঈমানদারদের মতো আমল। তওবাকারীদের মতো ইখলাছ। সবরকারীদের মতো দৃঢ় সংকল্প। তোমার ভয়কারীদের মতো প্রচেষ্টা। তোমার

الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ وَعِرْفَانَ اَهْلِ

আগ্রহীদের মতো চাহিদা। তাকওয়াবানদের মতো ইবাদত এবং আলেমদের মতো

الْعِلْمِ حَتّٰى اَلْقَاكَ. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِيْ عَنْ

তোমার মারেফাত (পরিচয়)। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এমন ভীতি প্রার্থনা করি

مَّعَاصِيْكَ حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَحَتّٰى

যা আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে বিরত রাখবে। যাতে আমি তোমার আনুগত্যের

اُنَاصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حَيَآءً

মাধ্যমে তোমার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। তোমার ভয়ে তোমার নিকট খাঁটি তওবা করতে পারি। তোমার থেকে লজ্জাবোধ করে খাঁটি মনে নেককাজ করতে পারি। সকল

مِّنْكَ وَحَتّٰى اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَحُسْنَ ظَنٍّ بِكَ

বিষয়ে তোমার উপর ভরসা করতে পারি। তোমার প্রতি সুধারণা রাখতে পারি। নূর

سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ (مسند الفردوس للديلمى، ر: ١٨٤١)

সৃষ্টিকারীর সত্তা পবিত্র।

(٣٨) اَللّٰهُمَّ لَا تُهْلِكْنَا فُجَآءَةً وَّلَا تَاْخُذْنَا بَغْتَةً وَّلَا تُغْفِلْنَا عَنْ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে হঠাৎ মৃত্যু দিও না। হঠাৎ পাকড়াও করো না। কারোর হক ও

حَقٍّ وَّلَا وَصِيَّةٍ (جمع الفوائد، ص ١٠٨)

কারোর অসীয়াত থেকে উদাসীন করো না।

(٣٩) اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ

হে আল্লাহ! কবরের নির্জনতায় তুমি আমার সাথী হয়ে যাও। হে আল্লাহ! মহান

الْعَظِيْمِ، وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ

কুরআনের অসীলায় আমার উপর রহম করো। এ কুরআনকে আমার জীবনের জন্য ইমাম (পথ প্রদর্শক) নূর (আলো), হেদায়েত ও রহমত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমি

مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ اللَّيْلِ

কুরআন মাজীদের যা ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং আমাকে শিখিয়ে দাও যা আমি জানি না। আমাকে দিবা-নিশি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার

وَاٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

তাওফীক দান করো এবং কুরআনকে আমার পক্ষে দলীল (আখিরাতে ঈমান, আমল ও নাজাতের প্রমাণ) বানিয়ে দাও হে জগতসমূহের মালিক!

(٤٠) اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, তোমার গোলামের সন্তান এবং তোমার বাঁদীর

بِيَدِكَ اَتَقَلَّبُ فِيْ قَبْضَتِكَ وَاُصَدِّقُ بِلِقَآئِكَ وَاُوْمِنُ بِوَعْدِكَ

সন্তান। আমার কপাল (ভাগ্য) তোমারই হাতে। আমি চলাফেরা করি তোমার ইচ্ছায়। তোমার সাক্ষাতকে সত্য মনে করি। তোমার ওয়াদার উপর বিশ্বাস রাখি। তুমি আমাকে

اَمَرْتَنِيْ فَعَصَيْتُ وَنَهَيْتَنِيْ فَاَبَيْتُ هٰذَا مَكَانُ الْعَآئِذِ بِكَ مِنَ

আদেশ করেছ কিন্তু আমি নাফরমানী করেছি। তুমি আমাকে নিষেধ করেছ কিন্তু আমি

النَّارِ، لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّهٗ لَا

আমান্য করেছি। এ হলো জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনাকারী বান্দার অবস্থা। তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র। আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

মাফ করে দাও। নিশ্চয় তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।

(٤١) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَاَنْتَ

হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তোমার নিকট অভিযোগ পেশ করছি। তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তুমিই সাহায্যকারী।

الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আল্লাহর শক্তি ছাড়া কারও কোনো শক্তি ও সামর্থ নেই।

(٤٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

وَاِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَمُوْسٰى نَجِيِّكَ وَعِيْسٰى رُوْحِكَ وَكَلِمَتِكَ

ওয়া সাল্লাম এর অসীলায়। তোমার দোস্ত ইবরাহীম আ., তোমার সাথে আলাপকারী মুসা আ., তোমার পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহ ও কালিমা হযরত ঈসা আ. এর অসীলায়।

وَبِكَلَامِ مُوْسٰى وَاِنْجِيْلِ عِيْسٰى وَزَبُوْرِ دَاوٗدَ وَفُرْقَانِ سَيِّدِنَا

মূসা আ. এর সাথে কথা, ঈসা আ. এর ইঞ্জিল, দাউদ আ. এর যাবূর এবং মুহাম্মাদ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكُلِّ وَحْيٍ اَوْحَيْتَهٗٓ اَوْ قَضَآءٍ قَضَيْتَهٗٓ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুরআন ও তোমার প্রেরিত সমস্ত অহীর অসিলায়।

اَوْ سَآئِلٍ اَعْطَيْتَهٗٓ اَوْ فَقِيْرٍ اَغْنَيْتَهٗٓ اَوْ غَنِيٍّ اَفْقَرْتَهٗٓ اَوْ ضَالٍّ هَدَيْتَهٗ

তোমার প্রদত্ত আদেশের অসিলায় বা ভিক্ষুককে যা দান করেছ বা দরিদ্র যাকে ধনি করেছ বা ধনি যাকে দরিদ্র করেছ বা পথহারা যাকে পথ দেখিয়েছ তাদের অসিলায়।

وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْٓ اَنْزَلْتَهٗ عَلٰى مُوْسٰى وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِيْ

তোমার ওই নামের অসিলায় যা তুমি মূসা আ. এর উপর অবতীর্ণ করেছ। তোমার ওই

وَضَعْتَهٗ عَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى

নামের অসিলায় যা তুমি জমিনের উপর রেখেছ ফলে জমিন স্থির হয়েছিল। আসমানের

الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِى اسْتَقَرَّ بِهٖ عَرْشُكَ

উপর রেখেছ ফলে আসমান সোজা দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের উপর রেখেছ ফলে পাহাড় স্থাপন হয়েছিল। তোমার ওই নামের অসিলায় প্রার্থনা করি যার বরকতে আরশ স্থীর

وَاَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِىْ كِتَابِكَ مِنْ لَّدُنْكَ

আছে। তোমার ওই পাক ও পবিত্র নামের অসিলায় যা তুমি কিতাবে অবতীর্ণ করেছ।

وَبِاسْمِكَ الَّذِىْ وَضَعْتَهٗ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّيْلِ فَاَظْلَمَ

ওই নামের অসিলায় যা দিনের উপর রাখলে দিন আলোকিত হয়েছিল। রাতের উপর

وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَآئِكَ وَبِنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تَرْزُقَنِىَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

রাখলে রাত অন্ধকার হয়েছিল। তোমার মহত্ব, তোমার বড়ত্ব এবং তোমার নূরানী চেহারার অসিলায় প্রার্থনা করছি আমাকে কুরআনে কারীম দান করো। আমার গোশতে,

وَتُخْلِطَهٗ بِلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَسَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَتَسْتَعْمِلَ بِهٖ جَسَدِىْ

রক্তে, কানে ও চোখে কুরআন শরীফ ছড়িয়ে দাও। তোমার শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা আমার

بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَاِنَّهٗ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

শরীরকে কুরআনের উপর আমলকারী বানাও। কেননা তোমার সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

(٤٣) بِسْمِ اللّٰهِ ذِى الشَّاْنِ عَظِيْمِ الْبُرْهَانِ شَدِيْدِ السُّلْطَانِ مَا

ওই আল্লাহর নামের বরকতে যিনি বড় সম্মানিত। মহা প্রমাণবাহী। শক্তিশালী ক্ষমতার

شَآءَ اللّٰهُ كَانَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (كنز العمال، ٢: ٦٦٤)

অধিকারী। আল্লাহ যা চায় তাই হয়। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

(٤٤) اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِى الْمَوْتِ وَفِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

[خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ مَرَّةً]

হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুতে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বরকত দান করো। (পশিচ বার)

(٤٥) اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَمِّنَّا مَكْرَكَ وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার কৌশল সম্পর্কে নির্ভীক বানিও না। তোমার যিকির আমাদেরকে ভুলিয়ে দিও না। আমাদের দোষ থেকে তোমার পর্দা তুলে নিও না।

سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ (مسند الفردوس للديلمى، ر: ٢٠١٧)

আমাদেরকে উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

(٤٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(ابو داود، ٢: ٦٩٤)

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই দুনিয়া ও আখেরাতের সংকীর্ণতা থেকে।

(٤٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ تَعْجِيْلَ عَافِيَتِكَ وَدَفْعَ بَلَآئِكَ وَخُرُوْجًا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দ্রুত চাই তোমার ক্ষমা। বিপদাপদ থেকে মুক্তি।

مِّنَ الدُّنْيَا اِلٰى رَحْمَتِكَ (كنز العمال، ٢: ١٩٠)

দুনিয়া থেকে তোমার রহমতের দিকে প্রত্যাবর্তন (মৃত্যু)।

(٤٨) يَا مَنْ يَّكْفِىْ عَنْ كُلِّ اَحَدٍ وَّلَا يَكْفِىْ مِنْهُ اَحَدٌ، يَآ اَحَدَ مَنْ

হে ওই সত্তা যিনি সকলের জন্য যথেষ্ট! তার মোকাবেলায় কেউ যথেষ্ট নয়। হে একক

لَّا اَحَدَ لَهٗ، يَا سَنَدَ مَنْ لَّا سَنَدَ لَهٗٓ اِنْقَطَعَ الرَّجَآءُ اِلَّا مِنْكَ نَجِّنِىْ

সত্তা যার মোকাবেলায় কোনো একক সত্তা নেই। হে ওই সত্তা যিনি সকলের আশ্রয়স্থল যার কোনো আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। তুমি ব্যতীত সবার থেকে আমি নিরাশ। আমাকে

مِمَّآ اَنَا فِيْهِ وَاَعِنِّىْ عَلٰى مَآ اَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بِىْ بِجَاهِ وَجْهِكَ

বিপদ থেকে উদ্ধার করো এবং এ কঠিন সময়ে আমার সাহায্য করো। তোমার দয়ালু

الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ اٰمِيْنَ (كنز العمال، ٢: ١٢٠)

সত্তা এবং তোমার উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হকের অসীলায় আমি প্রার্থনা করছি। আমীন!

(٤٩) اَللّٰهُمَّ احْرُسْنِىْ بِعَيْنِكَ الَّتِىْ لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنِىْ بِرُكْنِكَ

হে আল্লাহ! আমার তদারকি করো তোমার ওই চোখ দ্বারা যা ঘুমায় না। আমাকে

الَّذِىْ لَا يُرَامُ وَارْحَمْنِىْ بِقُدْرَتِكَ عَلَىَّ فَلَآ اَهْلِكُ وَاَنْتَ رَجَآئِىْ

তোমার ধারণাতীত শক্তির আশ্রয়ে নিয়ে নাও। আমার উপর তোমার প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার কারণে আমার প্রতি রহম করো। যাতে আমি ধ্বংস না হই। তুমিই আমার একমাত্র

فَكَمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ اَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِىْ وَكَمْ مِّنْ

ভরসা। তুমি আমাকে কতই না নেয়ামত দিয়ে রেখেছ কিন্তু আমি তার শোকর আদায়

بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِىْ بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِىْ فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نَعْمَتِهٖ

করিনি। তুমি আমাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছ কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করিনি। হে ওই

شُكْرِىْ فَلَمْ يَحْرِمْنِىْ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهٖ صَبْرِىْ فَلَمْ

সত্তা যার নেয়ামতের তুলনায় আমার শোকর নগণ্য! তবুও আমাকে বঞ্চিত করনি। হে

يَخْذُلْنِىْ وَيَا مَنْ رَاٰنِىْ عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِىْ. يَا ذَا الْمَعْرُوْفِ

ওই সত্তা যার বিপদের তুলনায় আমার ধৈর্য কম! তবুও আমাকে লাঞ্ছিত করনি। হে ওই

الَّذِىْ لَا يَنْقَضِىْ اَبَدًا وَّيَا ذَا النَّعْمَآءِ الَّتِىْ لَا تُحْصٰى اَبَدًا. اَسْئَلُكَ

সত্তা যিনি আমার গুনাহ দেখেও আমাকে অপমান করনি। হে অফুরন্ত কল্যাণের মালিক!

اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

হে অগণিত নেয়ামতদাতা! আমি প্রার্থনা করছি তুমি রহমত বর্ষণ করো মুহাম্মাদ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِكَ اَدْرَاُ فِىْ نُحُوْرِ الْاَعْدَآءِ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পরিবার-পরিজনের উপর। শুধু তোমার সাহায্যে

وَالْجَبَابِرَةِ (كنز العمال، ٢: ١٢٤)

আমি দুশমন ও জালেমদেরকে প্রতিহত করি।

(٥٠) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى دِيْنِىْ بِالدُّنْيَا وَعَلٰٓى اٰخِرَتِىْ بِالتَّقْوٰى

হে আল্লাহ! দুনিয়া দ্বারা আমাকে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য করো। তাকওয়া দ্বারা

وَاحْفَظْنِىْ فِيْمَا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكِلْنِىْٓ اِلٰى نَفْسِىْ فِيْمَا حَضَرْتُهٗ يَا

আখেরাতে সাহায্য করো। আমার অনুপস্থিতিতে আমার কার্যাবলি হেফাযত করো। আমার উপস্থিতিতে আমার কার্যাবলি আমার উপর ন্যস্ত করো না। হে ওই সত্তা গুনাহ

مَنْ لَّا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِىْ مَا لَا يَنْقُصُكَ

যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না! ক্ষমা করলে যার কোনো বস্তু কম হয় না! আমাকে

وَاغْفِرْ لِىْ مَا لَا يَضُرُّكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ اَسْئَلُكَ فَرَجًا قَرِيْبًا

দান করো, কেননা এতে তোমার কোনো বস্তু কম হয় না। আমাকে মাফ করে দাও, কেননা এতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। নিশ্চয় তুমি বড় দাতা। আমি তোমার কাছে

وَّصَبْرًا جَمِيْلًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيْعِ الْبَلَآءِ وَاَسْئَلُكَ

চাই দ্রুত মুক্তি, উত্তম ধৈর্য, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তি। তোমার

تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى

কাছে পরিপূর্ণ ও সর্বদার জন্য ক্ষমা চাই। আরও চাই ক্ষমার জন্য তোমার শোকর

الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আদায় করার তাওফীক এবং মানুষের থেকে অমুখাপেক্ষীতা। সমুচ্চ ও মহান আল্লাহ

الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

ব্যতীত কারও কোনো শক্তি ও সামর্থ নেই।

(٥١) يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!

— ৬ —

ষষ্ঠ মনযিল (বৃহস্পতিবার)
اَلْمَنْزِلُ السَّادِسُ فِيْ يَوْمِ الْخَمِيْسِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ يَا كَبِيْرُ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا مَنْ لَّا شَرِيْكَ لَهٗ وَلَا وَزِيْرَ

হে আল্লাহ! হে সবশ্রেষ্ঠ! হে সর্বশ্রোতা! হে সর্বদ্রষ্টা! হে ওই সত্তা যার কোনো শরীক

لَهٗ وَيَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيْرِ وَيَا عِصْمَةَ الْبَآئِسِ الْخَآئِفِ

নেই; সহযোগী নেই। হে আলো দানকারী চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টিকারী! হে আশ্রয় গ্রহণকারী

الْمُسْتَجِيْرِ وَيَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيْرِ وَيَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ

ভীত-প্রার্থনাকারীর আশ্রয়স্থল! হে ছোট্ট শিশুর রিযিকদাতা! হে ভাঙ্গা হাড়ের

اَدْعُوْكَ دُعَآءَ الْبَآئِسِ الْفَقِيْرِ كَدُعَآءِ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيْرِ، اَسْئَلُكَ

জোড়াদানকারী! আমি আপনাকে ডাকছি যেমন ডাকে বিপদগ্রস্ত-দরিদ্র ও অসহায় অন্ধ

بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمَفَاتِيْحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ

ব্যক্তি। আমি প্রার্থনা করছি তোমার আরশের অসিলায় যেখানে সম্মান সমাগম। তোমার

وَبِالْاَسْمَآءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلٰى قَرْنِ الشَّمْسِ اَنْ تَجْعَلَ

কিতাবের রহমতের খাজানার চাবিসমূহের অসিলায় এবং তোমার ওই আটটি নামের

الْقُرْاٰنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَجِلَآءَ حُزْنِيْ، رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا (كَذَا وَكَذَا)

অসিলায় প্রার্থনা করছি যা সূর্যের গায়ে লিখিত। কুরআনের মাধ্যমে আমার অন্তর

(تنـــزيه الشريعة لمرفوعة، ٢: ٣٣٠)

আলোকিত করে দাও। আমার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও। হে আমাদের পালকর্তা! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান করো (এখানে নিজের প্রয়োজনীয় দু'আ করবে)।

(٢) يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ وَّيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَّيَا قَرِيْبًا غَيْرَ

হে প্রত্যেক একা মানুষের বন্ধু! হে প্রত্যেক একা মানুষের সঙ্গী! হে নিকটবর্তী, দূরবর্তী

بَعِيْدٍ وَّيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَآئِبٍ وَّيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

নয়। হে উপস্থিত, অনুপস্থিত নয়। হে জয়ী, পরাজয়ী নয়। হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ! (كنـــز العمال، ٢: ٦٩٣)

হে সম্মানিত ও দয়ালু!

(٣) يَا نُوْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا زَيْنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا جَبَّارَ

হে আসমান ও জমিনের নূর! হে আসমান ও জমিনের সৌন্দর্য্য! হে আসমান ও

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ

জমিনের শক্তিশালী মালিক! হে আসমান ও জমিনের স্থিরকারী! হে আসমান-জমিন

وَالْاَرْضِ يَا قَيَّامَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا

সৃষ্টিকারী! হে আসমান-জমিনের প্রতিষ্ঠাতা! হে সম্মানিত ও দয়ালু! হে ফরিয়াদকারীদের

صَرِيْخَ الْمُسْتَصْرِخِيْنَ وَمُنْتَهَى الْعَآئِذِيْنَ وَالْمُفَرِّجَ عَنِ

সাহায্যকারী! আশ্রয় গ্রহণকারীদের শেষ আশ্রয়স্থল! বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরকারী!

الْمَكْرُوْبِيْنَ وَالْمُرَوِّحَ عَنِ الْمَغْمُوْمِيْنَ وَمُجِيْبَ دُعَآءِ الْمُضْطَرِّيْنَ

দুশ্চিন্তাকারীদের শান্তিদাতা! অসহায়দের দু'আ কবুলকারী! হে দুঃখ-কষ্ট দূরকারী! হে

وَيَا كَاشِفَ الْكُرَبِ يَآ اِلٰهَ الْعَالَمِيْنَ وَيَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ مَنْزُوْلٌ

জগতসমূহের মা'বূদ! হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! আমি সমস্ত সমস্যা তোমার সামনে পেশ

بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ (مجمع الزوائد، ١٠: ١٧٩)

করেছি।

(٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ مِنَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমার সম্মানিত চেহারা ও মহান নামের

الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ (الجامع الصغير، ٢: ٢٠٢)

অসিলায় কুফরী ও দারিদ্রতা থেকে।

(٩) اَللّٰهُمَّ قِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ وَاعْزِمْ لِيْ عَلٰٓى اَرْشَدِ اَمْرِيْ

(مسند احمد، ٥: ٦١٥)

হে আল্লাহ! আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো এবং আমাকে হেদায়েতের কাজ করার হিম্মত দান করো।

(١٠) اَللّٰهُمَّ لَا تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا تَنْزِعْ مِنِّيْ صَالِحَ

হে আল্লাহ! এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না। আমাকে

مَآ اَعْطَيْتَنِيْ فَاِنَّهٗ لَا نَازِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا يَعْصِمُ ذَا الْجَدِّ

যেসব উত্তম জিনিস দান করেছ তা ছিনিয়ে নিও না। কেননা তুমি যা দান কর তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। কোনো সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার থেকে রক্ষা করতে

مِنْكَ الْجَدُّ

পারে না।

(١١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ غِنَى الْاَهْلِ وَالْمَوْلٰى وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّدْعُوَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সচ্ছলতা চাই।

عَلَيَّ رَحِمٌ قَطَعْتُهَا (المعجم الكبير، ٥: ١٣١)

আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার ছিন্নকৃত আত্মীয়দের বদদু'আ থেকে।

(١٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَآئِكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার প্রতি আস্থাশীল নফস চাই। যে নফস তোমার

وَتَرْضٰى بِقَضَآئِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَآئِكَ (المعجم الكبير، ٨: ٩٩)

সাক্ষাতে বিশ্বাস রাখে। তোমার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। তোমার দানে পরিতৃপ্ত হয়।

(٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ الْهَمِّ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তার মৃত্যু থেকে। আশ্রয় চাই বিপদের

الْغَمِّ، اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

মৃত্যু থেকে। আশ্রয় চাই ক্ষুধা থেকে। কেননা ক্ষুধা খুব খারাপ সঙ্গী। আশ্রয় চাই

الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (كنز العمال، ٢: ٢٠٥)

খেয়ানত থেকে। কেননা খেয়ানত একটি মন্দ স্বভাব।

(٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ

হে আল্লাহ! বাহিরের চেয়ে আমার ভিতরকে সুন্দর করে দাও। আর আমার বাহিরকেও

صَالِحَةً، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ

শুদ্ধ করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি মানুষদেরকে যে সম্পদ,

وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرَ ضَآلٍّ وَّلَا مُضِلٍّ (الترمذى، ٢: ١٩٩)

স্ত্রী ও সন্তান দান করেছ তার উত্তমগুলো আমাকে দান করো যা পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্টকারী নয়।

(٦) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার নির্বাচিত, নূরানী চেহারা ও উজ্জ্বল হাত-পা বিশিষ্ট

الْوَفْدِ الْمُتَقَبَّلِيْنَ (مسند احمد، ٤: ٤٥٠)

বান্দাদের ও মাকবুল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত করো।

(٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهٖ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমার জানা সত্ত্বেও তোমার সাথে কাউকে

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ

শরীক করা থেকে। আর আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই যা আমি জানি না।

(١٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْ شَرِّ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই পেটের উপর ভর করে চলে, দুই পায়ের উপর

مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ (كنز العمال، ٢: ٢٠٨)

চলে এবং চার পায়ের উপর চলে এমন সব প্রাণীর ক্ষতি থেকে।

(١٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اِمْرَاَةٍ تُشَيِّبُنِىْ قَبْلَ الْمَشِيْبِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্যের পূর্বেই

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَىَّ وَبَالًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَّكُوْنُ

আমাকে বৃদ্ধ করে দিবে। এমন সন্তান থেকে আশ্রয় চাই যে আমার জন্য বিপদ হবে।

عَلَىَّ عَذَابًا وَّاَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ خَدِيْعَةٍ اِنْ رَّاٰى حَسَنَةً دَفَنَهَا

এমন সম্পদ থেকে আশ্রয় চাই যা আমার আযাবের কারণ হবে। এমন প্রতারক বন্ধু

وَاِنْ رَّاٰى سَيِّئَةً اَفْشَاهَا

থেকে আশ্রয় চাই যে আমার ভালো দেখলে গোপন রাখে আর মন্দ দেখলে প্রচার করে।

(١٥) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ

হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয় জান। সুতরাং আমার ওজর

حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ،

কবুল করো। তুমি আমার প্রয়োজন জান। সুতরাং তা আমাকে দান করো। তুমি আমার অন্তরের অবস্থা জান। সুতরাং আমার গুনাহ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! আমি তোমার

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ

কাছে এমন ঈমান চাই যা আমার অন্তরে বসে যায়। আর সত্য বিশ্বাস চাই যাতে আমি

اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْٓ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِىْٓ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

এ বিশ্বাস করতে পারি যে, শুধু তোমার পক্ষ থেকে ফায়সালকৃত বিপদাপদই আমার কাছে পৌঁছবে এবং তোমার বণ্টনের উপর সন্তুষ্টি কামনা করি। নিশ্চই তুমি সবকিছুর

شَىْءٍ قَدِيْرٌ (المعجم الاوسط، ٤: ٢٧٥)

উপর ক্ষমতাশীল।

(١٦) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَآئِمًا مَّعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ

হে আল্লাহ! তোমার স্থায়ীত্বের মতো সর্বকালের ও সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তোমার

حَمْدًا خَالِدًا مَّعَ خُلُوْدِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَّا مُنْتَهٰى لَهٗ دُوْنَ

চিরস্থায়ীত্বের মতো অফুরন্ত ও সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। সকল প্রশংসা তোমার জন্য যা তোমার ইচ্ছা ব্যতীত শেষ হবে না। তোমার জন্য সমস্ত ও সর্বকালের প্রশংসা;

مَشِيْٓئَتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَآئِمًا لَّا يُرِيْدُ قَآئِلُهٗٓ اِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ

প্রশংসাকারী শুধু তোমার সন্তুষ্টি চায়। প্রত্যেক চোখের পলক ও প্রাণীর শাস-প্রশ্বাস

الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَّتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ

নেওয়া পরিমাণ তোমার প্রশংসা।

(١٧) اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقَلْبِىْٓ اِلٰى دِيْنِكَ وَاحْفَظْ مِنْ وَّرَآئِنَا بِرَحْمَتِكَ

(مسند ابى يعلى، ص ٦٦٩)

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের দিকে ঝুকিয়ে দাও। আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমার রহমত দ্বারা আমাদের হেফাযত করো।

(١٨) اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِىْٓ اَنْ اَزِلَّ وَاهْدِنِىْٓ اَنْ اَضِلَّ

হে আল্লাহ! আমাকে অবিচল রাখো যাতে আমার পদস্খলন না হয়। আমাকে হেদায়েত দাও যাতে আমি পথভ্রষ্ট না হই।

(١٩) اَللّٰهُمَّ كَمَا حُلْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَلْبِىْ فَحُلْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ

হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমার ও আমার অন্তরের মাঝে অন্তরায় তেমন আমার এবং

الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهٖ

শয়তান ও তার কর্মের মাঝে অন্তরায় হয়ে যাও।

(٢٠) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا

হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহে আমাদেরকে রিযিক দান করো। আমাদেরকে রিযিক থেকে

فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَاجْعَلْ غِنَآءَنَا فِيْ اَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا

বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে তোমার প্রদত্ত রিযিকে বরকত দান করো। আমাদেরকে অন্তরের প্রাচুর্য দান করো। তোমার কাছে যে নেয়ামত রয়েছে তার প্রতি আমাদের

فِيْمَا عِنْدَكَ

আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও।

(٢١) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ خَلَّاقٌ عَظِيْمٌ اِنَّكَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ

হে আল্লাহ! তুমি মহান সৃষ্টিকারী। তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। তুমি ক্ষমাশীল ও অতি

رَّحِيْمٌ اِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ

দয়ালু। তুমি মহান আরশের মালিক। হে আল্লাহ! তুমি পরম উপকারী, বড় দাতা ও

الْكَرِيْمُ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ

দয়ালু। আমাকে মাফ করে দাও। আমার প্রতি দয়া করো। আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে রিযিক দান করো। আমার দোষ গোপন রাখো। আমার সংশোধন করে দাও।

وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ وَاَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ

আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। আমাকে হেদায়েত দাও। আমাকে পথভ্রষ্ট করো না।

الرَّاحِمِيْنَ (كنز العمال، ٢: ٦٩٥)

তোমার রহমতে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু!

(٢٢) اِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِيْ وَفِيْ نَفْسِيْ لَكَ فَذَلِّلْنِيْ وَفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার দৃষ্টিতে প্রিয় করে নাও। তুমি নিজের জন্য আমাকে আমার দৃষ্টিতে ছোট রাখো এবং মানুষের দৃষ্টিতে আমাকে বড় বানিয়ে দাও।

فَعَظِّمْنِيْ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَخْلَاقِ فَجَنِّبْنِيْ (كنز العمال، ٢: ٦٨٨)

খারাপ চরিত্র থেকে আমাকে দূরে রাখো।

(٢٣) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَاَلْتَنَا مِنْ اَنْفُسِنَا مَا لَا نَمْلِكُهٗٓ اِلَّا بِكَ فَاَعْطِنَا

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কাছে ওই জিনিস চেয়েছ আমরা যার মালিক নই তোমার

مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنَّا (الجامع الصغير، ١: ١٨٦)

সাহায্য ব্যতীত। আমাদেরকে এমন আমল দান করো যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَآئِمًا وَّاَسْئَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই স্থায়ী ঈমান। তোমার কাছে চাই ভীত অন্তর।

وَّاَسْئَلُكَ يَقِيْنًا صَادِقًا وَّاَسْئَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا وَّاَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ

তোমার কাছে চাই সত্য বিশ্বাস। তোমার কাছে চাই মজবুত দ্বীন। তোমার কাছে চাই

كُلِّ بَلِيَّةٍ وَّاَسْئَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَاَسْئَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ

প্রত্যেক বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। তোমার কাছে চাই আমাকে সর্বদা সুখে-শান্তিতে রাখায় তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপনের তাওফীক এবং তোমার কাছে আরও চাই মানুষের

وَاَسْئَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ (كنز العمال، ٢: ٦٧٨)

থেকে অমুখাপেক্ষীতা।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ بَطَرِ الْغِنٰى وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ، يَا مَنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই সম্পদের অহংকার ও দারিদ্রতার লাঞ্ছনা থেকে।

وَّعَدَ فَوَفّٰى وَاَوْعَدَ فَعَفَا، اِغْفِرْ لِمَنْ ظَلَمَ وَاَسَآءَ، يَا مَنْ يَّسُرُّهٗ

হে ওই সত্তা যিনি ওয়াদা করে পুরা করেছ। আযাবের কথা বলে ক্ষমা করেছ। ওই ব্যক্তিকে মাফ করে দাও যে জুলুম করেছে এবং অন্যায় করেছে। হে ওই সত্তা আমার

طَاعَتِيْ وَلَا تَضُرُّهٗ مَعْصِيَتِيْ هَبْ لِيْ مَا يَسُرُّكَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا

আনুগত্য যাকে খুশি করে এবং আমার নাফরমানী যার কোনো ক্ষতি করে না। আমাকে ওই জিনিস দান করো যা তোমাকে খুশি করে। আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমাকে যে

يَضُرُّكَ (مسند الفردوس للديلمي، ١: ٤٦٠)

জিনিস ক্ষতি করে না।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِيْنِ وَاَعُوْذُ

হে আল্লাহ! তোমার আশ্রয় চাই সত্যের বিষয়ে বিশ্বাস করার পর সন্দেহ করা থেকে।

بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّيْنِ

(كنــز العمال، ٢: ٢١٣)

তোমার আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। তোমার আশ্রয় চাই কেয়ামতের দিনের ক্ষতি থেকে।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُّ فِيْهِ

হে আল্লাহ! আমি ক্ষমা চাই ওই গুনাহ থেকে যা তওবা করার পর পুনরায় করে

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَآ اَعْطَيْتُكَ مِنْ نَّفْسِيْ ثُمَّ لَمْ اُوْفِ لَكَ بِهٖ

ফেলেছি। ক্ষমা চাই ওই গুনাহ থেকে যা আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েদিছলাম কিন্তু তা

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِيْ تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلٰى مَعْصِيَتِكَ وَاَسْتَغْفِرُكَ

পুরা করিনি। ক্ষমা চাই ওই নেয়ামতের জন্য যা আমি তোমার নাফরমানির উপকরণ

لِكُلِّ خَيْرٍ اَرَدْتُّ بِهٖ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِيْ فِيْهِ مَا لَيْسَ لَكَ. اَللّٰهُمَّ لَا

বানিয়েছি। ক্ষমা চাই ওই ভালো কাজের জন্য যা তোমার সন্তুষ্টির জন্য শুরু করেছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে তোমার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য করেছি। হে আল্লাহ! আমাকে

تُخْزِنِيْ فَاِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ فَلَا تُعَذِّبْنِيْ فَاِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ (كنــز العمال، ٢: ٧٠٠)

লাঞ্ছিত করো না। কেননা আমার ব্যাপারে তুমি সবকিছু জান। আমাকে শাস্তি দিও না। কেননা তুমি তো আমার উপর সার্বিকভাবে ক্ষমতাশীল।

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ وَاسْتَهْدَاكَ

হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা তোমার উপর ভরসা করেছে, তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছ। যারা তোমার কাছে হেদায়েত চেয়েছে, তুমি তাদেরকে

فَهَدَيْتَهٗ وَاسْتَنْصَرَكَ فَنَصَرْتَهٗ (كنــز العمال، ٢: ٦٩٣)

হেদায়েত দান করেছ। যারা তোমার কাছে সাহায্য চেয়েছে, তুমি তাদের সাহায্য করেছ।

(٢٩) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِيْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ

হে আল্লাহ! আমার অন্তরের ওয়াসওয়াসাসমূহ তোমার ভয় ও তোমার যিকিরে পরিণত

هِمَّتِيْ وَهَوَايَ فِيْمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى. اَللّٰهُمَّ مَا ابْتَلَيْتَنِيْ بِهٖ مِنْ

করে দাও। আমার সাহস ও চাহিদাকে তোমার পছন্দনীয় ও সন্তুষ্টির কাজে লাগিয়ে

رَّخَآءٍ وَّشِدَّةٍ فَمَسِّكْنِيْ بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيْعَةِ الْاِسْلَامِ

(مسند الفردوس للديلمى، ١: ٤٧٤)

দাও। হে আল্লাহ! আমাকে সহজ বা কঠিন যেই বিপদে পতিত করেছ আমাকে সঠিক পথ ও শরীয়তের উপর দৃঢ় রাখো।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْاَشْيَآءِ كُلِّهَا وَالشُّكْرَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই সকল প্রকারের পরিপূর্ণ নেয়ামত এবং তার

لَكَ عَلَيْهَا حَتّٰى تَرْضٰى وَبَعْدَ الرِّضَا الْخِيَرَةَ فِيْ جَمِيْعِ مَا يَكُوْنُ

শুকরিয়া জ্ঞাপনের তাওফীক, তোমার সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত আর সন্তুষ্ট হওয়ার পরেও। নির্বাচনযোগ্য বিষয়ে আমার জন্য ভালো বস্তু নির্বাচন করে দাও এবং সকল বিষয়ে

فِيْهِ الْخِيَرَةُ وَلِجَمِيْعِ مَيْسُوْرِ الْاُمُوْرِ كُلِّهَا لَا بِمَعْسُوْرِهَا يَا كَرِيْمُ

(كنــز العمال، ٢: ٦٧٣)

সহজ কার্যাবলি নির্বাচন করো, কঠিন কার্যাবলি নয়। হে বড় দয়ালু!

(٣١) اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاِصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ

হে আল্লাহ! সকালে আলোদানকারী! রাতে শান্তি দানকারী! সূর্য্য ও চন্দ্রকে হিসাব মতো

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاَغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ وَقَوِّنِيْ عَلَى

চালনাকারী! আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। আমাকে দারিদ্রতা থেকে ধনাঢ্য বানিয়ে

الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ (مصنف ابن ابى شيبة، ٧: ٢٦)

দাও। তোমার পথে জিহাদ করার শক্তি দাও।

(٣٢) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِيْ بَلَآئِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلٰى خَلْقِكَ وَلَكَ

হে আল্লাহ! পরীক্ষায় পতিত করা এবং মাখলুকের সাথে তোমার প্রত্যেক আচরণের

الْحَمْدُ فِيْ بَلَآئِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلٰى اَهْلِ بُيُوْتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِيْ بَلَآئِكَ

জন্য তোমার প্রশংসা। পরীক্ষায় পতিত করা এবং আমার পরিবারের সাথে তোমার

وَصَنِيْعِكَ اِلٰى اَنْفُسِنَا خَآصَّةً وَّلَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا وَلَكَ

প্রত্যেক আচরণের জন্য তোমার প্রশংসা। পরীক্ষায় পতিত করা এবং আমাদের সাথে তোমার প্রত্যেক আচরণের জন্য তোমার প্রশংসা। তোমার প্রশংসা আমাদেরকে

الْحَمْدُ بِمَآ اَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا سَتَرْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْاٰنِ

হেদায়েত দেওয়ার জন্য। তোমার প্রশংসা আমাদেরকে সম্মানিত করার জন্য। তোমার প্রশংসা আমাদের দোষ গোপন রাখার জন্য। তোমার প্রশংসা আমাদেরকে কুনআন দান

وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْاَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ الْحَمْدُ

করার জন্য। তোমার প্রশংসা আমাদেরকে পরিবার ও সম্পদ দান করার জন্য। তোমার

حَتّٰى تَرْضٰى وَلَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيْتَ يَآ اَهْلَ التَّقْوٰى وَاَهْلَ

প্রশংসা আমাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য। তোমার প্রশংসা তোমার সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য এবং সন্তুষ্ট হওয়ার পরেও তোমার জন্য প্রশংসা। হে ওই সত্তা যাকে ভয় করা উচিত এবং

الْمَغْفِرَةِ (كنز العمال، ٢: ٦٩٢)

যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত!

(٣٣) اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ

হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দান করো তোমার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কথা,

وَالنِّيَّةِ وَالْهُدٰى، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (كنز العمال، ٢: ٢٠٩)

আমল, কাজ, নিয়ত ও হেদায়েতের। নিশ্চয় তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল।

(٣٤) اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ

হে আল্লাহ! সাত আসমানের রব! মহান আরশের রব! হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে এবং

اَكْفِنِيْ كُلَّ مُهِمٍّ مِّنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ اَيْنَ شِئْتَ (كنز العمال، ٢: ١٢٢)

যেখান থেকে চাও আমার সকল সমস্যার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।

(٣٥) حَسْبِيَ اللّٰهُ لِدِيْنِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لِمَآ اَهَمَّنِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لِمَنْ

আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আমার দ্বীনের বিষয়ে। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আমার দুশ্চিন্তার বিষয়ে। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট যে ব্যক্তি আমার উপর জুলুম করে তার

بَغٰى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللّٰهُ لِمَنْ حَسَدَنِيْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوْٓءٍ

বিপক্ষে। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট যে ব্যক্তি আমাকে হিংসা করে তার বিপক্ষে। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট যে ব্যক্তি আমার সাথে প্রতারণা করে তার বিপক্ষে। আমার

حَسْبِيَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمَسْاَلَةِ فِي الْقَبْرِ

জন্য আল্লাহই যথেষ্ট মৃত্যুর সময়। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট কবরে প্রশ্ন করার

حَسْبِيَ اللّٰهُ عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَسْبِيَ اللّٰهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللّٰهُ

সময়। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট মীযানের নিকট। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট পুলসিরাতের নিকট। আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (كنز العمال، ٢: ١٥٥)

আমি তাঁরই উপর ভরসা করি। তিনিই মহান আরশের মালিক।

(٣٦) اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلٰى مَنْ يَّعْلَمَ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى

হে আল্লাহ! ওই ব্যক্তির জন্য মৃত্যুকে প্রিয় বানিয়ে দাও যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلُكَ (الجامع الصغير، ١: ١٨٨)

ওয়া সাল্লামকে তোমার রাসূল বলে বিশ্বাস করে।

(٣٧) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ رَبٌّ عَظِيْمٌ لَّا يَسَعُكَ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ وَاَنْتَ

হে আল্লাহ! তুমি মহান প্রতিপালক। তোমার সৃষ্ট কোনো জিনিস তোমাকে বেষ্টন করতে

تَرٰى وَلَا تُرٰى وَاَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْاَعْلٰى وَاَنَّ لَكَ الْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى

পারে না। তুমি সবকিছু দেখ, কিন্তু তোমাকে দেখা যায় না। তুমি সর্বোচ্চ স্থানে

وَلَكَ الْمَمَاتُ وَالْمَحْيَا وَاِلَيْكَ الْمُنْتَهٰى وَالرُّجْعٰى نَعُوْذُ بِكَ اَنْ

অবস্থিত। তোমার জন্যই আখেরাত ও দুনিয়া। তোমার জন্যই জীবন ও মরণ। তোমার কাছেই সবার শেষ সীমা ও প্রত্যাবর্তন। আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই অপমান ও

نَّذِلَّ وَنَخْزٰى (كنــز العمال، ٢: ٢٠٧)

অপদস্থ হওয়া থেকে।

(٣٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ ثَوَابَ الشَّاكِرِيْنَ وَنُزُلَ الْمُقَرَّبِيْنَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই শোকরকারীদের সওয়াব। প্রিয় বান্দাদের

وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّيْنَ وَيَقِيْنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَذِلَّةَ الْمُتَّقِيْنَ وَاِخْبَاتَ

আপ্যায়ন। নবীগণের সঙ্গ। সত্যবাদীদের বিশ্বাস। বুযুর্গদের বিনয়। ঈমানদারদের

الْمُوْقِنِيْنَ حَتّٰى تَوَفَّانِيْ عَلٰى ذٰلِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (كنــز العمال، ٢: ٦٣١)

একাগ্রতা। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু! আমাকে এসব অবস্থায় মৃত্যু দাও।

(٣٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَبَلَآئِكَ الْحَسَنِ

হে আল্লাহ! আমি প্রার্থনা করি আমাকে দেওয়া তোমার পূর্ববর্তী নেয়ামতের অসিলায়।

الَّذِيْ ابْتَلَيْتَنِيْ بِهٖ وَفَضْلِكَ الَّذِيْ فَضَّلْتَ عَلَيَّ اَنْ تُدْخِلَنِيَ الْجَنَّةَ

আমাকে যে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেছ তার অসিলায়। আমার উপর কৃত তোমার

بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ (كنــز العمال، ٢: ٢٠٧)

অনুগ্রহের অসিলায়। তোমার করুণা, অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও।

(٤٠) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَاَمْرِكَ الْعَظِيْمِ اَنْ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার দয়ালু সত্তা ও মহান হুকুমের

تُجِيْرَنِيْ مِنَ النَّارِ وَالْكُفْرِ وَالْفَقْرِ (كنــز العمال، ٢: ٢٠٧)

অসিলায়। আমাকে জান্নাম, কুফরী ও দারিদ্রতা থেকে রক্ষা করো।

(٤١) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ الْفُجَآءَةِ وَمِنْ لَّدْغَةِ الْحَيَّةِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই হঠাৎ মৃত্যু থেকে। সাপের দংশন থেকে। হিংস্র

وَمِنَ السَّبُعِ وَمِنَ الْغَرَقِ وَمِنَ الْحَرَقِ وَمِنْ اَنْ اَخِرَّ عَلٰى شَيْءٍ

জন্তু থেকে। পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে। আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে। কোনো জিনিসের

وَّمِنَ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ (كنــز العمال، ٢: ٢٠٧)

উপর পড়ে মারা যাওয়া থেকে। সৈন্যদল পালিয়ে যাওয়ার সময় নিহত হওয়া থেকে।

(٤٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا دَآئِمًا وَّهُدًى قَيِّمًا وَّعِلْمًا نَّافِعًا

(كنــز العمال، ٢: ٢٠٨)

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই চিরস্থায়ী ঈমান, সঠিক দিশা ও উপকারী ইলম।

(٤٣) اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِّفَاجِرٍ عِنْدِيْ نِعْمَةً اُكَافِيْهِ بِهَا فِي الدُّنْيَا

হে আল্লাহ! আমার উপর কোনো ফাসেকের অনুগ্রহ রেখো না যার প্রতিদান আমাকে

وَالْاٰخِرَةِ (كنــز العمال، ٢: ٢١١)

দুনিয়া ও আখেরাতে দিতে হবে।

(٤٤) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ خُلُقِيْ وَطَيِّبْ لِيْ كَسْبِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও। আমার

وَقَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَلَا تُذْهِبْ طَلَبِيْ اِلٰى شَيْءٍ صَرَّفْتَهٗ عَنِّيْ

(كنــز العمال، ٢: ٦٨٢)

উপার্জনকে পবিত্র করে দাও। তোমার প্রদত্ত রিযিকের প্রতি আমাকে পরিতুষ্টি দান করো। যে জিনিস আমার থেকে দূরে রেখেছ আমার অন্তরে তার কোনো চাহিদা রেখো না।

(٤٥) اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ

আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহর নামের

وَدِيْنِىْ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰٓى اَهْلِىْ وَمَالِىْ، بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِىْ

বরকত হোক আমার প্রাণ ও আমার দ্বীনের উপর। আল্লাহর নামের বরকত হোক আমার পরিবার ও আমার মালের উপর। আল্লাহর নামের বরকত হোক আমাকে প্রদত্ত আল্লাহর

رَبِّىْ، بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ، بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ،

প্রত্যেক জিনিসে। আল্লাহর নামে যা সর্বোত্তম নাম। আল্লাহর নামে যিনি আসমান ও

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ دَآءٌ، بِسْمِ اللّٰهِ افْتَتَحْتُ وَعَلَى

জমিনের মালিক। আল্লাহর নামে যার বরকতে কোনো রোগ ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহর নামে আমি শুরু করেছি এবং আল্লাহর উপর আমি ভরসা করেছি। আল্লাহই

اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ، اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا، اَللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ

আমার রব। তার সাথে কাউকে আমি শরীক করি না। হে আল্লাহ! আমি তোমার

خَيْرِكَ الَّذِىْ لَا يُعْطِيْهِ غَيْرُكَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا

কল্যাণের অসীলায় প্রার্থনা করি। এমন কল্যাণ যা তুমি ব্যতীত কেউ দান করতে পারে না। তোমার আশ্রয় গ্রহণের মধ্যেই সম্মান রয়েছে। তোমার প্রশংসা মহিমান্বিত। তুমি

اَنْتَ، اِجْعَلْنِىْ فِىْ عِيَاذِكَ وَجِوَارِكَ مِنْ كُلِّ سُوْٓءٍ وَّمِنَ الشَّيْطَانِ

ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমাকে আশ্রয় দান করো সকল অনিষ্ট থেকে এবং

الرَّجِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْتَجِيْرُكَ مِنْ جَمِيْعِ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْتَ

বিতাড়িত শয়তান থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাই তোমার সৃষ্ট সকল

وَاَحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُنَّ وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَىَّ (كنز العمال، ٢: ٢٢١)

জিনিস থেকে। এগুলোর মোকাবেলায় তোমার হেফাযত চাই এবং এই সূরাটি (ঢালস্বরূপ) সম্মুখে রাখছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ○ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ○ وَلَمْ يَكُنْ

বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ

لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○ مِنْ اَمَامِىْ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ

তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। আমার সামনে। আমার পিছনে।

وَمِنْ فَوْقِىْ وَمِنْ تَحْتِىْ

আমার ডানে। আমার বামে। আমার উপরে। আমার নিচে।

(٤٦) خَلَقْتَ رَبَّنَا فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ رَبَّنَا فَقَضَيْتَ وَعَلٰى عَرْشِكَ

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সৃষ্টি করেছ, অতঃপর তা সুবিন্যস্ত করেছ। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাকদীর সৃষ্টি করেছ, অতঃপর সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছ। তুমি

اسْتَوَيْتَ وَاَمَتَّ فَاَحْيَيْتَ وَاَطْعَمْتَ فَاَشْبَعْتَ وَاَسْقَيْتَ فَاَرْوَيْتَ

আরশের উপর সমাসীন হয়েছ। তুমি মৃত্যু দিয়েছ, অতঃপর তুমিই জীবিত করেছ। তুমি আহার করিয়েছ, অতঃপর পরিতৃপ্ত করেছ। তুমি পান করিয়েছ, অতঃপর তৃষ্ণা নিবারণ

وَحَمَلْتَ فِىْ بَرِّكَ وَبَحْرِكَ عَلٰى فُلْكِكَ وَعَلٰى دَوَآبِّكَ وَعَلٰٓى اَنْعَامِكَ

করেছ। তুমি স্থল ও জলে জাহাজ, পশু ও জন্তুর উপর আরোহণ করিয়েছ। আমাকে

فَاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ وَلِيْجَةً وَّاجْعَلْ لِّىْ عِنْدَكَ زُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ

তোমার দরবারে অন্তরঙ্গরূপে কবুল করো। তোমার দরবারে আমাকে নৈকট্য এবং উত্তম

وَّاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يَّخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا لِقَآئَكَ

স্থান দান করো। আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা তোমার সামনে দাড়ানো ও

وَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ يَّتُوْبُ اِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّاَسْئَلُكَ عَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

তোমার শাস্তিকে ভয় পায় এবং তোমার সাক্ষাতের আশাবাদী। আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো যারা তোমার নিকট খাঁটি তওবা করে। আমি তোমার কাছে চাই মাকবুল আমল।

وَّعَمَلًا نَّجِيْحًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ (كنز العمال، ٢: ٢٢٣)

সঠিক ইলম। গ্রহণযোগ্য চেষ্টা এবং লাভবান ব্যবসা।

(٤٧) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اُشْهِدُكَ بِمَا شَهِدْتَّ بِهٖ عَلٰى نَفْسِكَ وَشَهِدَتْ بِهٖ

হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষি রাখছি যে (তাওহীদের) বিষয়ে তুমি নিজে সাক্ষ্য

مَلٰٓئِكَتُكَ وَاَنْبِيَآءُكَ وَاُولُوا الْعِلْمِ وَمَنْ لَّمْ يَشْهَدْ بِمَا شَهِدْتَّ بِهٖ

দিয়েছ। তোমার সকল ফেরেশতা, নবীগণ ও জ্ঞানীরা সাক্ষ্য দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি

فَاكْتُبْ شَهَادَتِيْ مَكَانَ شَهَادَتِهٖ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

তোমার সাক্ষ্য দেয়া বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়নি তাহলে তার সাক্ষ্যের পরিবর্তে আমার সাক্ষ্য

تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ فِكَاكَ رَقَبَتِيْ

লিখে দাও। তুমি শান্তিদাতা। শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই আসে। হে সম্মান ও মর্যাদার

مِنَ النَّارِ (كنز العمال، ٢: ٦٤١)

মালিক! হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।

(٤٨) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ (الترمذى، ١: ١٩٢)

হে আল্লাহ! মৃত্যুর কষ্ট ও যন্ত্রণার সময় আমাকে সাহায্য করো।

(٤٩) اٰخِرُ دُعَآئِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ''اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ দু'আ ছিল ঃ "হে আল্লাহ!

وَارْحَمْنِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى'' (البخارى، ٢: ٨٤٧)

আমাকে ক্ষমা করো। আমার প্রতি দয়া করো। আর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে মিলিত করো।"

(٥٠) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى

পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে

الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الصافات: ١٨٠-١٨٢)

তা থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।

خَاتِمَةٌ فِيْ اَلْفَاظِ الصَّلَاةِ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

শেষ মনযিলটি হলো সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ

وَاَفْضَلُهَا مَا وَرَدَ عَقِيْبَ التَّشَهُّدِ

সম্পর্কে। দুরূদসমূহের সর্বোত্তম দুরূদ হলো যা নামাযে তাশাহুদের পর পড়া হয়।

— ৭ —

সপ্তম মনযিল (শুক্রবার)

اَلْمَنْزِلُ السَّابِعُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! বরকত

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ বরকত নাযেল করেছ ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর।

وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (البخارى، ١: ٤٧٧)

নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

(٢) اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

ও তাঁর পরিবারের উপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! স্নেহশীল হও

اَللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর,

تَحَنَّنْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

যেরূপ স্নেহশীল হয়েছ ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি

اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর, যেরূপ শান্তি বর্ষণ করেছ ইবরাহীম আ.

سَلَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(كنــز العمال، ٢: ٢٧٢)

ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

(٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ

হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করো আমাদের নেতা উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ

ওয়া সাল্লাম, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মুমিনীন, তাঁর সন্তান ও পরিবারের উপর,

اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا

যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। আর বরকত নাযেল করো আমাদের নেতা উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ, তাঁর সন্তান ও পরিবারের উপর, যেরূপ বরকত নাযেল

مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

করেছ ইবরাহীম আ. ও সারা বিশ্বে তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি

وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (ابوا داود، ١: ١٤١)

প্রশংসিত ও সম্মানিত।

(٤) اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسند احمد، ٥: ٨٠)

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেয়ামতের দিন তোমার নিকটবর্তী স্থান দান করো।

(٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِ

হে আল্লাহ! রহমত, বরকত ও অনুগ্রহ নাযেল করো রসূলদের সর্দার, মুত্তাকীদের ইমাম,

الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى

সর্বশেষ নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তোমার বান্দা

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَآئِدِ الْخَيْرِ

ও রসূল, কল্যাণের ইমাম, কল্যাণের নেতা এবং রহমতের রসূল এর উপর। হে আল্লাহ!

وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا يَّغْبِطُهٗ بِهِ الْاَوَّلُوْنَ

তাঁকে ওই মাকামে মাহমূদ দান করো যা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে ঈর্ষা

وَالْاٰخِرُوْنَ (ابن ماجه، ص ٦٥)

করবে।

(٦) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

হে আল্লাহ! রহমত, অনুগ্রহ ও বরকত নাযেল করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰٓى

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ তুমি নাযেল করেছ

اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مسند احمد، ٦: ٤٨٤)

ইবরাহীম আ. ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

(٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبْلِغْهُ

হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ করো আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

الْوَسِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِى

এর উপর এবং তাঁকে অসিলা ও জান্নাতের সমুচ্চ মর্যাদা দান করো। হে আল্লাহ!

الْمُصْطَفِيْنَ مَحَبَّتَهٗ وَفِى الْمُقَرَّبِيْنَ مَوَدَّتَهٗ وَفِى الْاَعْلَيْنَ ذِكْرَهٗ

তোমার নির্বাচিত বান্দারের মাঝে তার ভালোবাসা ও তোমার নিকটবর্তী বান্দাদের মাঝে তাঁর বন্ধুত্ব ছড়িয়ে দাও। উঁচু মর্তবাবানদের মাঝে তাঁর আলোচনা চালু করে দাও। তাঁর

وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (القول البديع، ص ١٠٦)

উপর তোমার শান্তি, রহমত ও বরকত নাযেল করো।

(٨) اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوْكَاتِ وَجَبَّارَ الْقُلُوْبِ

হে আল্লাহ! ভূমি সমতলকারী! উঁচু আসমান সৃষ্টিকারী! হে অন্তরসমূহকে তার শক্ত ও

عَلٰى فِطْرَتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيْدِهَا اجْعَلْ شَرَآئِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ

নরম স্বভাবের উপর চালনাকারী! নাযেল করো তোমার মহৎ ও বিশেষ রহমত, প্রসারিত

بَرَكَاتِكَ وَرَاْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

বরকত এবং তোমার মহৎ অনুগ্রহ আমাদের নেতা, তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ

عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَآ اُغْلِقَ وَالْمُعْلِنِ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। যিনি নবুওয়াতের সমাপ্তকারী। বন্ধ কল্যাণ

الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ

উন্মোচনকারী। হক প্রকাশকারী। বাতেলের সৈন্যদেরকে ছিন্নকারী। যেমন তাঁকে দায়িত্ব

بِاَمْرِكَ لِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِيْ مَرْضَاتِكَ بِغَيْرِ نِكْلٍ عَنْ قَدَمٍ وَّلَا

দেওয়া হয়েছে তিনি তোমার আদেশে তাদের ছিন্ন করতে প্রস্তুত হয়েছে। তোমার সন্তুষ্টি

وَهْنٍ فِيْ عَزْمٍ وَّاعِيًا لِّوَحْيِكَ حَافِظًا لِّعَهْدِكَ مَاضِيًا عَلٰى نَفَاذِ

অর্জনে বিরতহীন পায়ে দ্রুতগামী। নেই সংকল্পে কোনো অলসতা। তোমার অহী হেফাযতকারী ও তোমার ওয়াদা সংরক্ষণকারী। তোমার হুকুম বাস্তবায়নকারী। তিনি

اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِّقَابِسِ الْاٰءِ اللّٰهِ تَصِلُ بِاَهْلِهَا اَسْبَابُهٗ، بِهٖ

আলো অনুসন্ধানীদের জন্য ইসলামের দিশারী আলোকিত করেছেন। যাতে এর কারণে আল্লাহর নেয়ামত উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যায়। অন্তরসমূহ ফেতনা ও গুনাহে

هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْاِثْمِ وَابْهَجَ مُوْضِحَاتِ

জড়িত হওয়ার পর তাঁর অসিলায় হেদায়েত পেয়েছে। তিনি আলোকিত করেছেন

الْاَعْلَامِ وَمُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ وَنَآئِرَاتِ الْاَحْكَامِ فَهُوَ اَمِيْنُكَ

নির্দশনসমূহ, ইসলামের আলামাতসমূহ ও আলোকিত বিধানসমূহ। তিনি তোমার বড়

الْمَاْمُوْنُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ

আমানতদার। তোমার গুপ্ত ইলমের পাহারাদার। কেয়ামতের দিন তোমার সাক্ষি। তিনি

وَبَعِيْثُكَ بَعْثَةً وَّرَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ مَفْسَحًا

তোমার প্রেরিত এবং তোমার সত্য রসূল ও পরিপূর্ণ রহমত। হে আল্লাহ! তোমার

فِيْ عَدْنِكَ وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ، مُهَنَّاٰتٍ لَّهٗ غَيْرَ

জান্নাতে তাঁর স্থানকে প্রশস্ত করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তাঁকে দ্বীগুণ উত্তম প্রতিদান

مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ وُّفُوْرِ ثَوَابِكَ الْمَضْنُوْنِ، وَجَزِيْلِ عَطَآئِكَ

দাও। যা তাঁকে খুশি করবে, মনোমালিন্য করবে না। এসব তোমার বিশেষ প্রতিদান ও

الْمَخْزُوْنِ، اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلٰى بِنَآءِ الْبَانِيْنَ بِنَآءَهٗ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ

তোমার কাছে সংরক্ষিত পুরস্কার। হে আল্লাহ! সবার মর্যাদার উপর তাঁর মর্যাদা সমুচ্চ

لَدَيْكَ وَنُزُلَهٗ وَاَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَاجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ لَهٗ مَقْبُوْلَ

করে দাও। তোমার দরবারে তাঁর মর্তবা উঁচু করে দাও। তাঁকে উত্তম মেহমানদারী করো। তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। তোমার নিকট উঠিয়ে তাঁকে উত্তম প্রতিদান

الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَّخُطَّةِ فَصْلٍ وَّحُجَّةٍ

দাও। তাঁর সাক্ষ্য (শাফাআত) কবুল করো। তাঁর কথাবার্তা তোমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী করে দাও। তাঁকে ন্যায়পরায়ন, হক ও বাতেলের মাঝে পার্থক্যকারী ও মজবুত দলীল

وَّبُرْهَانٍ عَظِيْمٍ (كنز العمال، ٢: ٢٧٠)

বানাও।

(٩) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا سَامِعِيْنَ مُطِيْعِيْنَ وَاَوْلِيَآءَ مُخْلِصِيْنَ وَرُفَقَآءَ

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার হুকুম শ্রবণকারী, তোমার আনুগত্যশীল, পরস্পরে

مُصَاحِبِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ

(مصنف ابن ابی شیبة، ٧: ٨٢)

আন্তরিক বন্ধু ও উত্তম সাথী বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি শান্তি এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি শান্তি নাযেল করো।

(١٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ

হে আল্লাহ! আমাদের সরদার ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তোমার মাখলুক যত দুরূদ পাঠ করে আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর সে পরিমাণ

مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ كَمَا تَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ

রহমত নাযেল করো। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যেমনটি তিনি আমাদের থেকে পাওয়ার যোগ্য। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ كَمَا اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ (كنز العمال، ٢: ٢٦٦)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বিশেষ রহমত নাযেল করো যেমন তুমি আমাদেরকে তার প্রতি দুরূদ পাঠোর আদেশ করেছ।

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ صَلَوَاتِكَ شَيْءٌ

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তোমার পরিপূর্ণ রহমত

وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ وَّسَلِّمْ عَلٰى

নাযেল করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তোমার পরিপূর্ণ

مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا حَتّٰى لَا

বরকত নাযেল করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তোমার পরিপূর্ণ শান্তি বর্ষণ করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পরিপূর্ণ

يَبْقٰى مِنْ رَّحْمَتِكَ شَيْءٌ

অনুগ্রহ করো।

(١٢) جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ

(كنز العمال، ٢: ٢٣٤)

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে তাঁর শান মোতাবেক প্রতিদান দান করো।

(١٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ، وَصَلِّ عَلٰى جَسَدِ

হে আল্লাহ! সমস্ত রূহের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহের উপর বিশেষ রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! সমস্ত শরীরের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ، وَصَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ (القول البديع، ص ١١٦)

ওয়া সাল্লাম এর শরীরের উপর বিশেষ রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! সমস্ত কবরের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের উপর বিশেষ রহমত নাযেল করো।

(١٤) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর সমস্ত ফেরেশতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا، لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ

উপর দুরূদ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ

اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ

করো। হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমি হাজির, তোমার দ্বীনের সহযোগিতা করছি। বড় দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযেল হোক। নৈকট্যপ্রাপ্ত

وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

ফেরেশতাদের, নবীগণের, সিদ্দীকীনদের, শহীদদের এবং নেক লোকদের পক্ষ থেকে খাস রহমত অবতীর্ণ হোক। হে জগতসমূহের পালনকর্তা! প্রত্যেক তাসবীহ পাঠকারীর

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

পক্ষ থেকে খাস রহমত অবতীর্ণ হোক আমাদের সরদার মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ,

وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ

নবুওয়াতের সমাপ্তকারী, রসূলগণের সরদার, মুত্তাকীদের ইমাম, জগতসমূহের রবের রসূল, সাক্ষি, সুসংবাদদাতা, তোমার নির্দেশে তোমার দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জল

اِلَيْكَ بِاِذْنِكَ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيْرِ، وَعَلَيْكَ السَّلَامُ (القول البديع، ص ١٢١)

চেরাগ এর উপর এবং তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

(١٥) اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدِنِ الْكُبْرٰى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে মহৎ শাফাআত

وَاَعْطِهٖ سُؤْلَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى كَمَآ اٰتَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى

(مصنف عبد الرزاق، ٢: ٢١١)

কবুল করো। তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দাও। আখেরাত ও দুনিয়ায় তাঁর সমস্ত চাহিদা পূরণ করো যেমন তুমি ইবরাহীম ও মূসা আ. কে দান করেছ।

(١٦) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا مِّنْ اَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ كَرَامَةً

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তোমার দরবারে সবচেয়ে বড়

وَّمِنْ اَرْفَعِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَّمِنْ اَعْظَمِهِمْ عِنْدَكَ خَطَرًا وَّمِنْ

সম্মানিত বান্দা বানিয়ে দাও। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও বড় ইজ্জতওয়ালা বানিয়ে

اَمْكَنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً. اَللّٰهُمَّ اَتْبِعْهُ مِنْ اُمَّتِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ مَا تَقِرُّ

দাও। তোমার নিকট তাঁর সুপারিশ সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য করে দাও। হে আল্লাহ! তাঁর উম্মত ও সন্তানদের মধ্যে এত বেশি অনুগত সৃষ্টি করো যার দ্বারা তাঁর চোখ শীতল

بِهٖ عَيْنُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَاجْزِ

হবে। আমাদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করো যা তুমি কোনো নবীকে

الْاَنْبِيَآءَ كُلَّهُمْ خَيْرًا وَّسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছ। সমস্ত নবীদেরকে উত্তম প্রতিদান দাও। সকল রসূলগণের উপর শান্তি বর্ষণ করো। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের

الْعَالَمِيْنَ (القول البديع، ص ١٢٢)

প্রতিপালক।

(١٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ

হে আল্লাহ! তোমার রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَمُحِبِّيْهِ وَاَتْبَاعِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ

উপর, তাঁর পরিবার, তাঁর সাথীগণ, তাঁর সন্তান-সন্ততি, তাঁর ঘরওয়ালা, তাঁর বংশধর, তাঁর প্রিয়জন, তারঁ অনুসারী, পুরো জামাআতের উপর এবং তাদের সাথে আমাদের

اَجْمَعِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (القول البديع، ص ١٢٢)

সকলের উপরও। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু!

(١٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّلْأَ الدُّنْيَا وَمِلْأَ الْاٰخِرَةِ وَبَارِكْ عَلٰى

হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখেরাত ভর্তি বিশেষ রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। দুনিয়া ও আখেরাত ভর্তি বরকত দান করো মুহাম্মাদ

مُحَمَّدٍ مِّلْأَ الدُّنْيَا وَمِلْأَ الْاٰخِرَةِ وَارْحَمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّلْأَ الدُّنْيَا

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। দুনিয়া ও আখেরাত ভর্তি অনুগ্রহ করো মুহাম্মাদ

وَمِلْأَ الْاٰخِرَةِ (القول البديع، ص ١٢٢)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

(١٩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ يَآ اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا جَارَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! হে দয়ালু! হে মেহেরবান! হে

الْمُسْتَجِيْرِيْنَ يَآ اَمَانَ الْخَآئِفِيْنَ يَا عِمَادَ مَنْ لَّا عِمَادَ لَهٗ يَا سَنَدَ

আশ্রয় গ্রহণকারীদের আশ্রয়স্থল! হে ভীতদের নিরাপত্তা! হে দুঃস্থদের সাহায্যকারী! হে

مَنْ لَّا سَنَدَ لَهٗ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهٗ يَا حِرْزَ الضُّعَفَآءِ يَا كَنْزَ

অসহায়দের ভরসা! হে নিঃস্বদের সম্পদ! হে দুর্বলদের রক্ষকারী! হে দরিদ্রদের

الْفُقَرَآءِ يَا عَظِيْمَ الرَّجَآءِ يَا مُنْقِذَ الْهَلْكٰى يَا مُنْجِيَ الْغَرْقٰى يَا

খাজানা! হে আশা-আকাঙ্খার মহা স্থল! হে ধ্বংস থেকে রক্ষকারী! হে ডুবন্তের

مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا جَبَّارُ يَا مُنِيْرُ اَنْتَ الَّذِيْ

উদ্ধারকারী! হে অনুগ্রহকারী! হে উত্তম আচরণকারী! হে নেয়ামতদাতা! হে দয়াবান! হে

سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَضَوْءُ النَّهَارِ وَشُعَاعُ الشَّمْسِ وَنُوْرُ الْقَمَرِ

শক্তিশালী! হে আলো দানকারী! তোমাকে সেজদা করেছে রাতের অধার ও দিনের

وَخَفِيْقُ الشَّجَرِ وَدَوِيُّ الْمَآءِ يَآ اَللّٰهُ اَنْتَ اللّٰهُ لَا شَرِيْكَ لَكَ

আলো, সূর্যের কিরণ ও চাদের আলো এবং গাছের আওয়াজ ও পানির গুঞ্জন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি,

اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ

(القول البديع، ص ١٢٣)

তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারে উপর বিশেষ রহমত নাযেল করো।

(٢٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ

হে আল্লাহ! পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে এবং ফেরেশতাদের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

وَالْاٰخِرِيْنَ وَفِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ (القول البديع، ص ١٢٤)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর কেয়ামত পর্যন্ত বিশেষ রহমত নাযেল করো।

(٢١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ

হে আল্লাহ! তোমার পছন্দ ও তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

وَتَرْضٰى لَهٗ (القول البديع، ص ١٢٥)

ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত নাযেল করো।

(٢٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর এমন

رِضًا وَّلِحَقِّهٖٓ اَدَآءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ

রহমত নাযেল করো যা তোমার সন্তুষ্টি ও তোমার হক আদায়ের মাধ্যম হবে। তাঁকে দান করো অসিলা ও মাকামে মাহমূদ তুমি যার ওয়াদা দিয়েছ। আমাদের পক্ষ থেকে

وَعَدَّتَهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّآ اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا

তাঁকে তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী প্রতিদান দান করো। কোনো নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে যে প্রতিদান দিয়েছ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পক্ষ

عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَآ

থেকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দাও। তাঁর সমস্ত নবীভ্রাতা ও নেকলোকদের প্রতিও

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (القول البديع، ص ١٢٥)

বিশেষ রহমত নাযেল করো। হে সবচেয়ে বড় দয়ালু!

(٢٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْاَوَّلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى

হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর

الْاٰخِرِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى النَّبِيّٖنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى

পূর্ববর্তীদের মাঝে। রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পরবর্তীদের মাঝে। রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

الْمُرْسَلِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْمَلَاِ الْاَعْلٰٓى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ،

এর উপর নবীদের মাঝে। রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রসূলদের মাঝে। রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মর্যাদাবান ফেরেশতাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত। হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرْضٰى وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ۢ بَعْدَ الرِّضَا

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো তোমার সন্তুষ্ট

وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَبَدًا اَبَدًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَ

হওয়া পর্যন্ত, তোমার সন্তুষ্টির পরেও এবং সর্বকালের জন্য। হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেমন তুমি তাঁর উপর দুরূদ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ

পাঠের আদেশ করেছ। রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেমন তুমি পছন্দ কর তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করা হোক। রহমত নাযেল করো

عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَرَدْتَّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যেমন তুমি চাও তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করা হোক। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত

عَدَدَ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ رِّضَآءَ نَفْسِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

নাযেল করো তোমার সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো তোমার সন্তুষ্টি মোতাবেক। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

زِنَةَ عَرْشِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِىْ لَا تَنْفَدُ، اَللّٰهُمَّ

ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো আরশের ওজন সমপরিমাণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো ওই কালেমার কালি

وَاَعْطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضْلَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ،

বরাবর যা কখনও শেষ হবে না। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করো অসিলা, মর্যাদা, ফযীলত ও উঁচু মর্তবা। হে আল্লাহ! শক্তিশালী

اَللّٰهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهٗ وَاَفْلِجْ حُجَّتَهٗ وَاَبْلِغْ مَاْمُوْلَهٗ فِيْٓ اَهْلِ بَيْتِهٖ

করো তাঁর দলীল। শক্তিশালী করো তাঁর নবুওয়াতের দলীল। তাঁর পরিবার-পরিজন ও

وَاُمَّتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَاْفَتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰى

উম্মত সম্পর্কীয় তাঁর আশা পূরণ করো। হে আল্লাহ! নাযেল করো তোমার রহমত,

مُحَمَّدٍ حَبِيْبِكَ وَصَفِيِّكَ وَعَلٰٓى اَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ،

বরকত, মেহেরবানী ও অনুগ্রহ তোমার প্রিয় ও নির্বাচিত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ۢ بِاَفْضَلِ مَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারের উপর। হে আল্লাহ! মাখলুকের উপর যে রহমত নাযেল করেছ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রহমত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ مِّثْلَ ذٰلِكَ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا مِّثْلَ ذٰلِكَ، اَللّٰهُمَّ

সাল্লাম এর উপর নাযেল করো। তদ্রূপ বরকত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى اللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى النَّهَارِ اِذَا

উপর সে পরিমাণ দয়াও করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো রাতে যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযের করো দিনে যখন আলো ছড়িয়ে পড়ে।

تَجَلّٰى وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

দুনিয়া ও আখেরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পরিপূর্ণ রহমত

مُحَمَّدِنِ الصَّلَاةَ التَّآمَّةَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الْبَرَكَةَ التَّآمَّةَ وَسَلِّمْ

নাযেল করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পরিপূর্ণ বরকত

عَلٰى مُحَمَّدِنِ السَّلَامَ التَّآمَّ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اِمَامِ الْخَيْرِ

নাযেল করো। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর পরিপূর্ণ শান্তি নাযেল করো। হে আল্লাহ! কল্যাণের ইমাম, কল্যাণের রাহবার ও রহমতের নবী মুহাম্মাদ

وَقَآئِدِ الْخَيْرِ وَرَسُوْلِ الرَّحْمَةِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ اَبَدَ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সর্বদা রহমত নাযেল করো। মুহাম্মাদ

الْاٰبِدِيْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ دَهْرَ الدَّاهِرِيْنَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর সর্বকালে রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ!

مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْاَبْطَحِيِّ التِّهَامِيِّ الْمَكِّيِّ

উম্মি নবী কুরায়শী, হাশেমী, মক্কার বাতহা ও তিহামায় অবস্থানকারী, মুকুট ও

صَاحِبِ التَّاجِ وَالْهِرَاوَةِ وَالْجِهَادِ وَالْكَرَامَةِ وَالْمَغْنَمِ وَالْمَقْسَمِ

লাঠিধারী, জিহাদ ও সম্মানওয়ালা, গনীমতের মালওয়ালা, নেকী ও ফায়দা বণ্টনকারী,

صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْمِيَرِ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالْاٰيَاتِ

সেনা ও দানের অধিকারী, নিদর্শন ও মুজিযার অধিকারী, প্রকাশ্য আলামতবাহী, বিশেষ

الْمُعْجِزَاتِ وَالْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ وَالْمَقَامِ الْمَشْهُوْدِ وَالْحَوْضِ

স্থানের অধিকারী, হাওজে কাউসারের অধিকারী যেখানে পুরো উম্মত একত্রিত হবে,

الْمَوْرُوْدِ وَالشَّفَاعَةِ وَالسُّجُوْدِ لِلرَّبِّ الْمَحْمُوْدِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

শাফায়াতকারী এবং মাকামে মহমূদে সেজদাকারী এর উপর রহমত নাযেল করো। হে

مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ ۢ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ

আল্লাহ! রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তাদের সংখ্যা পরিমাণ যারা তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করেছে এবং তাদের সংখ্যা পরিমাণ

يُصَلِّ عَلَيْهِ (القول البديع، ص ١٢٧)

যারা তাঁর উপর দুরূদ পাঠ করেনি।

(٢٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْٓ اَشْرَقَتْ بِنُوْرِهٖ

হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যার নূরের বরকতে অন্ধকার আলোকিত হয়েছে। হে আল্লাহ!

الظُّلَمُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّكُلِّ

আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যাকে সকল উম্মতের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছ। হে আল্লাহ! আমাদের সরদার

الْاُمَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمُخْتَارِ لِلسِّيَادَةِ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যিনি লাওহে

وَالرِّسَالَةِ قَبْلَ خَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

মাহফুয ও কলম সৃষ্টির পূর্বেই নেতৃত্ব ও রেসালাতের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। হে

مُحَمَّدِنِ الْمَوْصُوْفِ بِاَفْضَلِ الْاَخْلَاقِ وَالشِّيَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

আল্লাহ! উত্তম চরিত্র ও স্বভাবের অধিকারী আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْمَخْصُوْصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَخَوَاصِّ الْحِكَمِ،

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! ব্যাপক অর্থবহ ব্যাকের ও বিশেষ হেকমতের অধিকারী আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ كَانَ لَا تُنْتَهَكُ فِىْ مَجَالِسِهٖ

ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো। হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যার মজলিসে কারও

الْحُرُمُ وَلَا يُفْضِىْ عَنْ مَّنْ ظَلَمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ

মানহানি করা হতো না। আর যিনি জালেমের প্রতি মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত

الَّذِىْ كَانَ اِذَا مَشٰى تُظِلُّهُ الْغَمَامَةُ حَيْثُ مَا يَمَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

নাযেল করো যিনি যেখানেই যেতেন তার উপর মেঘমালা ছায়া বেষ্টন করত। হে

سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ وَكَلَّمَهُ الْحَجَرُ وَاَقَرَّ

আল্লাহ! রহমত নাযেল করো আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যার জন্য চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, যার সাথে পাথর কথা বলেছিল এবং যার

بِرِسَالَتِهٖ وَصَمَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الَّذِىْٓ اَثْنٰى

রিসালাত স্বীকার ও হেফাযত করেছিল। হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যার প্রতি অতীতের কাজে

عَلَيْهِ رَبُّ الْعِزَّةِ رِضًا فِىْ سَالِفِ الْقَدَمِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং রববুল ইজ্জত তাঁর প্রশংসা করেছেন। হে আল্লাহ! আমাদের সরদার

مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ صَلّٰى عَلَيْهِ رَبُّنَا فِىْ مُحْكَمِ كِتَابِهٖ وَاَمَرَ اَنْ يُّصَلّٰى

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যার প্রতি আমাদের রব তাঁর মজবুত কিতাবে দুরূদ প্রেরণ করেছেন। আর তাঁর প্রতি দুরূদ ও

عَلَيْهِ وَيُسَلَّمَ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ مَا

সালাম পাঠ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযেল হোক আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবা ও তাঁর

انْهَلَّتِ الدِّيَمُ وَمَا جُرَّتْ عَلَى الْمُذْنِبِيْنَ اَذْيَالَ الْكَرَمِ وَسَلَّمَ

স্ত্রীগণের উপর যতক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপীদের উপর ক্ষমার আঁচল

تَسْلِيْمًا وَّشَرَّفَ وَكَرَّمَ (القول البديع، ص ١٢٩)

বেষ্টন করা থাকে। শান্তি বর্ষণ করো। তাকে সম্মানিত করো ও ইজ্জত দান করো।

(٢٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهٗ

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো যার নূর সবকিছুর আগে সৃষ্টি করা হয়েছে। যার আগমন জগতসমূহের জন্য রহমত।

وَالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُوْرُهٗ عَدَدَ مَنْ مَّضٰى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ

যত মাখলুক বিগত হয়েছে, যত মাখলুক আসবে, তাদের মধ্যে যত মাখলুক নেককার ও যত মাখলুক বদকার তাদের সমপরিমাণ এবং অসংখ্য রহমত নাযেল করো যা সমস্ত

وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيْطُ

সীমা ও সংখ্যাকে বেষ্টন করবে। যার কোনো শেষ নেই। যার কোনো সমাপ্তি নেই। যার

بِالْحَدِّ صَلَاةً لَّا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَآءَ وَلَآ اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَآءَ صَلَاةً

কোনো সীমা নেই। যার কোনো অবসান নেই। এমন রহমত যা তোমার স্থায়ীত্বের সাথে

دَآئِمَةً بِدَوَامِكَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ كَذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى ذٰلِكَ

(القول البديع، ص ١٣٠)

স্থায়ী এবং তাঁর পরিবার ও সাথীদের উপর অনুরূপ রহমত বর্ষণ করো। এ বিষয়ে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

(٢٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى

হে আল্লাহ! আমাদের সরদার, তোমার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত নাযেল করো। সমস্ত মুমিন নর-নারী ও মুসলমান নর-নারীর

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (مسند ابى يعلى، ص ٣٠٦)

উপরও রহমত নাযেল করো।

(٢٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَهَبْ لَنَا، اَللّٰهُمَّ

হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারের উপর এবং আমাদেরকেও দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হালাল,

ارْزُقْنَا مِنْ رِّزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ مَا تَصُوْنَ بِهٖ وُجُوْهَنَا

পবিত্র ও বরকতময় রিযিক দান করো যার দ্বারা আমাদের হেফাযত করবে তোমার

عَنِ التَّعَرُّضِ اِلٰٓى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَآ اِلَيْكَ طَرِيْقًا

কোনো মাখুলেকের কাছে চাওয়া থেকে। হে আল্লাহ! তোমার পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা সহজ

سَهْلًا مِّنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَّلَا نَصَبٍ وَّلَا مِنَّةٍ وَّلَا تَبِعَةٍ وَجَنِّبْنَا اَللّٰهُمَّ

করে দাও যেন তাতে কোনো ক্লান্তি, কষ্ট ও খারাপ পরিণাম না থাকে। হে আল্লাহ!

الْحَرَامَ حَيْثُ كَانَ وَاَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ

যেখানে, যে অবস্থায় এবং যার কাছে থাকুক সর্বাস্থায় আমাদেরকে হারাম থেকে দূরে রাখো। আমাদের ও তাদের মাঝে (যাদের কাছে হারাম রয়েছে) অন্তরায় হয়ে যাও।

اَهْلِهٖ وَاقْبِضْ عَنَّآ اَيْدِيَهُمْ وَاصْرِفْ عَنَّا قُلُوْبَهُمْ حَتّٰى لَا نَتَقَلَّبَ

তাদের হাতকে আমাদের থেকে সরিয়ে রাখো। আর আমাদের থেকে তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দাও। যাতে আমরা শুধু তোমার সন্তোষজনক কাজ করতে পারি এবং তোমার

اِلَّا فِيْمَا يُرْضِيْكَ وَلَا نَسْتَعِيْنَ بِنِعْمَتِكَ اِلَّا عَلٰى مَا تُحِبُّ يَآ اَرْحَمَ

নেয়ামত দ্বারা শুধু তোমার পছন্দনীয় কাজে সাহায্য নিতে পারি। হে সবচেয়ে বড়

الرَّاحِمِيْنَ (القول البديع، ص ٢٧٢)

দয়ালু!

(٢٨) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْاَلَتِكَ وَبِاَحَبِّ اَسْمَآئِكَ اِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সবচেয়ে উত্তম দু'আর অসিলায়। তোমার সবচেয়ে পছন্দনীয় ও উত্তম নামসমূহের অসিলায়। আর এ অসিলায় যে, তুমি মুহাম্মাদ

وَاَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের নবী বানিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْقَذْتَنَا بِهٖ مِنَ الضَّلَالَةِ وَاَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

করেছ। তাঁর অসিলায় আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেফাযত করেছ। তাঁর প্রতি আমাদেরকে দুরূদ পাঠ করার আদেশ করেছ। তাঁর প্রতি আমাদের দুরূদ পাঠকে

وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ دَرَجَةً وَّكَفَّارَةً وَّلُطْفًا وَّمَنًّا مِّنْ اَعْطَآئِكَ

মর্যাদা, গুনাহর কাফ্ফারা এবং তোমার পক্ষ থেকে দান ও অনুগ্রহের মাধ্যম বানিয়েছ।

فَادْعُوْكَ تَعْظِيْمًا لِّاَمْرِكَ وَاتِّبَاعًا لِّوَصِيَّتِكَ وَتَنْجِيْزًا لِّمَوْعِدِكَ بِمَا

সুতরাং আমি তোমার কাছে চাই তোমার হুকুমের সম্মান, তোমার আদেশের অনুসরণ, তোমার ওয়াদা পূরণ করার তাওফীক যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

يَجِبُ لِنَبِيِّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فِيْ اَدَآءِ حَقِّهٖ قِبَلَنَا

হক আদায় করার জন্য আমাদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছ। তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ

وَاَمَرْتَ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَرِيْضَةً افْتَرَضْتَهَا عَلَيْهِمْ

করা বান্দার উপর ফরজ করে দিয়েছ। সুতরাং আমি তোমার কুদরতী চেহারার বড়ত্ব ও

فَنَسْئَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُوْرِ عَظْمَتِكَ اَنْ تُصَلِّيَ اَنْتَ

তোমার মহত্বের নূরের অসিলায় প্রার্থনা করছি যে, তুমি ও তোমার সমস্ত ফেরেশতাগণ

وَمَلٰٓئِكَتُكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ اَفْضَلَ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করো যিনি তোমার বান্দা, তোমার রসূল, তোমার নবী এবং তোমার নির্বাচিত ব্যক্তি। তোমার বান্দাদের

مَا صَلَّيْتَ بِهٖ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ

উপর যে রহমত বর্ষণ করেছ তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রহমত বর্ষণ করো। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত

ارْفَعْ دَرَجَتَهٗ وَاَكْرِمْ مَقَامَهٗ وَثَقِّلْ مِيْزَانَهٗ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهٗ وَاَفْلِجْ

ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দাও। তাঁর অবস্থান সম্মানিত করে দাও। তাঁর আমলনামা ভারী করে দাও। তাঁর সাওয়াব বৃদ্ধি করে দাও। তাঁর দলীল

حُجَّتَهٗ وَاَظْهِرْ مِلَّتَهٗ وَاَضِئْ نُوْرَهٗ وَاَدِمْ كَرَامَتَهٗ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ

প্রকাশ করে দাও। তাঁর দ্বীনকে জয়ী করে দাও। তাঁর নূরকে উজ্জ্বল করে দাও। তাঁর মহত্ব স্থায়ী করে দাও তাঁর সন্তান-সন্ততি ও তাঁর পরিবারের মধ্যে। যার দরুন তাঁর

بَيْتِهٖ مَا تَقِرُّ بِهٖ عَيْنُهٗ وَعَظِّمْهُ فِي النَّبِيِّيْنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا قَبْلَهٗ.

চোখ শীতল হবে এবং তাঁকে পূর্ববর্তী নবীগণের মাঝে সম্মানিত করে দাও। হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَكْثَرَ النَّبِيِّيْنَ تَبَعًا وَّاَكْثَرَهُمْ اَزْرًا

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করো নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়

وَاَفْضَلَهُمْ كَرَامَةً وَّنُوْرًا وَّاَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَّاَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ

উম্মত, সবচেয়ে বেশি সহযোগী, সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও নূর, সর্বোচ্চ মর্যাদা, জান্নাতে

مَنْزِلًا وَّاَزْيَدَهُمْ ثَوَابًا وَّاَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَّاَثْبَتَهُمْ مَّقَامًا

সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত স্থান, সবচেয়ে বেশি সাওয়াব, সবচেয়ে নিকটবর্তী মজলিস,

وَّاَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَّاَنْجَحَهُمْ مَّسْاَلَةً وَّاَوْفَرَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيْبًا

সবচেয়ে মজবুত অবস্থান, সবচেয়ে সঠিক ভাষা, চাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সফলতা,

وَّاَقْوَاهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً وَّاَنْزِلُهٗ فِيْ اَعْلٰى غُرَفِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ

তোমার নিকট থেকে অংশপ্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ, তোমার নিকট যা কিছু আছে সে বিষয়ে অধিক আগ্রহ এবং তাঁকে প্রবেশ করাও জান্নাতুল ফেরদাউসের

الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَآئِلٍ وَّاَنْجَحَ

বালাখানায় ও সমুচ্চ মর্যাদাশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বানাও সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। চাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক

سَآئِلٍ وَّاَوَّلَ شَافِعٍ وَّاَفْضَلَ مُشَفَّعٍ وَّشَفِّعْهُ فِيْ اُمَّتِهٖ شَفَاعَةً

সফলকাম। সর্বপ্রথম সুপারিশকারী। যাদের সুপারিশ কবুল করবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তাঁর উম্মতের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল করো যা নিয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

يَّغْبِطُهٗ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ. وَاِذَا مَيَّزْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ لِفَصْلِ

নবীগণ ঈর্ষা করবেন। যখন তুমি বান্দাদেরকে ফয়সালার মাধ্যমে পৃথক করবে তখন

الْقَضَآءِ فَاجْعَلْ مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ قِيْلًا وَّفِي الْاَحْسَنِيْنَ

عَمَلًا وَّفِي الْمَهْدِيِّيْنَ سَبِيْلًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَل نَبِيَّنَا لَنَا فَرَطًا

আমলধারী ও সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! আমাদের নবীকে

وَّحَوْضَهٗ لَنَا مَوْرِدًا، اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهٖ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهٖ

আমাদের জন্য অগ্রগামী বানাও এবং তাঁর হাওজে কাউসারকে আমাদের পানি পানের ঘাট। হে আল্লাহ! হাশরে আমাদেরকে উঠাও তাঁর দলের মধ্যে। আমাদেরকে তাঁর

وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهٖ وَاجْعَلْنَا مِنْ حِزْبِهٖ، اَللّٰهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ

সুন্নতের অনুসরণ করাও। তাঁর দ্বীনের উপর আমাদের মৃত্যু দাও। আমাদেরকে তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ও তাঁকে একত্র করো যেমন আমরা

كَمَآ اٰمَنَّا بِهٖ وَلَمْ نَرَهٗ، اَللّٰهُمَّ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهٗ حَتّٰى تُدْخِلَنَا

তাঁকে না দেখে ঈমান এনেছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাঁর থেকে আলাদা করো না

مُدْخَلَهٗ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُّفَقَآئِهٖ مَعَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ اَحِبَّآئِهٖ

এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করার পরও। আমাদেরকে তাঁর সাথী নবীগণ, সিদ্দিকীন,

وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا،

শহীদগণ ও নেকলোকদের অন্তর্ভুক্ত করো। তাঁরাই উত্তম সাথী। হে আল্লাহ! রহমত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ نُّوْرِ الْهُدٰى وَالْقَآئِدِ اِلَى الْخَيْرِ وَالدَّاعِيْ اِلَى

নাযেল করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি হেদায়েতের নূর, কল্যাণের দিকে আনয়নকারী, সৎপথের দিকে আহবানকারী, রহমতের নবী, দুশ্চিন্তা

الرُّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ وَاِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ

দূরকারী, মুত্তাকিদের ইমাম, জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল। তাঁর উপর

الْعَالَمِيْنَ كَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَتَلَآ اٰيَاتِكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَاَقَامَ

তোমার রহমত নাযেল করো যেমন তিনি তোমার বার্তা পৌঁছিয়েছেন। তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনিয়েছেন। মানুষের জন্য কল্যাণকামী হয়েছেন। তোমার বিধান

حُدُوْدَكَ وَوَفٰى بِعُهُوْدِكَ وَاَنْفَذَ حُكْمَكَ وَاَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهٰى عَنْ

প্রতিষ্ঠা করেছেন। তোমার ওয়াদা পূরা করেছেন। তোমার হুকুম বাস্তবায়ন করেছেন। তোমার আনুগত্যের আদেশ করেছেন। তোমার নাফরমানী করতে

مَّعْصِيَتِكَ وَوَالٰى وَلِيَّكَ الَّذِيْ تُحِبُّ اَنْ تُوَالِيَهٗ وَعَادٰى عَدُوَّكَ

নিষেধ করেছেন। তোমার বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করেছেন, যার সাথে বন্ধুত্ব করা তুমি পছন্দ

الَّذِيْ تُحِبُّ اَنْ تُعَادِيَهٗ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ

কর। তোমার শত্রুর সাথে শত্রুতা করেছেন যার সাথে শত্রুতা করা তুমি পছন্দ কর। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

عَلٰى جَسَدِهٖ فِي الْاَجْسَادِ وَعَلٰى رُوْحِهٖ فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلٰى مَوْقِفِهٖ فِي

এর উপর। হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো সমস্ত শরীরের মাঝে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরের উপর। সমস্ত রূহের মাঝে তাঁর রূহের উপর। সমস্ত

الْمَوَاقِفِ وَعَلٰى مَشْهَدِهٖ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلٰى ذِكْرِهٖٓ اِذَا ذُكِرَ صَلَاةً مِّنَّا

স্থানের মাঝে তাঁর স্থানের উপর। তোমার সামনে তাঁর উপস্থিত হওয়ার স্থানে। আর তাঁর আলোচনার উপর। যখনই তাঁকে স্মরণ করা হয় আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের

عَلٰى نَبِيِّنَا، اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْهُ مِنَّا السَّلَامَ كُلَّمَا ذُكِرَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ

নবীর উপর দুরূদ পাঠাও। হে আল্লাহ! তাঁর নিকট আমাদের সালাম পৌঁছিয়ে দাও,

عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ

যখনই তাঁর উপর সালামের আলোচনা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর শান্তি ও আল্লাহ রহমত ও তাঁর বরকত অবতীর্ণ হোক। হে আল্লাহ! রহমত নাযেল

الْمُقَرَّبِيْنَ وَعَلٰٓى اَنْبِيَآئِكَ الْمُطَهَّرِيْنَ وَعَلٰى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى

করো তোমার নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের উপর। তোমার পবিত্র নবীদের উপর। তোমার

حَمَلَةِ عَرْشِكَ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ

প্রেরিত রসূদের উপর। তোমার আরশ বহনকারী সমস্ত ফেরেশতার উপর। জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল, মালাকুল মাউত, রিজউয়ান (জান্নাতের প্রহরী) এবং মালিক

وَمَلَكِ الْمَوْتِ وَرِضْوَانَ وَمَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ وَعَلَى

(জাহান্নামের প্রহরী) এর উপর। রহমত নাযেল করো নেকী ও গুনাহর লেখক

اَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلَ مَآ اٰتَيْتَ اَحَدًا مِّنْ

ফেরেশতাদ্বয়ের উপর এবং তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের উপর। তার চেয়ে উত্তম রহমত যা তুমি কোনো রসুলের পরিবারকে দান করেছে।

اَهْلِ بُيُوْتِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاجْزِ اَصْحَابَ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

প্রতিদান দাও তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবাকে। তার চেয়ে

اَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ الْمُرْسَلِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

উত্তম প্রতিদান যা তুমি কোনো রসূলের সাহাবাকে দান করেছে। হে আল্লাহ! মাফ করো

لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ

সমস্ত মুমিন নর-নারী ও মুসলমান নর-নারীদের জীবিত ও মৃতদেরকে এবং আমাদের

وَالْاَمْوَاتِ وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ

পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে। আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের জন্য বিদ্বেষ রেখো না।

قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (القول البديع، ص ٣٦٠)

নিশ্চয় তুমি বড় দয়ালু ও বড় মেহেরবান।

(٢٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ

হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো তোমার বান্দা, রসূল ও উম্মি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ (القول البديع، ص ٣٧٨)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। তাঁর পরিবার ও সাথীদের উপর। আর সবার উপর শান্তি নাযেল করো।

(٣٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى

হে আল্লাহ! যখনই আলোচকরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা করে তখন তাঁর উপর রহমত নাযেল করো। আর যখন আলোচকরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ (القول البديع، ص ٤٦٦)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আলোচনা থেকে উদাসীন থাকে তখনও তাঁর উপর রহমত নাযেল করো।

(٣١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ

হে আল্লাহ! রহমত নাযেল করো তোমার বান্দা, রসূল ও উম্মি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اٰمَنَ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَاَعْطِهِ اَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَاٰتِهِ الشَّرَفَ عَلٰى

ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি তোমার উপর ও তোমার কিতাবের উপর ঈমান এনেছেন। তাঁকে দান করো তোমার সর্বোত্তম রহমত। কেয়ামতের দিন তাঁকে সমস্ত মাখলুকের

خَلْقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَجْزِهِ خَيْرَ الْجَزَآءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ

উপর বিশেষ মর্যাদা দান করো। তাঁকে উত্তম প্রতিদান দাও। আর তাঁর উপর শান্তি,

اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযেল হোক।

(٣٢) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى

পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা

الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الصافات: ١٨٠-١٨٢)

থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য।

হিযবুল বাহার

কঠিন বিপদাপদ থেকে উদ্ধারের পরীক্ষিত অযীফা

হযরত শায়খ
আবুল হাসান শাযেলী রহ.

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া ঢাকা

হিযবুল বাহার এর পটভূমি

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. কর্তৃক নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ. একবার মিশরের রাজধানী কায়রোতে অবস্থান করছিলেন। তখন হজ্বের সময় নিকটবর্তী ছিল। তিনি মুরীদদের বললেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে এ বছর হজ্ব করার আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা জাহাজের ব্যবস্থা করো। শায়খের নির্দেশে তারা জাহাজ তালাশ করতে লাগল। অবশেষে এক বৃদ্ধ খৃস্টান নাবিকের জাহাজ ছাড়া আর কোনো জাহাজ পাওয়া যায়নি। শায়খ শাযেলী রহ. মুরীদীনসহ জাহাজে উঠলেন। জাহাজের পাল তোলা হলো এবং জাহাজটি ধীরে ধীরে মক্কাপানে চলতে লাগল। জাহাজটি কায়রো শহর অতিক্রম করা মাত্রই বিপরীত দিক থেকে প্রবল বেগে বাতাস বয়ে আসে। নাবিক জাহাজের পাল নামিয়ে দিল। ফলে জাহাজটি কায়রো শহরের কাছেই থেমে রইল। সেখান থেকে কায়রোর পর্বতমালা দেখা যাচ্ছিল।

এ অবস্থায় এক সপ্তাহ কেটে যায় এবং হজ্বের তারিখ অতি নিকটে চলে এলো। এতে শায়খ অস্থির হয়ে পড়লেন। একদিন দুপুরে ঘুমের মধ্যে শায়খকে এ দু'আ (হিযবুল বাহার) শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি ঘুম থেকে উঠে দু'আটি পড়তে লাগলেন এবং নাবিককে জাহাজের পাল তুলতে বললেন। নাবিক বলল ঃ এ অবস্থায় পাল তুললে জাহাজ কায়রোর দিকে চলতে শুরু করবে। শায়খ আল্লাহর রহমতের উপর আস্থাশীল ছিলেন। তাই নাবিককে বললেন ঃ তুমি আমার কথা মতো পাল তোলো আর আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রত্যক্ষ করো। নাবিক জাহাজের পাল তোলা মাত্রই বাতাসের গতি পরিবর্তন হয়ে গেল। মক্কার দিকে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল এবং জাহাজ মক্কার দিকে এগুতে শুরু করে। এমনকি যে রশির দ্বারা জাহাজটি বাঁধা ছিল প্রবল বাতাসের কারণে তা খোলার সুযোগ হয়নি। বাধ্য হয়ে রশিটি কেটে দেওয়া হলো। তারপর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নিরাপদভাবে হজ্বের তারিখের পূর্বেই জাহাজ মক্কায় পৌঁছল।

এ আশ্চর্য ঘটনা দেখে নাবিকের ছেলে মুসলমান হয়ে গেল। এতে বৃদ্ধ খৃস্টান নাবিক ভীষণ মনোক্ষুণ্ন হলো। রাতে সে স্বপ্নে দেখে, শায়খ একদল

লোক নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করছেন এবং বৃদ্ধ খৃস্টান নাবিকের সেই ছেলেটিও তাদের সাথে রয়েছে। বৃদ্ধও তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের চেষ্টা করছে কিন্তু ফেরেশতারা তাকে বাধা দিল যে, তুমি মুসলমান নও। তাই তুমি তাদের সাথে যেতে পারবে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ওই বৃদ্ধ খৃস্টান নাবিকও মুসলমান হয়ে গেল। পরবর্তীতে সে বড় মর্যাদা লাভ করে এবং বহু লোক তার মুদীদও হয়েছিল।

উল্লেখ্য, হিযবুল বাহর নামক দু'আটি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ. স্বপ্নযোগে পেয়েছেন। তাই এ দু'আটি মাসনূন আমল নয়। সুতরাং কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আসমূহের মর্যাদা এর চেয়ে অনেক বেশি। তবে নিঃসন্দেহে দু'আটি বরকতময়। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে দু'আটি পাঠ করতেন। দু'আটি নিয়মিত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হয়। দারিদ্রতা দূর হয় এবং বিপদাপদ থেকে দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. বলেছেন ঃ এ দু'আ নিয়মিত পাঠ করলে এর বরকতে রুযী-রোজগারে অনেক বরকত হবে।

এ দু'আ পাঠের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছিলছিলার বুযুর্গগণ ভিন্ন নিয়ম বর্ণনা করেছেন। নিম্নে শায়খুল মাশায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. থেকে বর্ণিত নিয়মটি উল্লেখ করা হলো।

ইজাযত গ্রহণ

যে কোনো অযীফা আদায়ের ক্ষেত্রে বুযুর্গদের থেকে অনুমতি গ্রহণ করা বরকের কারণ। অনুমতি গ্রহণকারীকে বুযুর্গ বিশেষ দু'আ ও তাওয়াজ্জুহ দিয়ে থাকেন। ফলে তার অযীফা পাঠে আছর ও বাতেনী প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে অনুমতি গ্রহণ করা শরীআতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। অনুমতি ব্যতীত পাঠ করলেও সাওয়াব ও উদ্দেশ্য হাসিল হবে। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. শায়খ আবুল হাসান শাযেলী রহ. এর কোনো বংশধর ব্যক্তি থেকে 'হিযবুল বাহার' পাঠের অনুমতি পেয়েছেন। হাজী সাহেব রহ. হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.কে অনুমতি প্রদান করেছেন এবং হযরত থানবী রহ. তাঁর খলীফা ও মুরীদদেরকে 'হিযবুল বাহার' পাঠ করার অনুমতি প্রদান করেছেন।

হিযবুল বাহার এর যাকাত[১]

সফর মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে রোযা রাখবে এবং সুন্নাত নিয়মে ই'তেকাফ করবে। এই তিন দিন নিম্নোক্ত নিয়মে দৈনিক তিনবার করে মোট নয়বার 'হিযবুল বাহার' পাঠ করবে-

(১) ৬ তারিখ মাগরিবের পর একবার পাঠ করবে।
(২) ৬ তারিখ ইশার নামাযের পর একবার পড়বে।
(৩) ৬ তারিখ চাশত নামাযের পর একবার পাঠ করবে।

উক্ত নিয়মে ৭ ও ৮ তারিখেও পাঠ করবে। ৮ তারিখের পরে ৯ তারিখের রাতে মাগরিবের পর কয়েকজন মিসকীনকে সাথে নিয়ে খানা খাবে। তারপর প্রতিদিন একবার করে 'হিযবুল বাহার' পাঠ করতে থাকবে। এর জন্য মাগরিবের পরের সময় উত্তম। কিন্তু যে কোনো সময় পাঠ করা যাবে। তবে প্রতিদিন একই সময় পাঠ করবে। কোনো দিন ওজরবশত নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে না পারলে পরবর্তী যে কোনো সময় পড়ে নিবে। যাকাত হিসেবে হিযবুল বাহার পাঠ ৮ সফর চাশতের নামাযের পর শেষ হয়ে যাবে।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. বলেছেন ঃ এ অযীফা নিয়মিত পাঠ করলে এর বরকতে রুযী-রোজগারে অনেক বরকত হবে। তবে শুধু এ নিয়তে পাঠ করবে না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পাঠ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হলে রুযী-রোজগারে এমনিতেই বরকত চলে আসবে। যেসব স্থানে কিছু চাওয়ার কথা আসবে সেখানে নিজের সৎউদ্দেশ্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইবে এবং যেসব স্থানে শত্রু ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির কথা আসবে সেখানে নিজের শত্রু, নফস ও শয়তানের কথা খেয়াল করবে। দুনিয়াবী ভোগবিলাস লাভের জন্য এবং শরীআহ পরিপন্থী কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে এ অযীফা পাঠ করবে না। কারণ শরীআহ বিরোধী কাজের জন্য দু'আ করা গুনাহ ও নাজায়েয।

বিঃ দ্রঃ হিযবুল বাহার শুরু করার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ' পড়বে না।

---

[১] এখানে যাকাত দ্বারা কোনো অযীফাকে বিশেষ পদ্ধতিতে পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা ওই অযীফার আছর বৃদ্ধি পায়।

حِزْبُ الْبَحْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ॥

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ اَنْتَ رَبِّيْ وَعِلْمُكَ حَسْبِيْ فَنِعْمَ

হে সর্বোপরী! হে মহান! হে সহনশীল! হে সর্বজ্ঞ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তোমার

الرَّبُّ رَبِّيْ وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِيْ تَنْصُرُ مَنْ تَشَآءُ وَاَنْتَ الْعَزِيْزُ

জ্ঞানই আমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আমার প্রতিপালক কতই না উত্তম! এ যথেষ্ট হওয়া আমার জন্য উত্তম। যাকে ইচ্ছা তুমি সাহায্য কর এবং তুমিই মহা শক্তিশালী ও অতিশয়

الرَّحِيْمُ نَسْاَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ

দয়ালু। আমরা তোমার কাছে হেফাযতের প্রার্থনা করি চলাফেরা, ওঠা-বসা, কথাবার্তা,

وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الظُّنُوْنِ وَالشُّكُوْكِ وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ

ইচ্ছা, ধারণা, অনুমান এবং গোপন সন্দেহ যা গায়েবী খাযানা থেকে অন্তরের জন্য পর্দা

لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُّطَالَعَةِ الْغُيُوْبِ، فَقَدِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا

স্বরূপ হয়ে যায়। নিশ্চয় মুমিনগণ কঠিন পরীক্ষা ও মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

زِلْزَالًا شَدِيْدًا ،وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল

شَدِيْدًا পড়ার সময় ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করবে।

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا فَثَبِّتْنَا وَانْصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هٰذَا

আমাদের সাথে প্রতারণামূলক ওয়াদা করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে অবিচল রাখো এবং আমাদেরকে সাহায্য করো। এই সমুদ্রকে আমাদের বশীভূত করে দাও যেমন মূসা

اُنْصُرْنَا পড়ার সময় নিজ উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।

الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ

আ. এর জন্য সমুদ্র বশীভূত করেছ। আগুনকে ইবরাহীম আ. এর বশীভূত করেছ।

لِاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيْدَ لِدَاوٗدَ

পাহাড় ও লোহাকে দাউদ আ. এর বশীভূত করেছ। বাতাস, শয়তান ও জ্বিনকে

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيْحَ وَالشَّيَاطِيْنَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ

সুলাইমান আ. এর বশীভূত করেছ। জমিন-আসমানে তোমার মালিকানা ও আওতাধীন

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ

সকল সমুদ্রকে আমাদের বশীভূত করে দাও এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সামুদ্রকেও।

وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْاٰخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ

আর অন্যান্য সকল জিনিস আমাদের বশীভূত করে দাও। হে ওই সত্তা যিনি যাবতীয়

شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ

জিনিসের মালিক!

كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ كٓهٰيٰعٓصٓ

كٓهٰيٰعٓصٓ - কে নিম্নবর্ণিত নিয়মে তিনবার পড়বে।

প্রথম অক্ষর (কা-ফ) উচ্চারণ করার সময় ডান হাতের ছোট আঙ্গুল বন্ধ করবে। দ্বিতীয় অক্ষর (হা) উচ্চারণ করার সময় এর পাশের আঙ্গুলটি বন্ধ করবে। তৃতীয় অক্ষর (ইয়া) উচ্চারণ করার সময় মধ্যমা তথা মাঝের আঙ্গুলটি বন্ধ করবে। চতুর্থ অক্ষর (আইন) উচ্চারণ করার সময় শাহাদত আঙ্গুলটি এবং শেষ অক্ষর (ছোয়াদ) উচ্চারণ করার সময় বৃদ্ধা আঙ্গুলটি বন্ধ করবে। এভাবে পাঁচটি আঙ্গুলই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাবে।

তারপর كٓهٰيٰعٓصٓ শব্দটি দ্বিতীয় বার পাঠের সময় একই নিয়মে আঙ্গুলগুলো খুলবে। তারপর এ শব্দটি তৃতীয় বার পাঠের সময় আঙ্গুলগুলো প্রথম বারের নিয়মে পরপর বন্ধ করবে।

اُنْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ

আমাদের সাহায্য করো, কেননা তুমিই উত্তম সাহায্যকারী।

اُنْصُرْنَا বলার সময় হাতের ছোট আঙ্গুলটি খুলে দিবে।

وَافْتَحْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ

আমাদের বিজয় দান করো, কেননা তুমিই উত্তম বিজয় দানকারী।

وَافْتَحْ لَنَا বলার সময় ছোট আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুলটি খুলে দিবে।

وَاغْفِرْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ

আমাদেরকে ক্ষমা করো, কেননা তুমিই উত্তম ক্ষমাকারী।

وَاغْفِرْ لَنَا বলার সময় মধ্যের আঙ্গুলটি খুলে দিবে।

وَارْحَمْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

আমাদের প্রতি রহম করো, কেননা তুমিই উত্তম রহমকারী।

وَارْحَمْنَا বলার সময় শাহাদতের আঙ্গুলটি খুলে দিবে।

وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

আমাদেরকে রিযিক দান করো, কেননা তুমিই উত্তম রিযিকদাতা।

وَارْزُقْنَا বলার সময় বৃদ্ধা আঙ্গুলটি খুলে দিবে।

وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ

আমাদেরকে হেফাযত করো, তুমিই উত্তম হেফাযতকারী। আমাদেরকে হেদায়েত দান

الظّٰلِمِيْنَ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رِيْحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِيْ عِلْمِكَ

করো এবং অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দাও। আমাদেরকে এমন উত্তম বাতাস

وَانْشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَآئِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ

দান করো যা তোমার ইলম অনুযায়ী উত্তম এবং তা আমাদের উপর ছড়িয়ে দাও তোমার রহমতের ভাণ্ডার থেকে। এর দ্বারা আমাদেরকে পরিচালনা করো সম্মান, শান্তি

وَمَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ

ও সুস্থতার সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে। নিশ্চই তুমি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আমাদের

شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوْبِنَا وَاَبْدَانِنَا

অন্তর ও দেহের সমস্ত কাজ সহজ করে দাও আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ায় সুখ-শান্তি ও

اُمُوْرَنَا পড়ার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।

وَالسَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِيْ دِيْنِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ صَاحِبَنَا فِيْ سَفَرِنَا

সুস্থতার সাথে। সফরে আমাদের সাথী হয়ে যাও। আমাদের পরিবারের জন্য

وَخَلِيْفَةً فِيْ اَهْلِنَا وَاطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِ اَعْدَآئِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلٰى

স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও। আমাদের শত্রুদের চেহারা বিগড়িয়ে দাও। তাদেরকে স্বস্থানে

وَاطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِ বাক্যটি পড়ার সময় শত্রুদের কথা খেয়াল করে ডান হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে নীচের দিকে ইশারা করবে এবং মুষ্টি খুলে দিবে।

مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيْٓءَ اِلَيْنَا وَلَوْ نَشَآءُ

দুর্বল করে দাও। যাতে তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। আমি ইচ্ছা করলে

لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○ وَلَوْ

তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে

نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا

কেমন করে দেখতে পেত! আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত

يَرْجِعُوْنَ ○ يٰسٓ ○ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

করতে পারতাম, ফলে তারা আগেও চলতে পারত না এবং পেছনেও ফিরে যেতে পারত না। ইয়া-সীন। প্রজ্ঞাময় কুরআনের কসম। নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ

সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। কুরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে

اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ

অবতীর্ণ। যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয়

لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ

অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উদ্ধর্মুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে

فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ

ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা

سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

দেখে না।

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ، شَاهَتِ الْوُجُوْهُ، شَاهَتِ الْوُجُوْهُ

শত্রুদের চেহারা বিকৃত হোক। শত্রুদের চেহারা বিকৃত হোক। শত্রুদের চেহারা বিকৃত হোক।

উক্ত বাক্যটি তিনবার পাঠ করবে। বলার সময় প্রত্যেক বার শত্রু পক্ষের পরাজয়ের কথা খেয়াল করবে এবং ডান হাতের পিঠ দ্বারা জমিনের উপর হালাকাভাবে আঘাত করবে।

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا.

তাদের মাথা নত হোক চিরঞ্জীন-চিরস্থায়ী সত্তার সামনে। ওই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত যে

طٰسٓمٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ

জুলুমের বোঝা বহন করল। ত্ব-সীন। ত্ব-সীন-মীম। হা-মীম-আঈন-সীন-কাফ। তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা

لَا يَبْغِيَانِ

তারা অতিক্রম করে না।

حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ حٰمٓ

حٰمٓ শব্দটি নিম্নবর্ণিত নিয়মে সাতবার পড়বে।

প্রথম বার পাঠ করে ডান দিকে ফুঁক দিবে।
দ্বিতীয় বার পাঠ করে বাম দিকে ফুঁক দিবে।
তৃতীয় বার পাঠ করে সামনের দিকে ফুঁক দিবে।
চতুর্থ বার পাঠ করে পিছন দিকে ফুঁক দিবে।
পঞ্চম বার পাঠ করে উপরের দিকে ফুঁক দিবে।
ষষ্ঠ বার পাঠ করে নিচের দিকে ফুঁক দিবে।
সপ্তম বার পাঠ করে উভয় হাতের মধ্যে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাবে।

حُمَّ الْاَمْرُ وَجَآءَ النَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُوْنَ، حٰمٓ، تَنْزِيْلُ

বিষয়টি উত্তপ্ত হলো এবং সাহায্য এসে পড়ল। সুতরাং তারা আমাদের বিপক্ষে বিজয়ী হবে

الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

না। হা-মীম। কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থবান। তিনি ব্যতীত কোন

شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ، بِسْمِ اللّٰهِ

উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। বিসমিল্লাহ- আমাদের দরজা। তাবারাকাল্লাযী-

بَابُنَا، تَبَارَكَ الَّذِىْ حِيْطَانُنَا، يٰسٓ سَقْفُنَا، كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا،

আমাদের চতুর্দিকের দেয়াল। ইয়াসীন- আমাদের ছাদ। কাফ-হা-ইয়া-আঈন-সোয়াদ আমাদের জন্য যথেষ্ট। হা-মীম-আঈন-সীন-ক্বফ আমাদের আশ্রয়। সুতরাং তাদের

حٰمٓ عٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا، فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

كٓهٰيٰعٓصٓ পড়ার সময় পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে আঙ্গুল বন্ধ করবে এবং حٰمٓ عٓسٓقٓ পড়ার সময় যেভাবে আঙ্গুলগুলো বন্ধ করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই একেকটি করে খুলবে। অর্থাৎ খোলার সময়ও ছোট আঙ্গুল থেকে খোলা শুরু করবে।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا

بِحَوْلِ اللهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا

আরশের পর্দা আমাদের উপর ঝুলন্ত। আল্লাহর দৃষ্টি আমাদের দিকে নিবদ্ধ।
আল্লাহর সাহায্যে কেউ আমাদের বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না।

وَاللهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ ○ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○

فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। বরং এটা মহান কুরআন।
লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ○

আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।

فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ○

আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।

فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ○

আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।

اِنَّ وَلِىَّ اللهِ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ○

নিঃসন্দেহে আমার সহায় হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।
তিনিই সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ○

নিঃসন্দেহে আমার সহায় হলেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনিই সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

إِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ○

নিঃসন্দেহে আমার সহায় হলেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনিই সৎকর্মশীল বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○

আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু জমিন বা আসমানে কারও ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু জমিন বা আসমানে কারও ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু জমিন বা আসমানে কারও ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না এবং কোনো নেক কাজও করতে পারে না।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না এবং কোনো নেক কাজও করতে পারে না।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্য ছাড়া কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না এবং কোনো নেক কাজও করতে পারে না।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ،

আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর।

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হে সর্বাধিক দয়ালু! তোমার অনুগ্রহে আমাদের দু'আ কবুল করো।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অযীফা

তিন তাসবীহ

সকাল-সন্ধ্যা পড়বে ঃ

১. নিম্নবর্ণিত দু'আ ১০০ বার।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

২. যে কোনো দুরূদ শরীফ ১০০ বার। যেমন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

৩. যে কোনো ইস্তেগফার ১০০ বার। যেমন-

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উপরোক্ত তিনটি তাসবীহকে তিন তাসবীহ বলে। তিন তাসবীহ এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তাই বুযুর্গানে কেরাম এ আমলটি সর্বদা করে থাকেন।

দ্রষ্টব্য ঃ যারা অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে তিন তাসবীহ আদায় করতে পারেন না, তারা একেবারে বাদ না দিয়ে ছোট ইস্তিগফার ও ছোট দুরূদ পড়ে নিতে পারেন। তবে এটা অনুত্তম।

◈ ছোট ইস্তিগফার ঃ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ অথবা رَبِّ اغْفِرْلِىْ

◈ ছোট দুরূদ ঃ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ অথবা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

চার তাসবীহ

(খানকাহে ইমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া)

১. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ১০০ বার

যখন لَآ اِلٰهَ বলবে তখন ধ্যান করবে যে, আমার لَآ اِلٰهَ আরশে আযম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এবং যখন اِلَّا اللّٰهُ বলবে তখন ধ্যান করবে যে, আরশে

আযম থেকে একটি নূরের স্তম্ভের মাধ্যমে আল্লাহর নূর আমার অন্তরে প্রবেশ করছে। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আনুমানিক আট থেকে দশবার বলার পর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে কালিমা পূর্ণ করবে।

২. اَللّٰه اَللّٰه - ১০০ বার

প্রথমবার اَللّٰه বলার পর جَلَّ جَلَالُهٗ বলবে। কেননা আল্লাহ তা'আলার নাম বললে একবার جَلَّ جَلَالُهٗ বলা ওয়াজিব। মুহব্বাতের সাথে اَللّٰه এর যিকির করবে। ধারণা করবে যে, আমার মুখে একটি যবান রয়েছে আকেটি রয়েছে অন্তরে একটি যবান রয়েছে এবং উভয় যবান একত্রে যিকির করছে। আমার প্রতিটি লোম আল্লাহর যিকির করছে। মাঝে মাঝে অধমের (হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার দা.বা. এর) এ শে'রটি বলবে তাহলে আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে ঃ

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے
عاشقوں کا مینا اور جام ہے

৩. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ - ১০০ বার

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. রহমত এ তাসবীহর চারটি ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

(১) ইবাদত-বন্দেগীর তাওফীক
(২) রিযিক এর মধ্যে বরকত
(৩) অসীম মাগফিরাত
(৪) জান্নাতে প্রবেশে অগ্রাধিকার

৪. صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ - ১০০ বার

আমার প্রথম শায়খ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী রহ. দুরূদ শরীফ পড়ার একটি সুন্দর নিয়ম বর্ণনা করেছেন ঃ দুরূদ শরীফ পড়ার সময় ধারণা করবে যে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযায়ে মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এবং আকাশ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমতের যে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে তার কিছু ছিঁটা আমার উপরও পড়ছে।

কুতবুল আলাম হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. কে কেউ জিজ্ঞেস করেছে যে, আগে ইস্তেগফার পড়ব না দুরূদ শরীফ? হযরত তাকে বললেন ঃ তুমি কি ময়লা কাপড় আগে ধৌত কর না আগে আতর লাগাও? প্রথমে আত্মাকে গুনাহের ময়লা থেকে ইস্তেগফারের মাধ্যমে পবিত্র করো। তারপর দুরূদ শরীফের আতর লাগাও।

(অলিউল্লাহ বানানে ওয়ালে চার আ'মাল, পৃ. ২৭-৩৬)

বারো তাসবীহ

[সকাল-সন্ধ্যা ১৩০০ বার পড়বে]

১. لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - ২০০ বার
২. اِلَّا اللّٰهُ - ৪০০ বার
৩. اَللّٰهُ اَللّٰه - ৬০০ বার
৪. اَللّٰهُ - ১০০ বার

এ তাসবীহকে 'বারো তাসবীহ' বলা হয়। এতে তেরোশ' তাসবীহ রয়েছে। বুযুর্গানে কেরাম সালিকীনদেরকে প্রথমে ৩ তাসবীহ পড়তে বলেন এবং তিন তাসবীহতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে ১২ তাসবীহর আমল দিয়ে থাকেন।

খতমে দু'আয়ে ইউনুস আ.

দুশ্চিন্তা ও মুসীবত থেকে দ্রুত নাজাত পেতে বেশি বেশি এ আয়াতটি পড়া উচিত। এ দু'আর বরকতেই হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

কতক বুযুর্গ লিখেছেন যে, কেউ যদি বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'আয়ে ইউনুস ৪০ দিন পর্যন্ত ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বার পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পেরেশানী ও মুসীবত থেকে মুক্তি দিবেন। প্রত্যেক দিন ৩১২৫ বার করে পড়বে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র (নির্দোষ) আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

খতমে খাজেগান

'খতমে খাজেগান' এর এ তরতীবটি হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর খলীফায়ে মাজায মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদোয়ী রহ. থেকে বর্ণিত। এটা আর্থিক সংকট ও বিপাদাপদ থেকে রক্ষার জন্য পরীক্ষিত আমল। সমস্যা দূর না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন পাঠ করতে হবে এবং শেষে সমস্যাবলী উল্লেখ করে দু'আ করতে হবে। (মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৪৬)

১. দুরূদ শরীফ - ৩ বার

২. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ - ৩৬০ বার

৩. সূরা اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ - ৩৬০ বার

৪. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ - ৩৬০ বার

৫. দুরূদ শরীফ - ৩ বার

খতমে বিসমিল্লাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উদ্দেশ্য ও মকছুদ পূরণের জন্য "বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" বারো হাজার বার পাঠ করবে। এই নিয়মে যে, এক হাজার বার পড়া হলে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিজ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দু'আ করবে। এ নিয়মে বারো হাজার বার শেষ করবে। যত বড় উদ্দেশ্য হোক না কেন পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৫৯)

আয়াতে শিফা

(রোগমুক্তির ৬টি আয়াত)

কোনো জটিল রোগ দেখা দিলে একটি বোতলে পরিষ্কার পানি ভরে এতে একটু মধু ও যমযমের পানি মিশিয়ে নিন। অতঃপর শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ পড়বে এবং উক্ত আয়াতে শিফা ৪১ বার পড়ে পানিতে দম করবে। দমকৃত পানি প্রতিদিন

ফজরের পর ৪১ দিন পর্যন্ত পান করাবে। ইনশাইল্লাহ অবশ্যই শিফা (আরোগ্য লাভ) হবে। (ইয়াউমিয়া আযকার, পৃ. ১০৬)

আয়াতগুলি চীনামাটির তস্তরিতে গোলাব ও জাফরান দ্বারা লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে খাওয়ালে বা তাবীযরূপে গালায় বাঁধলে যত কঠিন রোগ হোক না কেন আরোগ্য হবেই ইনশাআল্লাহ। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ১৩)

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (التوبة: ١٤)

(٢) وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (يونس: ٥٧)

(٣) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (النحل: ٦٩)

(٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (الاسراء: ٨٢)

(٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (الشعراء: ٨٠)

(٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ (حم سجدة: ٤٤)

আয়াতে সালাম

(সাত সালাম)

নিম্নবর্ণিত সাতটি আয়াত 'সাত সালাম' নামে পরিচিত। বলা হয়, কেউ যদি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর বা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর এ আয়াতগুলো পাঠ করে সে সকল প্রকার অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে এটা মাসনূন আমল নয়।

(١) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ (يس: ٥٨)

(٢) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ (الصافات: ٧٩)

(٣) سَلَامٌ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ (الصافات: ١٠٩)

(٤) سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ (الصافات: ١٢٠)

(٥) سَلَامٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ (الصافات: ١٣٠)

(٦) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (الزمر: ٧٣)

(٧) سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر: ٥)

আয়াতে হিফাযত

সকাল-বিকাল এ আয়াতসমূহ পাঠ করলে সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযত হবে। (ইয়াউমিয়া আযকার, পৃ. ১০৮)

(١) وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ (البقرة: ٢٥٥)

(٢) وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (الانعام: ٦١)

(٣) اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ (هود: ٥٧)

(٤) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (يوسف: ٦٤)

(٥) لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (الرعد: ١١)

(٦) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (الحجر: ٩)

(٧) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ (الحجر: ١٧)

(٨) وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ (الانبياء: ٨٢)

(٩) وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (حم سجدة: ١٢)

(١٠) اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ (الشورى: ٦)

(١١) وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ (سبا: ٢١)

(١٢) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (الصافات: ٧)

(١٣) وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ (ق: ٤)

(١٤) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ (الانفطار: ١٠)

(١٥) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ○ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (البروج: ٢١-٢٢)

(١٦) كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (الطارق: ٤)

আয়াতে নূর

নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ 'আয়াতে নূর' নামে পরিচিত। বলা হয়, কেউ যদি দৈনিক এ আয়াতসমূহ পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার নূর অর্জন হবে এবং তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার নূরে আলোকিত হবে। তবে এটা মাসনূন আমল নয়।

(١) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (البقرة: ١٧)

(٢) اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (البقرة: ٢٥٧)

(٣) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا (النساء: ١٧٤)

(٤) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ (المائدة: ١٥)

(٥) يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنِ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (المائدة: ١٦)

(٦) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (المائدة: ٤٤)

(٧) وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (المائدة: ٤٦)

(٨) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ (الانعام: ١)

(٩) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ اِذْ قَالُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَلَآ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (الانعام: ٩١)

(١٠) اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (الانعام: ١٢٢)

(١١) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ
مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (الاعراف: ١٥٧)

(١٢) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِؤُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ
يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (التوبة: ٣٢)

(١٣) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ (يونس: ٥)

(١٤) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ
مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ
جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ
خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد: ١٦)

(١٥) الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (ابراهيم: ١)

(١٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُوْرٍ (ابراهيم: ٥)

(١٧) اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا
مِصْبَاحٌ ؕ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ؕ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ
يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ ۙ يَّكَادُ
زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ؕ نُّوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ؕ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ
(النور: ٣٥)

(١٨) اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ؕ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ
يَرٰىهَا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ (النور: ٤٠)

(١٩) هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ
الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (الاحزاب: ٤٣)

(٢٠) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ (فاطر: ٢٠)

(٢١) اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (الزمر: ٢٢)

(٢٢) وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (الزمر: ٦٩)

(٢٣) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الشورى: ٥٢)

(٢٤) هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (الحديد: ٩)

(٢٥) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (الحديد: ١٢)

(٢٦) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (الحديد: ١٣)

(٢٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (الحديد: ١٩)

(٢٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الحديد: ٢٨)

(٢٩) يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ (الصف: ٨)

(٣٠) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (التغابن: ٨)

(٣١) رَسُولًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا (الطلاق: ١١)

(٣٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (التحريم: ٨)

(٣٣) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (نوح: ١٦)

ফযীলতপূর্ণ চল্লিশটি দুরূদ ও সালাম

سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى (النمل: ٥٩)

سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (الصافات: ١٨١)

(١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ (المعجم الكبير للطبرانى)

(٢) اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَآئِمَةِ وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّىْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗٓ اَبَدًا (مسند أحمد)

(٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ (الصحيح لابن حبان)

(٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بيهقى)

(٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
(الصحيح للبخارى)

(٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
(الصحيح لمسلم)

(٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
(السنن لابن ماجه)

(٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السنن للنسائى)

(٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السنن لأبى داؤد)

(١٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
(السنن لأبى داؤد)

(١١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (الصحيح لمسلم)

(١٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السنن لأبى داؤد)

(١٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (الصحيح لمسلم)

(١٤) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
(السنن لأبى داؤد)

(١٥) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ، وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ (الطبرى)

---

(١٦) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ تَحَنَّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السعاية)

---

(١٧) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السعاية)

(١٨) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (صحاح ستة)

---

(١٩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ (حصن حصين)

---

(٢٠) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (السنن للنسائى)

---

(٢١) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَّلَهٗ جَزَآءً وَّلِحَقِّهٖٓ اَدَآءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدَّتَهٗ، وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖٓ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهٖ، وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهٖ، وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (الصحيح للبخارى)

(٢٢) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بيهقى)

---

(٢٣) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ، صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ (سنن الدار قطنى)

---

(٢٤) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مسند أحمد)

---

(٢٥) وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ (السنن للنسائى)

صِيَغُ السَّلَامِ

(٢٦) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (الصحيح للبخارى)

---

(٢٧) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (الصحيح لمسلم، السنن للنسائى)

---

(٢٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (السنن للنسائى)

---

(٢٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ

الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (السنن للنسائی)

---

(٣٠) بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَسْاَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ (السنن للنسائی)

---

(٣١) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (موطا)

---

(٣٢) بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ، اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا، وَّاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاهْدِنِيْ (الطبرانی)

(٣٣) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ (السنن لأبی داؤد)

---

(٣٤) بِسْمِ اللهِ، اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، شَهِدْتُّ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ شَهِدْتُّ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ (موطا)

---

(٣٥) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (موطا)

---

(٣٦) اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (موطا)

---

(٣٧) اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ (الطحاوی)

(٣٨) اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(السنن لأبى داؤد)

---

(٣٩) اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (الصحيح لمسلم)

---

(٤٠) بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ (المستدرك للحاكم)

লেখকের আরও কয়েকটি গ্রন্থ

হিসনুদ দু'আ	জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমূহ	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিসনুল অযাইফ	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিনের অযীফা	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়ুন	তাজবীদের নিয়মগুলি সহজ ও সাবলীল ভাষায় সংকলন করা হয়েছে	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিকায়েতে লতীফ (ফার্সী-বাংলা)	জ্ঞান বৃদ্ধিকারী ঘটনাসমূহ	অনু. ঃ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মাসায়েলে মাসাজিদ ও ঈদগাহ	মসজিদ ও ঈদগাহ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	মাওলানা রফআত কাসেমী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি (৮ খণ্ড) [প্রকাশিতব্য]	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির স্ববিস্তার ও তুলনামূলক আলোচনা	মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
শব্দার্থে আল-কুরআন [প্রকাশিতব্য]	কুরআনের প্রত্যেক শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ ও সাবলীল অনুবাদ	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
একজন মুসলমান কিভাবে জীবনযাপন করবে?	মুসলমানদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নসীহত	**মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী**
ইউরোপ, আমেরিকা ও ইসরাইল	মুসলমানদে হীনমন্যতা ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং এর বাধা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা	**মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী**

বাইতুল কিতাব

৩/৪, ব্লক- এইচ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

মোবাইল: ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬, ০১৬১৪ ৩২৩২৯৬